

To

REVEREND J. LONG.

SIR,

BEFORE presenting this little volume to the public, it needs inscribing to one, who has devoted his whole time to intellectual and moral pursuits. Nothing is more degrading to a disinterested and well-intentioned writer, than to wheedle some titled Aristocrat and plunge into the level with his vassals. But my intention is far above this vile turn. I flatter myself in paying my respects to you for no other consideration than your being a promoter of the vernacular language and exerting the pith of your energies for its improvement.

Few as our writers are, and unfortunately their works being limited to translation, few have until now volunteered into the path of real improvement. In fact, the Bengallee language, is still in its cradle. The more than half century's cultivation, of the easiest language in the world, has chiefly sowed the seed of translation, excepting some dramatic works of little merit.

This History of India, is the first original work of the kind, and I feel myself contented in filling a *desideratum*. It is written "with a free and unprejudiced pen." The wild notions of men like Mill, Ward and Marshman, then misinterpretation of the Hindoo character, manners, &c. have been strenuously impugned.

The Hindoo period, presents the history from the creation, according to the *Puranas*, down to the reigns of Magadha dynasty. I spared neither time, nor trouble, to delineate the annals of the Solar and Lunar races of Kings. A summary of the Hindoo religion, with a succinct outline of different religious sects, of science, literature, arts, commerce, &c. is also attached. The Mahomedan period includes, the invasion of India by that nation, down to the reign of Shah Alam the Second. The work concludes with the settlement of Europeans in India, the conquest of Carnatic and the battle of Plassy, being the origin of the British Government.

Be it remembered, that the Indian history, is divided into different Eras, instituted by different Kings, of which the Bengallee era is most used. It agrees pretty nearly with the Mahomedan era of the Hegira. I have with much labor, given

the exact period of every occurrence, by means of calculation, with the Bengallee era, agreeably with the era of Christ. The Anti-Christian era is agreed with the era of the Calee Yoog. Thus far, the Chronological order, is all through preserved. A little indulgence must be granted to me for the inaccuracies of particular chapters and heads, the misarrangement of a note or two and other defects, which might easily be understood by writers in general, to arise from the evil system of the native press. My History of India, would have been thrice as bulky had it been composed as ordinary Bengallee books are. To lessen the expense and make it cheaper it was composed in small types and in one lead. The following is the list of works, English and Vernacular, from which this History of India is principally compiled.

Professor Wilson's edition of Mill's India, Col. Dow's Hindoostan, Ward on the Hindoos, Gleig's India, Elphinstone's ditto, Marshman's ditto, Murray's British India, Stewart's Bengal, Asiatic Researches, partly, Macaulay's Critical and Historical essay on Lord Clive, Encyclopedia Britannica, the *Ramayana*, the *Mohabharata*, *Manoo Samhita*, *Sarbartha Poornachandra*, *Bibidhartha Sangraha*, &c. &c., &c.

I intend, to continue the history to the present time and have written and reserved some accounts for that purpose.

Now it is my province, to request the public generally, and you particularly, to support and encourage this my unskilful undertaking.

I have the honor to be

Sir,

Your most obedient Servant,

KADER NAUTH DUTT.

Hautkholah, April, 1860.

শ্রীকেশবনাথ দত্ত

প্রণীত গ্রন্থের

বিজ্ঞাপন।

নলিনীকান্ত।

গদ্য, পদ্য নানা ললিত সম্বীত সমন্বিত শৃঙ্গার ও করুণ রুসান্তিত এক
নবান উপাখ্যান। “ইহা নাটক ভাবে রচিত, কাব্য ভাবে বর্ণিত এবং উপা-
খ্যানাশ্রিত।” এই গ্রন্থ বিলাতী গ্রন্থের ন্যায় উৎকৃষ্ট বাফাই ইইয়া ১ টাকা
মূল্যে সকল পুস্তকালয়ে এবং হাটখোলা মাণিক বস্তুর লেনে ১২৪।৬ নং ভবনে
বিক্রয় হইতেছে। পল্লীগামছ গ্রাহকেরা মূল্য প্রেরণে বিনা মাসুলে পাঠিতে
পারিবেন।

অনাথিনী কুলকামিনী,

অথবা

প্রমদা ও হৃদয়েশ।

উক্ত নামধেয় করুণ ও আদি রুসান্তিত কাব্য নানা সুললিত ছন্দ নিবন্ধে
সুদ্রিত হইতেছে, ইহার ঘটনা জগন্মনোলোভা অধিকা কাল্‌নায় হয়, কুলীন-
দেবর দোষারোপণ ইহার উদ্দেশ্য। মূল্য—১০

ভারতবর্ষের ইতিহাস ।



প্রথম অধ্যায় ।

ইতিহাস শব্দের অর্থ—ইতিহাসবেত্তার কি করা উপযুক্ত—অসম্ভাবস্থায় মনুষ্য কি প্রকারে ইতিহাস বৃদ্ধি করে—ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের কর্তৃক স্থির ভিন্ন ভিন্ন কাল নিরূপণ—ব্যাস, বামুনিকি ও বেদ মহাভারতাদির কাল—কলিযুগের কাল—ইংলণ্ডীয় কোন কোন বিশ্বস্তগনির্ণায়ক বাইবেলানুযায়ী স্থির কাল অগ্রাহ্য করেন—ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ও শক্তির উৎপত্তি—ব্রহ্মার স্থির অন্তঃস্থান ও ভূতাদি স্বজন—ব্রহ্মের গুণ ভেদে নাম ভেদ—অণু হইতে স্বর্গ, মর্ত, আকাশ উৎপন্ন হয়—পঞ্চ প্রকার অবিদ্যার স্থিতি—উদ্ভিদ, তিৰ্য্যাকসৌত, উষ্ণ-সৌত এবং অর্ধাকসৌতের স্থিতি—ব্রহ্মার দেহ বিভাগ ও মনুর উৎপত্তি—ব্রহ্মার নবম মানস পুত্র—ব্রহ্মা রুদ্র স্থিতি করিয়া তদেহ বিভাগ করতঃ নামকরণ করেন—মনুর উত্তানপাদাদি সন্তান উৎপত্তি—ধ্রুব—দক্ষ চতুর্বিংশতি কন্যা উৎপন্ন করিয়া পুলস্ত্যাদিকে সম্প্রদান করেন—দক্ষের দ্বারায় দেব, ঋষি, হর্ষাশ্ব, সবলশ্ব, পুষ্ণ ও ষাইটটি কন্যা স্বজন—কস্যপ কর্তৃক দেব, দৈত্য, গন্ধর্বাদি স্থিতি—চাতুর্ভূগবিভাগ—মানব প্রকৃতির অসভ্য অবস্থা ও তৎকালিক ব্যবহার ।

‘ইতিহাস’ শব্দের অর্থ পৃথিবীস্থ কোন স্থানের সমস্ত বা কোন বিশেষ ঘটনা বর্ণন ; তাহা বিদ্যাই হউক, ধর্ম্মই হউক, মনুষ্যদিগের রীতি, চরিত্র, পরস্পর বিগ্রহই বা হউক । ইহা দ্রষ্টান্ত-স্বরূপ বর্ণিত হয় যদ্বারা মনুষ্য যথেষ্ট জ্ঞান উদ্ভব করিতে সক্ষম হয়েন । কোন উপদেশ দ্রষ্টান্ত সমন্বিত হইলে অধিক উপকারজনক হইতে পারে । ডায়ওনিসস্ নামক বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা “ইতিহাস বিশ্বজ্ঞান শাস্ত্র দ্রষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষিত হয়” কহিয়াছেন ; অতএব সূক্ষ্ম হিতোপদেশ অপেক্ষা ইতিহাসে অধিক ফলোৎপন্ন হইয়া থাকে । কোন দেশের এক খানি প্রকৃত ইতিহাস রচনা করা সামান্য কর্ম্ম নহে ; ইহাতে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম ও বহু-দর্শিত্ব অপেক্ষা করে । দেশের প্রাক্কাল্যাবধি বর্ত্তমানাবস্থা পর্য্যন্ত তাবৎ বৃত্তান্ত ইতিহাসবেত্তার জানা কর্তব্য ; অতিশয় নির্মল বুদ্ধির

প্রয়োজন ; সদমৎ বিবেচনা, মানব প্রকৃতির দোষ, গুণ ও ঘটনাদি অবিকল বর্ণনাপ্রসূক। তিনি বিজাতীয়ের প্রতি জাত-বৈর পরিভাগে স্বজাতীয়ের অনুলক প্রশংসাবাদ নিরাকরণ করিবেন, গণতা অবলম্বন করিবেন না। ইত্যাদি আচরণে তিনি যথার্থ ইতিহাসবেত্তা বলিয়া গণ্য হইবেন এবং অসামান্য মান প্রাপ্ত হইয়া অনির্লচনীয়া যশোরাশী লব্ধ করিবেন। পরন্তু তদ্বিপারিত করিলে তিনি নিন্দাস্পদ হইবেন এবং তাহার শ্রম বিফল হইবে। অতএব ইতিহাস রচনা অতি সূক্ষচিন কর্ম্ম। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রকটন করা অতি দুষ্কর ; স্বদেশ ভাষিত ইতিহাসভাবে আমাদিগকে দুঃশ্চেদ্য প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত হইতে হয় এবং আমরা বিজাতীয় ভাষার গ্রন্থাদি অবলম্বন করিতে বাধ্য হই। পৃথিবীর জন্মানধি ইতিহাসের জন্ম হইয়াছে, কিন্তু পৃথিবী কোন্ সময়ে সৃজিত হইয়াছিল ইহা নিরূপণ করা অসাধ্য। পৃথিবী সৃজন, তথা মানব অকৃতি জীবচেয়ে তাহা পুরীত হওনের অনেক পরে ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা মনুষ্য দ্বারা পুরীত হইবামাত্রই যে প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা কোন মতে বলা যাইতে পারে না। সৃজন নাত্রই মনুষ্যেরা সভ্য হয় নাই, তখন তাহারা অত্যন্ত অসভ্যাবস্থায় ছিল, ভাষা অপরিপক্ব ছিল এবং বিস্তীর্ণ হয় নাই। মনুষ্য কদাচ ঈদৃশী অবস্থায় ইতিহাস প্রকাশ করণে সক্ষম হয় নাই ; তাহারা মুখাগত বাক্য দ্বারা পৃথ্বী সম্বন্ধীয় সংকীর্ণ বিবরণ ব্যক্ত করিতে পারগ হইত এবং তাহাও অতি অস্পষ্টরূপে, যদ্বারা তাহাদিগের পুত্র পৌত্রাদি ইতিহাস সংসামান্য বৃদ্ধি করিতে যত্ন করিত। তাহার সহস্র সহস্র বর্ষান্তে ভাষার কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়া থাকিবেক এবং তৎ কালীন মনুষ্যগণ পরস্পরায় শ্রুত বাক্য প্রাপ্ত হইয়া আত্ম বিচক্ষণতা সহকারে ইতিহাস লেখনি নিবন্ধে সৃষ্টির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিল। অতএব তাহারা জগৎ সৃষ্টির বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল না এবং ইতিহাসের বাল্যাবস্থা প্রযুক্ত তাহারা নানা অসম্ভব গল্প ইতিহাস মধ্যে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইত। এ হেতু ঈশ্বর কর্তৃক কোন্ সময়ে জগৎ সৃজিত হইয়াছিল আমরা বলিতে সক্ষম নহি। যদিও বিবিধ ভাষায় পৃথিবী সৃজন বিবরণ ও তৎ কাল নিরূপণ হইয়াছে, কিন্তু পরস্পর অনৈক্য হইবাতে আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। ইউরোপীয় কেহ কেহ পণ্ডিত কহেন, যে পৃথিবী ৪০০০ খ্রীষ্টাব্দে (১০০ কল্যাদ) সৃজিত হইয়াছিল, কেহ কেহ কহেন, ইহা ৪৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে (১২০৫ কল্যাদ) সৃজন হয় ; কেহ ৫৮৭২ (২৭৭২ কল্যাদ) কেহ বা ৪০০৪ খ্রীষ্টাব্দে (১০৪ কল্যাদ) সৃষ্টির কাল নির্ণয় করিয়াছেন তন্মধ্যে পশ্চাত্ত

মত সর্মসাদধারণ। এ বিষয় সত্য মিথ্যা বিবেচনা করা কঠিনকর। পরন্তু পৃথিবী স্বজন অবধি খ্রীষ্টের জন্ম পর্যন্ত কোন জাতির সাম্বৎসর বা শক নিশ্চয় নির্ধারিত নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ৩১০২ খ্রীষ্টাব্দে কলি-যুগের আরম্ভ বা সন্ধাকাল নিরূপিত করিয়াছেন এবং মহাভারতের কাল ২০০০ * খ্রীষ্টাব্দ (১১০০ কল্যাক) কোন কোন ইতিহাসবেত্তা কর্তৃক নির্ধারিত হইয়াছে। অপিচ, ৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দ (২৬৫১ কল্যাক) বাস ও বাঙ্গলীকির অবস্থানের কাল কোন কোন গ্রন্থে লিখিয়াছেন। যদিও বেদ, মহাভারতাদির অপেক্ষা প্রাচীন তথাপি ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ (২১০০ কল্যাক) ইহার প্রণয়নকার, কোন লোক করেন। ঐশ্বর্যকার সাম্বৎসরের অনেক দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করি এবং ইউরোপীয়দিগের নিদ্রষ্ট পুস্তোক্ত গ্রন্থাদির কাল আছ করিতে পারি না।† হিন্দুরা যদিও সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরাদি যুগত্রয়ের সাম্বৎসর স্পষ্টরূপে ধার্য্য করেন নাই এবং যাহা করিয়াছেন যদিও তাহা গ্রাহনীয় নয়, তথাপি তাঁহারা কলিযুগের আরম্ভাবধি শকতির করিয়াছেন, যাহা কোন প্রকারে অগ্রাহ হইতে পারে না। বেলি, স্কেন্টিন, প্রভৃতি বিজ্ঞ ব্যক্তির এতদ্বিষয়ে অনেক বাদান্তবাদ কবিতা অসংখ্য প্রদক্ষ লিখিয়া ৩১০২-২ খ্রীষ্টাব্দ, কলিযুগের সন্ধাকাল নিরূপণ পুরাণের হিন্দুদিগের নির্ধারিত সময় যথার্থ প্রতিপন্ন করিয়াছেন; এতদ্বারা প্রতীত হইতেছে, যে বেদ, রামায়ণ, মহাভারতাদির প্রণীত কাল হিন্দুদিগের মতানুযায়িক নিতান্ত অসম্ভব হইতে পারে না; রামায়ণ, তৎপরে মহাভারত, অন্তর্য্যম্বে একটি হইয়াছে ইহা হিন্দুদিগের নানা গ্রন্থে লিখিত আছে এবং এই সকল গ্রন্থে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, প্রভৃতি যুগের অসংখ্য নরপালদিগের নামোল্লেখ হইয়াছে। পরন্তু এই যুগত্রয় যথার্থ ছিল কি না আমরা স সাহসে বলিতে পারিলাম না, ফলতঃ কলির আরম্ভে অর্থাৎ ৩১০২ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুরা অতি সত্য ছিল, নহিলে মহাভারতাদি ঐচ্ছনীয় সূচক মনোহররূপে লিখিত হইত না; সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, না হউক, কলির সূন্যাদিক তিন সহস্র

* ১৪০০ এলফিন্‌স্তনের মতে।

† “As a proof of the uncertainty of Hindoo chronology it may be sufficient to state, that the commencement of the Calae Yooq, upon which all ancient Hindoo history must depend, is calculated, by the Brahmuns at 3100 years B. c.; by the Jinus, 1078 years; by Mr. Wilford 1370; by Sir William Jones 1305; and by Mr. Bently, only 57 B. c.”—Stewart's Bengal.

বর্ষ পূর্বে পৃথ্বী সৃষ্টি হইয়া ছিল সন্দেহ নাই এবং ইহা আশ্চর্য্যই বা কি, কারণ কবিতা হইয়াছে যে মনুষ্য কদাচ একেবারে মর্ত্য হয় নাই । ইউরোপীদিগের মতে জগৎ সৃষ্টির প্রায় তিন সহস্র এক শত বর্ষ অন্তে উৎকৃষ্ট কবিতা প্রকাশ হয় এবং হোমর ও হিমিয়ড জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া কবিতা দেবীর প্রিয় হয়েন । ইংলণ্ডীয় কেহ কেহ বিশ্ব-গুণনির্ণায়ক কহেন, যে বাইবেলের স্মিতিকৃত বিশ্ব সৃষ্টির কাল অসত্য, পৃথিবী তাহার অনেক পূর্বে সৃজিত হইয়াছে ; তৎ প্রমাণ—পৃথিবীর প্রথম শ্রেণী বা থাকে কেবল পশ্বাদির অস্তি পাওয়া যায়, মনুষ্যের অস্তিত্ব চিহ্ন মাত্র নাই ; এতদ্বারা বোধ হইতেছে পশ্বাদি মানব সৃষ্টির পূর্বে সৃজিত হইয়াছিল ; বাইবেলে বিপরিত প্রদর্শিত হইয়াছে । অস্বদেশীয় শাস্ত্রজ্ঞেরা বিশ্ব গুণনির্ণায়কদিগের ন্যায় পশ্বাদি, মানব সৃষ্টির অগ্রে হইয়াছে কহেন । অতএব উক্ত দ্বি মত একা হইবাতে এবং বাইবেলের নিদৃষ্ট কালের অগ্রে বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে তাঁহার কহি-বাতে, বিশ্ব সৃষ্টি, কলিযুগের অনেকাগ্রে হইয়া ছিল, তথা বেদাদি গ্রন্থ কলিযুগের প্রারম্ভে* লিখিত হইয়াছে প্রমাণ্য হইল । এ স্থলে মিথ্যা বাগীড়ম্বড়ে প্রয়োজন নাই, অস্বদেশীয় শাস্ত্রজ্ঞদিগের মতে বিশ্ব, কি প্রকারে সৃজিত হইয়া ছিল বলা যাউক ।

বিশ্ব সৃষ্টির অগ্রে একটি তৃণ মাত্রও ছিল না, স্বয়ম্মুৎপন্ন, অচিন্ত্য, অনন্ত, ব্রহ্ম মাত্র ছিলেন । তিনি সৃষ্টির মানসে প্রথমে একটি স্ত্রী স্রজন করিলেন ; তাঁহার নাম শক্তি । ঐ শক্তি হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, জন্মিলেন । তাঁহার জন্ম পরিগ্রহ করিয়া তপোচ্চারণ করিতে লাগিলেন । ব্রহ্ম ভবানীকে কহিলেন, তুমি ব্রহ্মার নিকটে গমন পূর্ব্বক তদীয় পাণীগ্রহণ কর । ভবানী তদাজায় ব্রহ্মার নিকটে বাইয়া আত্মাভিলাষ ব্যক্ত করিলে ব্রহ্মা, মাতৃ জ্ঞানে তাঁহাকে বিবাহ করিতে অসম্মত হইলেন । ভবানী তৎ পরে ব্রহ্ম আদেশানুসারে বিষ্ণুর নিকটে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে বিবাহ করিতে প্রার্থনা করিলে বিষ্ণুও সম্মত হইলেন না । পরে রুদ্রের নিকটে গমন পুরঃসর তদীয় ছত্ৰ তপানুরক্তি পরিক্রান্তর তাঁহাকে বিবাহ করিলেন ।† কোন কোন গ্রন্থে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রের জন্ম বৃত্তান্ত, এপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে । ব্রহ্ম, যে আদি এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র হইতে পৃথক, তথা অন্তস্থ দেব ত্রয় যে তদীয় সৃষ্ট, ইহা যোগবাশি-

* ৩০০ খ্রীষ্টাব্দ ।

† নারদ সম্বাদ ।

ষ্টির চতুর্থ সর্গে বর্ণিত আছে। অপর, সমস্ত পৌরাণিক মত এই, যে ব্রহ্ম সৃষ্টি করিবার মানসে নাভিদেশ হইতে প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়া তাঁহাকে পৃথ্বী, সৃষ্টি করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা তদান্যায় প্রকৃতিতে স্ববীৰ্য্য নিযুক্ত করিয়া প্রথমে মহত্ত্ব সৃষ্টি করিলেন। ঐ মহত্ত্ব হইতে অহং-কারতত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র হইতে ভূত এবং ভূত হইতে জগৎ সৃষ্টি হয়। কিন্তু মৎস্য ও ভবিষ্যত্তর পুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, যে বিষ্ণু, জল রাশী সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করিবার্থে তাহা হইতে এক স্বর্ণরৌপ্যময় অণ্ডের উৎপত্তি হইল, বিষ্ণু তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘ কাল তাহা বাপিয়া রহিলেন, তদ্বারা তাঁহার নাম “বিষ্ণু” হইল। সেই অণ্ড হইতে সূর্য্য উদ্ভূত হইলেন এবং তিনি ভূতের মধ্যে আদ্য বলিয়া তাঁহার নাম আদিভূত হইল। তদনন্তর বিষ্ণু সেই অণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া এক খণ্ডে স্বর্গ অন্য খণ্ডে ভূমি এবং মধ্যে আকাশ নির্মাণ করিলেন। ঐ পুরাণ দ্বয়ের প্রথমে বিষ্ণু কর্তৃক আকাশাদি সৃজন লিখিয়া পরক্কে ব্রহ্মার নাম উল্লেখিত হইতেছে; প্রথমে অণ্ড হইতে সূর্য্যের উৎপত্তি লিখিয়া পরে তাঁহাকে প্রজাপতি, বিষ্ণু, রুদ্র, বলিয়া লিখিত হইতেছে। ফলতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, তিনিই এক এবং একই তিন পৌরাণিকদিগের এই অভিপ্রায়। পরন্তু ব্রহ্ম ত্রিগুণাত্মক; তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, এই অংশ ত্রয়ে সৃষ্টি, পালন, নাশ, করেন ইহাও পৌরাণিকদিগের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। তিনি সৃষ্টির সময়ে ব্রহ্মা রূপ ধারণ, বিষ্ণু রূপে পৃথ্বী পালন ও রুদ্র রূপে সৃষ্টি নাশ করেন। ব্রহ্মের সৃষ্টি-রূপ ব্রহ্মা অতএব সৃষ্টির প্রসঙ্গে ‘ব্রহ্মা, নাম উল্লেখ করা যাউক। তিনি কি রূপে সৃষ্টিকরেন এস্থলে বর্ণন যোগ্য। সেই প্রজাপতি (ব্রহ্মা) সৃষ্টি করণাভিলাষী হইয়া প্রকৃতিতে বীজ নিক্ষেপ করিয়া আদৌ মহত্ত্ব সৃষ্টি করিলেন এবং তাহা হইতে আনুপূর্ব্বক অহংকারতত্ত্ব, রঞ্চতন্মাত্র তথা একাদশ ইন্দ্রিয়াদির সহিত আকাশ প্রভৃতি ভূত সৃষ্টি হইল। অনন্তর আকাশ, বায়ু, জল, জ্যোতি, পৃথিবীাদির স্ব স্ব গুণও সৃজন হইল, অর্থাৎ আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, জলের গুণ আশ্বাদন, জ্যোতির গুণ রূপ, পৃথিবীর গুণ গন্ধ, ইত্যাদি। কথিত বিষয়ের প্রকৃত অর্থ এই, যে আকাশ, পৃথিবীাদি পদার্থ হইতে গন্ধাদি গুণ সকল উৎপন্ন হয়। অতঃপর ব্রহ্মা জলে উল্লেখিত বীজ ক্ষেপণ পুরঃসর এক অণ্ড উৎপন্ন করিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং কিয়ৎ কালান্তে তথা হইতে বহির্গত হইয়া অণ্ড ছই খণ্ড করিলেন। অণ্ড দ্বিভাগ করিলে এক ভাগে স্বর্গ, এক ভাগে ভূমি ও মধ্যভাগে আকাশ সৃজিত হইল। সৃষ্টি সময়ে ব্রহ্মা

আকাশাদি এবং মোহ, মহামোহ, তমঃ, তামিশ্র এবং অন্ধতামিশ্রাদি পঞ্চ প্রকার অবিদ্যার সৃষ্টি করিয়া বৃক্ষ গুলু, লতা, বীরুৎ, তৃণাদি পঞ্চ প্রকার উদ্ভিজ্জ স্বজন করিলেন। পরে ত্রিযাকশ্রোতঃ অর্থাৎ পশু পক্ষাদি সৃষ্টি হইল, কিন্তু তাহারা অজ্ঞান প্রযুক্ত পুরুষার্থ প্রকাশে পরাংমুখ হইবাতে ব্রহ্মা উৎকৃষ্টোতঃ দেবতা* সৃষ্টি করিলেন এবং ইহারা সত্য গুণাবিষ্ট ও সদাচারী হইবাতে তাহার অভীকৃতি সিদ্ধ হইল। তৎ পরে তিনি অন্য এক পুরুষার্থ সাধক পদার্থ সৃষ্টাকাক্ষায় অর্ন্য়াকশ্রোতঃ অর্থাৎ মানব জাতি সৃষ্টি করিলেন। এই জাতি তমোগুণে আবিষ্ট থাকিতে কর্ম সাধনোপযুক্ত হইয়াছিল। অতঃপর যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, গন্ধর্বাদি সৃষ্টি হয়। পরন্তু পূর্বোক্ত সৃষ্টি জীবনিকর হইতে প্রজানিকর বৃদ্ধি না হইলে ব্রহ্মা আত্ম দেহ ভেদ দ্বারা দ্বি খণ্ড করিয়া এক খণ্ডে স্ত্রী, অন্য খণ্ডে পুরুষ হইলেন এবং মন্বন ধর্মাবলম্বন পুরঃসর মহা তেজস্বী নমুকে উৎপন্ন করিলেন।

ঐ মনু হইতে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরস, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু, এবং নারদ এই দশ প্রজাপতি উৎপন্ন হইলেন।† কিন্তু বিষ্ণু পুরাণের সপ্তম অধ্যায়ে স্পষ্ট ব্যক্ত আছে ব্রহ্মা স্বয়ং নয়টা মানস পুত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহারা ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরস, মরীচি, দক্ষ, অত্রি এবং বশিষ্ঠ। ইহাতে নারদ ও প্রচেতার নামোল্লেখ হয় নাই এবং দশম পুত্র স্থলে নবম পুত্র উল্লেখিত আছে।

সে যাহা হউক, ঐ সন্তানেরা প্রজা বৃদ্ধি জন্য আয়াস প্রকাশ না করিলে ব্রহ্মা সাতিশয় কোণাবিষ্ট হইলেন, তাহাতে তদীয় জলটি হইতে ত্রীযণ রুদ্র বহির্গত হইলেন।‡ তাহার শরীরের অর্দ্ধ ভাগ নয় চিহ্ন ও অর্দ্ধ ভাগ নামী চিহ্ন ছিল, এবং তিনি ব্রহ্মার অমৃত্যুমুসারে দেহ পৃথক করিলেন তথা ঐ পুরুষকে একাদশ ভাগে পুনঃ বিভক্ত করিয়া স্ত্রীকে লৌঘ্যাসৌঘ্যাদি অনেক ভাংশ করিয়া দিলেন। ব্রহ্মা তাহার অষ্ট নাম-কল্পন করিলেন, যথা—তব, সর্ক, ঈশান, রুদ্র, পশুপতি, ভীম, উগ্র, মহাদেব, এবং তাহাকে লোগ, সূর্য্য, যজনান, আকাশ, বায়ু, বহ্নি, মহী, ও জল প্রভৃতি অষ্ট স্থান প্রদান করিলেন। পরে তাহার রোহিণী প্রভৃতি অষ্ট স্ত্রী লাভ হইল। রুদ্র তমগুণাবলম্বী হইবাতে সৃষ্টি নাশার্থ

* এতদগ্রে অসুর সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তদন্তে পিতৃ সৃষ্টি হয়।—বিষ্ণুপুরাণ।

† মনু সংহিতা প্রথম অধ্যায়।

‡ বিষ্ণুপুরাণ সপ্তম অধ্যায়।

নিষ্কৃত হইলেন । সে যাহা হউক, ব্রহ্মা পুত্র নমু প্রজা সৃষ্টার্থ শতরূপা নান্নী কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে পুত্র দ্বয় এবং প্রসূতি ও আকুতি নাম্নী কন্যা দ্বয় উৎপাদন করিলেন এবং প্রসূতি ও আকুতি রুচিতে সম্প্রদান করিলেন । উত্তানপাদ পৃথিবীর রাজা হইলেন এবং তাঁহা হইতে ক্ষত্র সমুৎপন্ন হইলেন । প্রসূতি হইতে দক্ষের চতুর্দশিংশতি কন্যা উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে ত্রয়োদশটি ধর্ম্য বিবাহ করেন ; অবশিষ্ট একাদশ কন্যা মরীচি, অত্রি, অঞ্জিরা, পুলহ্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ট, বহ্নি, ব্রহ্ম, ভব এবং পিতৃগণ একে একে একেকটিকে ভার্গ্যা করিয়া ছিলেন তদ্বারা অসংখ্য প্রজা বৃদ্ধি হয় । অপর, দক্ষ প্রজাপতি-সৃষ্টার্থ কতকগুলি দেব ঋষি সৃজন করিলেন, পরন্তু তাহাতে সমধিক প্রজা বৃদ্ধি না হইলে তিনি মৈথুন দ্বারা অশিকী নাম্নী পত্নী হইতে হর্যাক্ষ নামে পুত্র সহস্র পুত্র উৎপন্ন করেন । তদন্তে দক্ষ বীরণী নাম্নী ভার্গ্যা হইতে সর্বনাশ নামে সহস্র পুত্র উৎপন্ন করিয়া ছিলেন, কিন্তু দৈব বিপাকে তাঁহাদিগের হইতে সৃষ্টি বৃদ্ধির অভাবে তিনি উক্ত বীরণীর গর্তে ষাইটি কন্যা উৎপাদন করিলেন । তন্মধ্যে ধর্ম্যকে দশটি, কশ্যপকে তেরটি, চন্দ্রকে সাতাইষটি, অরিস্ত নেমিকে চারিটি, কুশাপকে দুইটি, এবং অঞ্জিরাকে দুইটি দান করেন । ইহাদিগেরদ্বারা ভূয়ঃভূয়ো প্রজা বৃদ্ধি হইয়াছিল, বিশেষতঃ কশ্যপ অগণনীয় পুত্র উৎপত্তি ও তদ্বারা প্রজানিচয় বৃদ্ধি করিয়া ছিলেন । ইন্দ্রাদি দেবতা, হিরণ্যকশ্যপাদি দৈত্য, তথা গন্ধর্ব্ব, নাগ, খগ, অঙ্গরা, এভ্রতি সমস্ত কশ্যপের সন্তান । তদবধি পৃথিবী নানা জীবচয়ে পূর্ণতা হইয়াছে ।

পুরাণাদিতে লেখে, জগৎ সৃষ্টির সময়ে মানব জাতি চতুরাংশে* বিভক্ত হইয়াছিল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র । ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখাগ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয় তদ য বক্ষ হইতে, বৈশ্য উরু হইতে এবং শূদ্র পদ হইতে যথা ক্রমে উৎপন্ন হইলেন । ব্রাহ্মণ শরীর প্রোষ্ঠ মুখাগ্র হইতে উৎপন্ন হইবার সম্বন্ধ গুণাবিত হইয়া অন্য বর্ণের প্রধান হইলেন, ক্ষত্রিয় বক্ষস্থল হইতে উৎপন্ন ও ব্রহ্মোত্তমযুক্ত হইবার দ্বিতীয় পদে অভিযুক্ত হইয়াছেন, বৈশ্য উরুদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া

* হিন্দুরা যে রূপ চাতুর্ভূষণে বিভক্ত হইয়া পরস্পর অপর বর্ণের সহিত আহারাদি করেন না এবং বিবাহ দেন না তদুপা মোছনমানেরা সেখ, সৈয়দ, মোছল, পাঠান, এই চাতুর্ভূষণে বিভক্ত হইয়া পরস্পর অপর বর্ণের সহিত আহার করেন, বিবাহ দেয় না ।

রজ ও ক্রম উভয় গুণে মিশ্রিত হইবায় তৃতীয় পদারূঢ় হইলেন এবং শূদ্র সর্সীপেক্ষা নিকৃষ্ট অংশ, পদদ্বয় হইতে উদ্ভব এবং তমগুণাবলম্বী হইবাতে চতুর্থ ও সর্সীপেক্ষা নিকৃষ্ট পদ পাইয়াছিলেন। এক্ষণে এই চাতুর্সর্গের স্বীয় স্বীয় ধর্ম বিবরণ প্রকাশ করা যাউক।

পৃথিবীর শৈশব কালে যখন ব্যক্তির সত্যাবস্থায় পদার্পণ করে নাই, যখন ইষ্টানিষ্ট বিবেচনায় অক্ষম ছিল, যখন তাহারা শুভাশুভ উৎপত্তির স্থানে অনতিজ্ঞ প্রযুক্ত মহাক্লকারে আবৃত থাকিত, যখন তাহাদিগের সাংসারিক অর্থাৎ অল্পদ্রব্যে নির্ভর করিত, তখন তাহারা জগৎশ্রমকে সম্পূর্ণ জানিতে পারে নাই, এতদ্বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান ছিল। ধর্মার্থ বিবেচনা ছিল না, তাহারা জ্ঞান-জ্যোৎস্না অভাবে পশুবৎ হইয়া ইত্যন্তঃ অরণ্যনীতে ভ্রমণ করতঃ বন্য পশু সিকার করিয়া তৎ সাংসাহার দ্বারা জীবন ধারণ ও শরীর পুষ্ট করিত। ঈদৃশী জঘন্য, অজ্ঞানাবহিন্ন অবস্থায় তাহারা সৃষ্টির বিষয় কিঞ্চিন্মাত্র জানিত না, অতএব মানব ধর্মের অপ্রকাশে তাহারা পশু ধর্ম অবলম্বনে বাধ্য হইয়া মুক্তি সাধন ও ঈশ্বর ভজনে বৈমুখ্য ছিল। তখন রোগ, শোকাপশম বা বিপদদ্বার আস্ত্রায় নিরত হইবায় তাহারা অমূলক মায়াকার, ভূতাদির উপাসনা করিত, কোন আপদ উপস্থিত হইলে অবৈধধর্মাবলম্বীরা ঐ বিপদ কোন অদৃশ্য মায়াকার উপস্থিত করিয়াছে হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিবিধ প্রকার স্তব স্তুতি পুরস্কার তাহাকে শাস্ত করিতে যত্নশীল হইত। আফ্রিকা খণ্ডের ইটেনটু নামা অসভ্য জাতির মধ্যে অদ্যাপিও এতদ্রকার ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহাদিগের বিবরণ পাঠে পাঠকবর্গ অসত্যাবস্থায় মানব-প্রকৃতির অবস্থা জানিতে সক্ষম হইবেন। মহাত্মত্ব রবটসন আমেরিকাখণ্ডের ইণ্ডিয়ান নামা অসভ্য জাতির ধর্ম সম্বন্ধীয় বিবরণ চমৎকাররূপে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি লেখেন যে, বজ্র, বিদ্যুৎ, প্রভৃতি ভীষণ বস্তু হইতে ইন্দিয়ান জাতির ধর্মোৎপত্তি হইয়াছে। ব্রুজিল দেশীয় ব্যক্তির বজ্রকে অত্যন্ত শঙ্কা করে এবং তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য এক কাল্পনিক দেবকে পূজা করিয়া থাকে। ঐ দেবকে তাহারা টোপাল বলে। ইন্দিয়ানেরা (উক্ত গ্রন্থকর্তা কহেন) বিপদ শঙ্কায় অদৃশ্য ও ক্ষমতাশীল জীবকে মান্য করিয়া থাকে, পরন্তু শৌভাগ্য জন্য করে না। যৎ কালে প্রকৃতি প্রণালী ক্রমে ও সমভাবে আত্ম গতি-বিধি সম্পন্ন করে, তৎ কালে মনুষ্যেরা তদীয় উদ্ভব প্রসাদ ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু ঐ প্রসাদ কাহা হইতে উৎপন্ন হইল তদ্বিষয় অমূল্যজ্ঞান করে না। ইহার ব্যতিক্রমে তাহাদিগকে উৎসাহযুক্ত ও আশ্চর্য্যান্বিত করে।

*ইহাতে তাহারা তত্ত্বায়ুসন্ধান দ্বারা স্থিরকৃত করে, যে অবস্থা কোন অশুভ জীব এই নুতন ঘটনা উপস্থিত করিয়াছে, অতএব তাহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়, মানব ধর্ম আদৌ অবশ্যকার অসম্ভাবন্য। ইহাতে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিশীল হইয়াছে। ভারতবর্ষীয়েরা আদৌ ইন্দিয়ান প্রভৃতি অসভ্য জাতির ন্যায় অসভ্য ছিল এবং তাহাদিগের ধর্মও উক্ত অসভ্য ইন্দিয়ান প্রভৃতি জাতির ন্যায় উৎপন্ন হয়। ইহার সন্দেহ মাত্র নাই; কারণ কোন জাতি কদাচ একেবারে সভ্যবস্থায় ভূক্ত হয় নাই, প্রথমে তাহারা নিঃসন্দেহ অসভ্য ছিল, পরে, ক্রমে ক্রমে সভ্য হইয়াছে। সমস্ত জাতির আদি অথচ অসম্ভাবন্যতার ধর্ম কি? তৎ কালে তাহারা কোন ধর্ম অবলম্বী ছিল? অদৈব ধর্ম। মনুষ্যেরা তৎ কালে এই ধর্ম অবলম্বী ছিল।



দ্বিতীয় অধ্যায়।

রোম, গ্রীক দেশীয়দিগের ধর্ম পূর্বে কি প্রকার ছিল এবং তাত্ত্বিক প্রকার শোধিত হয়—ব্রাহ্ম ও পৌত্তলিক মণ্ডলীকৈন ধর্ম আদি—ঈশ্বরের স্বরূপ কি রূপ—যদিও বেদ এক মাত্র ব্রহ্ম প্রদর্শক তথাপি ইহাতে ইহুদিগের নামোল্লেখ আছে—ব্রাহ্ম ধর্মই পৌরাণিকদিগের উপাস্য ছিল, কেবল নাস্তিকতা নিবারণার্থ তাঁহারা পৌত্তলিক ধর্ম প্রকাশ করিয়াছেন—ধর্ম বিষয়ে মধুসূদন সরস্বতীর চমৎকার সিদ্ধান্ত—হিন্দু ধর্ম বিষয়ে ডাউ সাহেবের মত—ডাউ সাহেব ব্রহ্ম, ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মার চতুষ্টয় আদির প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করেন—অনবাদিত বেদাদির ক্রিয়দংশ সংগৃহীত—চাতুর্ভুজের ধর্ম এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগে ঐ ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন হয়—ব্রাহ্মণেরা কি প্রকারে অন্য বর্ণ হইতে মহৎ হইয়াছিল—বেদের উৎপত্তি—কয়-গ্রীষ্ম দ্বারা তাহা অপহরণ এবং ব্যাসের দ্বারা বিভাগ।

রোম, গ্রীশ, ব্রীটন, প্রভৃতি জাতির আদি কাল অবলোকন করিলে জানিতে পারিবে, যে তাহারা পূর্বে হিন্দুদিগের ন্যায় অমূলক ধর্মাবলম্বী হইয়া বিবিধ কাল্পনিক দেব দেবীর অর্চনা করিত, এবং তাহাদিগের সমক্ষে নর পর্য্যন্ত বলিদান হইত। কিন্তু ক্রমে ইহাদিগের অবশ্যকার গর্হিত ধর্ম কর্মও সংশোধিত হইয়াছে। রোমীয়দিগের

* Robertson's America.

উপদেশক গ্রীকেরা যদিও অবৈধধর্মাবলম্বী ছিল, যদিও এ ধর্ম সম্পূর্ণ শোধিত হয় নাই, তথাপি সফ্রেটিশ্ প্রভৃতি কতকগুলি মহাত্মারা কাল্পনিক দেবদেবীকে ছেয় জ্ঞান করিয়া অনন্ত অবস্তা পরমায়ায় হৃদয় সম্প্রদান করিয়াছিলেন।

বর্তমানের গ্রীকেরা যদিও কাল্পনিক ধর্ম হইতে অদ্যাপিও মুক্ত হয় নাই, তথাপি পূর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্মাবলম্বন করিয়াছে। রোমীয়েরা গ্রীকের ন্যায় মিথ্যা ধর্মের আলোচনা করিত, কিন্তু তাহারা এক্ষণে সে ধর্ম হইতে অনেকাংশে মুক্ত হইয়াছে। খ্রীষ্টানীয়ায় ফ্রাইদেরা উক্ত ধর্মাবলম্বী প্রযুক্ত নানা গর্হিত কর্ম্মমুঠানে তৎপর ছিল, কিন্তু কাল ক্রমে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম প্রকাশ হইলে তাহাদিগের গর্হিতাচরণের কিয়দংশ লুপ্ত হয় পরে মার্টিন লুথরের আত্মকুল্যে কাল্পনিক-ধর্মের অনেক নির্মূল হইল, যদিও প্রেতেস্ট্যান্ট-ধর্ম সত্য ধর্ম নহে। পরন্তু কাল ক্রমে সত্য ধর্ম আশ্চর্যরূপে বুদ্ধিশীল হইবে, এবং তাবৎ জাতির আদি ধর্ম ক্রমে ক্রমে ফাস পাইবে। তাহাই যেন হয় ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি। উল্লেখিত দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, যে জাতি মাতেই আদিকালে ও তাহাদিগের আদি অবস্থায় অসত্য ধর্মাবলম্বী ছিল, পরে কাল ক্রমে তাহাদিগের ধর্ম সংশোধিত হইয়াছে। হিন্দুরাও আদি অবস্থায় উক্ত ধর্মের আলোচনা করিত এতদ্বিষয়ের সন্দেহ মাত্র নাই, পরন্তু হিন্দুস্থানে সত্যতার বিকিৎ প্রাদুর্ভব হইলে সত্য ধর্ম বিস্তীর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

যদ্যপি বেদসমস্ত তাবৎ গ্রন্থের আদি সিদ্ধান্ত হয়* (কারণ হিন্দু শাস্ত্রে এতরূপ কথিত হইয়াছে) তবে ব্রাহ্মধর্ম, পৌত্তলিক ধর্মের অগ্রে প্রকাশ হইয়াছিল সন্দেহ কি? অতএব ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম পৌত্তলিক ধর্মের অগ্রে প্রকাশিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে;† ব্রাহ্মধর্ম যদি ভারতবর্ষে আদৌ প্রকাশ হইয়াছে তবে ইহা অত্যাশ্চর্য বলিয়া মানিতে হইবে, কিন্তু হিন্দুরা ঈদৃশী ধর্ম হইতে কি একারে নিকৃষ্ট পৌত্তলিক ধর্মগ্রন্থ করিল ইহা নির্ধারিত করা দুষ্কর, আমরা এবিষয় অন্য জাতির

* বেদ যে সংস্কৃত ভাষায় আদি গ্রন্থ, ইহার প্রমাণ অতি সূক্ষ্ম; ইহার ভাষা অতি দুর্লভ, কঠিন শব্দে বিন্যাসিত, যাহা অন্য গ্রন্থে দুস্প্রাপ্য, অন্য গ্রন্থে যেমন নির্মূল, সংশোধিত, বেদ সে রূপ নয়।

† “The Hindu religion presents a more natural course. It rose from the worship of the powers of nature to theism, and then declined into scepticism with the learned, and man worship with the vulgar.”—Elphinstone's India.

পুরা কালিক ও বর্তমানের মধ্যে সহিত একা করিলে ইতজ্ঞান হই।
যং কালে অন্য জাতিরা তাহাদিগের আদি ধর্ম সংশোধন করিয়াছে,
হিন্দুরা কি নিমিত্ত আত্ম ধর্ম তদ্রূপ শোধন না করিয়া আরো অশুদ্ধ
করিল এ বিষয় কি প্রকারে মিমাংসা করা যাইতে পারে? বেদীয় ব্রাহ্ম
ধর্ম, বা পৌরাণিক পৌত্তলিক ধর্ম এতদ্ব্যতীত মধ্যে কোন ধর্ম আদি, পা-
ঠকবর্গের বিবেচনার উপর নির্ভর হইল।

ঋক্, যজু, প্রভৃতি বেদে কেবল এক অনাদি, অনন্ত, পরমেশ্বরের উপা-
সনা নিদ্রুক্ত হইয়াছে। পুরাণ ও বেদাদিতে সেই ঈশ্বরের স্বরূপ,
শক্তি ও শুদ্ধতা, অতি আশ্চর্যরূপে বর্ণিত আছে; কি কোরান, কি
বাইবেল, কোন ধর্ম গ্রন্থে ঈশ্বরের শক্ত্যাদি এরূপ উৎকৃষ্টরূপে বর্ণিত হয়
নাই। অধিক কি কহিব ঈশ্বরের শক্ত্যাদি যে রূপ বর্ণনোপযুক্ত তাহাতে
অস্বদেশীয় ধর্ম শাস্ত্রজেরা বিজাতীয়ের অপেক্ষা কৃতসাধ্য হইয়াছেন।

কিন্তু বেদে 'একমেবাদিতীয়ং' ব্যতীত সূর্য্য, বায়ু, ইন্দ্র, প্রভৃতি পৌ-
রাণিক দেবের নামোল্লেখ আছে, ঋক্বেদের আরম্ভে উক্ত দেবাদি গ্রন্থ-
কর্তার দ্বারা উপাসিত হইয়াছেন। ফলতঃ বেদের প্রকৃত মর্ম্ম এক মাত্র
দেবোপাসনা। অন্য কাল্পনিক দেবের উপাসনা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হয়
নাই; তবে কোন গ্রন্থে কাল্পনিক দেবোপাসনা প্রদর্শিত হইয়াছে?—পুরাণে।
পুরাণাদি গ্রন্থের আদিতে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণন হইয়াছে এবং তিনি সম্রাট
আরাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু কোন পুরাণের আদিতে ব্রহ্মা বিষ্ণুর আরাধনা
উল্লেখ আছে। ফলতঃ ব্রহ্ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, কোন প্রভেদ নাই,
অজ্ঞানেরা ইহার ভাবার্থ বুঝিতে না পারিয়া পৌত্তলিক রুদ্রাদির উপা-
সনা করে। অতএব ইহার প্রকৃত মর্ম্ম প্রদর্শনার্থ ব্রহ্ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও
রুদ্রের ভাবার্থ পৃথক প্রদর্শন করা যাইতেছে। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ পরমেশ-
্বর, সেই পরমেশ্বর যখন রজগুণ অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি করিতে থাকেন
তখন তিনি "ব্রহ্মা" বলিয়া উক্ত হইয়া, যখন তিনি সৃজিত জীবনিকরকে
সত্য গুণাধিত হইয়া পালন করেন তখন তাঁহার "বিষ্ণু" সংজ্ঞা হয়, এবং
যখন তিনি সৃষ্টি নাশে প্রবৃত্ত হইয়া তমগুণ অবলম্বন করেন তখন তিনি
"রুদ্র" নাম প্রাপ্ত হইয়া। বিষ্ণু শব্দের অর্থ পালক, রুদ্র শব্দের অর্থ
নাশক, পদ্ম ও বিষ্ণু পুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এতদ্বিষয় স্পষ্ট উল্লেখ
আছে। হিন্দু ধর্ম্ম সংঘটিত ইংরাজী ভাষায় যত গ্রন্থ পাঠ করা
গিয়াছে সে ভাবতের মধ্যে দাঁউ সাহেবের পারদ্রব্য হইতে অনুবাদিত
হিন্দুজ্ঞানের ইতিহাসে হিন্দু-ধর্ম্ম যে রূপ উৎকৃষ্ট নির্ণয় হইয়াছে বিজা-
তীয় ভাষায় প্রায় কোন গ্রন্থে আমরা তদ্রূপ ছদ্ম গোচর করি না।

হিন্দুদিগের আদি ধর্ম নিষ্কলঙ্ক ব্রাহ্মধর্ম ছিল, তথা ব্রহ্মের রূপাদি নানা রূপের ভাবার্থ উক্ত গ্রন্থে বিস্তার বর্ণিত আছে, সে সমস্ত বিষয় এস্থলে লেখনি-উপযুক্ত বোধ হয় না। পূর্বে কহা গিয়াছে, যে পুরাণাদিতে কাল্পনিক দেবোপাসনা প্রদর্শিত আছে এবং কোন কোন পুরাণ বাতীত গ্রাম সমস্ত পুরাণের আদিতে কেবল অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা হইয়াছে। অদ্বিতীয় ব্রহ্মোপাসনা পৌরাণিকদিগের মূল মর্ম। তাঁহাদিগের যদ্যপি এতরূপ মর্ম হইল তবে তাঁহারা কি অভিপ্রায়ে পৌত্তলিক ধর্মের বিধি দিয়াছেন?

নাস্তিকতা নিরাকরণ জন্য, তাঁহারা পৌত্তলিক ধর্মের বিধান দানে বাধ্য হইয়া ছিলেন। তাঁহারা বহুদর্শিত্ব দ্বারা দেখিয়া ছিলেন, যে মনুষ্যেরা নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে অসমর্থ হইবে এবং উপহাস করিবে অতএব তাহাদিগকে ধর্ম বজ্র প্রদর্শন করা দুঃসাহ্য হইলেও তাঁহারা নাস্তিকতার আগারে পৌত্তলিক ধর্ম প্রবেশ করাইয়াছিলেন। কাশীবাসি মধুসূদন সরস্বতি নামক এক সর্গশাস্ত্রজ্ঞ নিজ প্রণীত গ্রন্থানভেদে এতদ্বিষয় লিখিয়াছেন। আমরা তদীয় মত গ্রহণ করিলাম।

সর্গেমাং প্রস্থান কর্তৃণাং মুনীনাং বিবর্তবাদপর্য্যবসানে নাস্তিভীয়ে পরমেশ্বর এব প্রতিপাদ্য তাৎপর্য্য নহিতে মনয়োক্তাঃ সর্গজ্ঞাত্তেমাং। কিন্তু বিহি-বিষয় প্রবণানামাপাততঃ পুরুষার্থে প্রবেশো ন সম্ভবভীতি নাস্তিকাবারণায় তৈঃ প্রকারভেদাঃ প্রদর্শিতাঃ তত্র তেষাং তাৎপর্য্যমবুজ্জা বেদবিরুদ্ধে ইত্যর্থে তাৎপর্য্য যুৎ লোকসামান্যভ্রমতমেবোপাদিয়েত্বেন গৃহস্তো জনা নানাপঞ্চজা ভবভীতি সর্গ মনবদ্যৎ।

“যদিও ভিন্ন ভিন্ন মুণিগণ ভিন্ন মতের অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র লিখিয়াছেন তথাচ সকলেই চরমে বিবর্তবাদ অবলম্বন করিয়া এক মাত্র অদ্বিতীয় পরাংপর পরমেশ্বরকে স্ব স্ব শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বলিয়া তাৎপর্য্য বাক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা নানা পথবাহী হইয়া পরিণামে যে এক মাত্র পরমেশ্বরেতে তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ বুদ্ধিমত্তা এবং দূরদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন মনুষ্য সকলে গ্রাম বাহু বিষয়েতেই আসক্ত থাকে, সুতরাং আপাততঃ পরম পুরুষার্থে তাহাদের মনোযোগ হওয়া অসম্ভব, অতএব কৌশলে নাস্তিকতা নিবারণ অভিপ্রায়ে নানা প্রকার মত ভেদ দর্শাইয়াছেন, লোকেরা তাঁহাদের ভাব বুঝিতে না পারিয়া শাস্ত্রার্থ বেদ বিরুদ্ধ হইলেও তাহা গ্রন্থকারের তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া ভ্রম-

তকে উপাদেয় বোধে গ্রহণ করে এবং নানা পথবাহী হইয়া নানা মত প্রকাশ করিতে থাকে কিন্তু বস্তুতঃ কিঞ্চিৎমাত্র বিবোধ-ই।”

ডাউ সাহেবের গ্রন্থে কথিত আছে, যে যদিও বেদান্ত-গ্রন্থকর্তা তদীয় গ্রন্থে বিবিধ দেবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তথাপি তিনি এক অনন্ত, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর মাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যে সকল দেবকে গ্রন্থ মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহার রূপক* মাত্র (অর্থাৎ অচেতন পদার্থ চৈতন্যরূপে বর্ণিত হইয়াছেন) এবং তিনি অথবা তদীয় দিক্জ্ঞান ছাত্রেরা উক্ত দেবদিগের প্রকৃত জীবদ্দশা বিশ্বাস করিতেন না। অজ্ঞান খ্রীষ্টীয়ানেরা যে রূপ ঈশ্বরীয় দূতদিগকে বিশ্বাস করে, তদ্রূপ অনতিজ্ঞ হিন্দুরা এই সকল সামান্য দেব বর্তমান আছেন অনুমান করিয়া থাকে। পরন্তু প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা “একেশ্বর” মাত্র তাঁহাদিগের নিষ্কলঙ্ক ধর্মো নিদর্শন করিয়াছিলেন। ডাউ সাহেবের গ্রন্থে এবং প্রকার নানা রূপক ভাবার্থ চমৎকার রূপে নির্ণিত হইয়াছে তন্মধ্যে আমরা কয়েকটা গ্রহণ করিলাম। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ, জ্ঞান। সেই ব্রহ্মের জ্ঞান এক চতুর্মুখ, চতুর্ভুজ পুরুষ স্বরূপ বর্ণিত হইয়া ব্রহ্মা নামে উক্ত হইয়াছে। চতুর্মুখের তাৎপর্য্য সর্বদর্শক, তাঁহার মস্তকে কিরীট বিরাজিত; অর্থাৎ কিরীট ক্ষমতার চিহ্ন স্বরূপ, তাঁহার চতুর্ভুজ; অর্থাৎ তিনি সর্বশক্তিমান, প্রথম হস্তে তিনি চতুর্দেদ ধারণ করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি অসামান্য বিদ্যাবন্ত; দ্বিতীয় হস্তে তিনি দণ্ড ধারণ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার অসীম ক্ষমতা আছে; তাঁহার তৃতীয় হস্তে ঢাল, অর্থাৎ তিনি অশঙ্ক; তাঁহার চতুর্থ হস্তে কিছুই নাই, অর্থাৎ তিনি জাবানকরকে সাহায্যার্থ প্রস্তুত। ব্রহ্মা হংসারোহী, অর্থাৎ তিনি হংসের ন্যায় সবেল। বেদান্তের আদিতে নারদ ও ব্রহ্মার বাদানুবাদ প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থে পশ্চাৎরূপ অনুবাদিত হইয়াছে।

নারদ। মোক্ষ প্রদায়ক কে?

ব্রহ্মা। কৃষ্ণ; †যে ব্যক্তি তাঁহার অর্থাৎ (কৃষ্ণের) অর্চনা করিবেন তিনি স্বর্গ ভোগ করিতে সক্ষম হইবেন।

নারদ। তাঁহার স্বরূপ কি?

ব্রহ্মা। তাঁহার কোন স্বরূপ নাই; (অর্থাৎ নিরাকার) কিন্তু যাহাবা

* Allegory. † Personification ‡ Angel.

§ কৃষ্ণ-অন হইতে কৃষ্ণ শব্দের উৎপত্তি, কৃষ্ণ-দান, অন-আনন্দ, অর্থাৎ আনন্দদাতা। ইহা ঈশ্বরের সহস্র নামের মধ্যে এক নাম।

নিরাকার বিশ্বাস করে না তাঁহার কিঞ্চিৎ অবয়ব তাহাদিগের অন্তঃকরণে আরোপিত করণ নিমিত্ত তিনি নানা আকারে উক্ত হয়েন।

নারদ। তাঁহাকে আমরা কোন্ আকৃতিবিশিষ্ট জ্ঞান করিব?

ব্রহ্মা। যদ্যপি তোমার চিত্তশক্তি, সাকার ব্যতীতে অস্ত না হয়, তবে অনুমান কর, যে তাঁহার চক্ষু পদ্মবৎ, অবয়ব মেঘবৎ, স্বর্গীয় সৌদামিনী তদীয় পরিধান, এবং তিনি চতুর্ভূজ সম্পন্ন।

নারদ। পরমেশ্বরকে কি নিমিত্ত ঈদৃশী আকৃতিবিশিষ্ট জ্ঞান করিব?

ব্রহ্মা। তদীয় নিরন্তরিক বিকসিত, চক্ষু প্রকাশিত করিবার জন্য পদ্মের সহিত তুল্য করা যাইতে পারে (অতি গভীর জল ঐ পুষ্পকে উল্লঙ্ঘন করিয়া উঠিতে পারে না তদ্রূপ, তাঁহার চক্ষু কেহ বাধা দিতে পারে না) তাঁহার অবয়ব মেঘবৎ; ইহা সেই মহাশঙ্কর চিত্ত স্বরূপ যদ্বারা তিনি জীব হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন। স্বর্গীয় সৌদামিনী তদীয় পরিধান; মহা মহীমার দ্বারা তিনি বেষ্টিত আছেন ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে; এবং চতুর্ভূজ তাঁহার অসীম শক্তির চিত্ত স্বরূপ হইয়াছে। অন্যত্রে ইহা বর্ণিত আছে, যে ব্রহ্মা ডিম্বের অভ্যন্তর হইতে বহিস্কৃত হইতেছেন* পরমেশ্বর হইতে জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছে ইহা তাহার চিত্ত স্বরূপ। বংশী বাদ্যে তিনি পৃথ্বী নানোদাত, অর্থাৎ তদীয় নিশ্বাস, পাপপূর্ণা পৃথিবী-ধ্বংস করিতে সক্ষম। ডাউয়ের ভারতবর্ষের ইতিহাসে এবশ্রকার নানা রূপকের ভাবার্থ প্রকাশ আছে সে সমস্ত এস্থলে লিখিবার কোন ফল নাই সম্প্রতি চাতুর্ভূজের ধর্ম বিষয়ে মনোনিবেশ করা যাউক। চাতুর্ভূজের ধর্ম বিস্তীর্ণরূপে লিখিত হইলে বৃহৎ বৃহৎ বহু সংখ্যক পুস্তক হইতে পারে, ইতিহাসে তাহা উপযুক্ত নহে, অতএব এতদ্বিষয় যাহাতে অতি সংক্ষেপ হয় আমি চেষ্টা করিব। মন্বাদির গ্রন্থে চতুষ্রুণের চতুঃপ্রকার ধর্ম নিদ্রুক্ত হইয়াছে তন্মধ্যে তপস্তা জ্ঞান, যজ্ঞ, সত্য, ও দান সত্যযুগের ধর্ম প্রসিদ্ধ ছিল। তৎকালে অধর্মের নাম মাত্র ছিল না লোকেরা সতত উক্ত সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করিত, রোগ, শোকাদি, অন্য যুগের ন্যায় প্রবল ছিল না, জীবনিকর অহর্নিশ অসামান্য সুখে বঞ্চিত এবং দীর্ঘকাল জীবিত থাকিত, কেহ কেহ শত শত বর্ষ আয় ভোগ করিত। সত্যে ধন ও বিদ্যাজ্ঞান ধর্মাবলম্বন পূর্বক সমাপন হইত, কিন্তু ত্রেতা যুগে স্বল্প অধর্মের প্রাদুর্ভব হইবাতে জীব-

* পুস্তকের শেষে টীকা ক দৃষ্টি কর।

চয়ের আয়ু স্বল্প ক্রাস হইয়াছিল এবং ধর্মের কিঞ্চিৎ ক্রাস হওয়াতে ব্যক্তির অন্যায়বলঘনে ধনাদি উপার্জন করিত । দ্বাপর যুগে কলির প্রায় অর্দ্ধ অধর্ম বিস্তীর্ণ হইয়াছিল এবং কলিযুগে অধর্ম সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় । এতদ্বারা চতুর্যুগে আত্মপূর্বক রোগ, শোকাদি বৃদ্ধি ও মনুষ্যের আয়ু ক্রাস হয় । মনু সংহিতায় চাতুর্ভর্ণের ধর্ম বিস্তার আছে,

যথা—অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা ।

দানং প্রতিগ্রহং কৈব ব্রাহ্মণা নাম কাম্যম্ ॥

“তন্মধ্যে, অধ্যাপন ও অধ্যয়ন এবং যজন ও যাজন ও দান ও প্রতি-
গ্রহ এই প্রকার ব্রাহ্মণ জাতির অন্তর্গত চারু কর্ম কল্পনা করিয়াছিলেন ।”

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজাধ্যয়ন মেব চ ।

বিবয়েষু প্রসক্তিস্ত ক্রিয়স্য সমসতঃ ॥

“কত্রিয়ার প্রজা রক্ষণ ও দান এবং দেবতা পূজা ও অধ্যয়ন ও মৃত্যু
গীত বণিতা-উপযোগ প্রভৃতি বিষয়ে অত্যাসক্তি বর্জন এই প্রকার ধর্ম
সংক্ষেপতঃ কল্পনা করিয়াছিলেন ।”

পশুনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়ন মেব চ ।

বণিকপথং কুসীদকং বৈশ্যস্য কৃষি মেব চ ॥

“বৈশ্যের পশুরক্ষা ও দান এবং দেবপূজা ও অধ্যয়ন ও মৃত্যুজল পথে
বাণিজ্য ও বৃত্তি গ্রহণ নিমিত্ত ধন প্রয়োগ ও কৃষি এই সকল ধর্ম কল্পনা
করিয়াছিলেন ।”

একমেব শূদ্রস্য প্রভুকর্ম সমাদিশঃ ।

এতেষামেব বর্ণানাং স্বজ্ঞামিনস্ত্রয়ম্ ॥

“ব্রহ্মা শূদ্রের প্রতি কেবল অস্থায়ী ত্যাগ পূর্বক ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের
সেবা এই এক কর্ম আদেশ করিয়াছেন ।”

ব্রাহ্মণেরা কি প্রকারে মহৎ হইল এবং শূদ্রেরা কি হেতু দৈন্ত্যী অপ-
কৃষ্ট হইয়া জঘনা কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিল ? ব্রাহ্মণেরা বোধ হয় পূর্বে
অন্য বর্ণাপেক্ষা অধিক বুদ্ধি সম্পন্ন ও চতুর ছিল, এবং তদ্বারা অন্য ত্রয়
বর্ণ অপেক্ষা বিদ্যানোচনা করিয়া সহস্রাধিক চাতুরী সহকারে প্রসিদ্ধ
স্বজাতীয়ের যোগধর্ম অবলম্বন পূর্বক শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল । তাহার
এবস্ত্রাকার উৎকৃষ্ট বর্ণ হইয়া অজ্ঞা প্রভৃতি প্রকাশ পুরঃসর আপন মান
বুদ্ধি করিয়া অপর বর্ণের প্রভু হইয়াছে এবং ধর্মগ্রন্থ রচনা করিয়া
দৃষ্টা দৃষ্টা তাবৎ দ্রব্য ব্রাহ্মণের সিদ্ধান্ত করিয়াছিল । মনু সংহিতায়
লিখিত হইয়াছে, যে ব্রাহ্মণ অপর বর্ণের যে বস্ত্র পরিধান বা অন্নাদি

ভক্ষণ করেন তাহা ব্রাহ্মণেরই, অপর, অপর বর্ণ পরিধান ও ভোজনাদি
যাহা করেন তাহা শুদ্ধ ব্রাহ্মণের করুণা প্রযুক্তই। কি আশ্চর্য্য
ব্রাহ্মণেরা কি অলৌকিকরূপে অবশিষ্ট বর্ণ ত্রয়কে পদনত করিয়াছিল !
ব্রাহ্মণ যদি সর্বস্বরূপ হইলেন, সর্ব দ্রব্য তাঁহার হইল, তিনি সকলের
ইচ্ছাদেব স্বরূপ হইলেন, সকলকে আচ্ছাদিত করিলেন, তবে অন্য বর্ণের
জীবনে কি সুখ? বিড়ম্বনা মাত্র দেখিতেছি। যদিও ব্রাহ্মণেরা কোন
কালেই এতাদৃশী প্রাধাণ্যের যোগা নহেন, তথাপি তাঁহারা প্রাক্কালে ধর্ম,
বিশেষতঃ বিদ্যা বিষয়ে অন্য বর্ণদির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এবং তাহা
কেবল অন্য হইতে বেদাদি অগোচর রাখিতে। বোধ হইতেছে,
ভারতবর্ষে আদৌ ব্রাহ্মধর্ম প্রকাশ হইয়াছিল এবং বেদই এতদ্বর্ষের মূল।
পুরাণায়মিক এই বেদ ব্রাহ্মব মুখমণ্ডল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং
হয়গ্রীব নামা দানব ইহা হরণ করিয়া পলায়ন করে; তদন্তে বিষ্ণু মৎস্য
অবতারে ইহা উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং সেই কালে ইহা মনু কর্তৃক
নহা বন্যা হইতে রক্ষিত হয়।

অনন্তর ব্যাস দ্বাপরের শেষাংশে ইহা বিভাগ করিয়া প্রকাশ
করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাস বেদ চতুষ্টয় রচনা করিয়াছিলেন কি না
এ বিষয় ধার্য্য করা দুর্লভ; এক মহতী প্রশ্ন এই, যে যৎ কালে তিনি
বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন তৎ কালে যদিও তিনি গ্রন্থকর্ত্তা না হয়েন
তথাপি গ্রন্থসম্পাদক ছিলেন সন্দেহ নাই। বেদ ব্রাহ্ম ধর্ম প্রদর্শক হই-
লেও অল্পকাণ্ড তন্মত প্রচলিত হইয়াছিল ব্যক্তির নিরাকার অথচ প্রকৃত
পদার্থে মনঃসংকল্পে অসমর্থ হইয়া বা তাহা অগ্রাহ করিয়া নাস্তিকতা
আশ্রয় করিবার উপক্রম করিয়াছিল। বিদ্বান্ স্বাধীরা তাহাদিগকে
একেবারে ধর্ম বৈমুখ্য হইতে নিবারণ করণাশয়ে পৌত্তলিক ধর্ম প্রকাশ
করিতে নিতান্ত বাধ্য হইয়াছিলেন এবং আপনার। এতৎ ধর্ম অবলম্বন
না করিয়া পুরাণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি ধর্ম গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন।
শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে সংখ্যাভীত দেবাক্তি না বিধেয় নির্দেশ হইয়াছে,
তন্মধ্যে বৃক্ষ, বিষ্ণু, মহাদেব ও শক্তি প্রধান।—ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ,
কুবের, ছাশন, পবন, ইত্যাদি অগণন অপ্রধান দেব আছেন যাহাদিগের
সংখ্যা করা লেখনি অসাধ্য। কি বৃক্ষ, কি সর্প, কি নর, কি বাঘ, কি
নদী, কি প্রস্তর, কি গাভী, কি স্বর্ণ, কি রৌপ্য, তাতেই দিন্দুদিগের উপাস্ত
পদার্থ। এই সকল চেতনাচেতন পদার্থের উপাসনার বিধি নানা প্র-
কার আছে এবং ইহাতে অনেক আয়াস ও ধন ব্যয় হয়। পূর্বকালে
ব্যক্তির ব্রাহ্ম উপাসনা করিত, কিন্তু বর্ত্তমান কালে তাহারা অনেক

ভারতবর্ষের ইতিহাস

ক্লাস হইয়াছে এক্ষণে প্রায় একটাও ব্রহ্মার উপাসক দৃষ্টিগোচর হয় না।

তৃতীয় অধ্যায় ।

বৈষ্ণব ও বৌদ্ধধর্ম—বৈষ্ণবদিগের ব্যবহার—বৈষ্ণবদিগের কলাচার—পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের বিবরণ এবং জগদীশ্বরের রূপ বর্ণন—নিস্কলম্ব নৃপতি জগদীশ্বরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন—পুরুষোত্তম গমন কালীন যাত্রিদিগের কাস্যাশ্রয় ব্যবহার—যাত্রিদিগের সংখ্যা—ভাহাদিগের গমনের দুঃসহ দুঃখ—তীর্থ যাত্রায় কি কল্যাণ-পত্তি হইতে পারে—বৈষ্ণব এবং শ্রীকৃষ্ণের লাম্পট্য—শ্রীকৃষ্ণের কি রূপ-কমণ্ডল ছিল—রাম ও দোল যাত্রার মহোৎসব—শৈব—মহাদেবের চরিত্র—বৈষ্ণবদিগের কঠোর তপস্যা—আফ্রিকা খণ্ডের ‘স্কিমেনো সাকিফ’ নামা উপাসক—আলেক-জাঙ্গ অস্বাভাবিক তপস্বীদিগকে দেখিয়া ক্লিষ্ট আশ্চর্য্য করেন—তপস্বীরা নানা শৌণ্ডিতে বিভক্ত—ভাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন আচার ও গম্যার্থ বিষয়ে চমৎকার আশ-কানী ক্ষেত্রে ভাহাদিগের কাসাদি দমন—তপস্বীদিগের প্রভাবশা—ভাহাদিগের ষাটু ঘটত মহৌষধ।

বিশ্ব উপাসক অথবা বৈষ্ণব পূর্বাপেক্ষা যদ্যপিও অধিক নহে তথাপি সমধিক দেখা যায় : ভারতবর্ষের অসংখ্য স্থান অপেক্ষা বঙ্গদেশ ও উড়ি-যায় বৈষ্ণবধর্ম বিশেষ প্রচলিত। কথিত আছে, যে বিষ্ণু নানা অবতার হইয়া জগৎগুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বিবিধ ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব ও বৌদ্ধধর্ম তন্মধ্যে প্রধান। বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম * ভারতবর্ষ বাতীত আসিয়া খণ্ডের অন্য কয়েক স্থানে প্রচলিত হইয়াছে; ব্রহ্ম প্রদেশ, চীন, তিব্বত, শামি, আসাম মলক্ক, প্রভৃতি প্রদেশস্থ ব্যক্তির অদ্যাবধি এ ধর্মের আলোচনা করিতেছে। পরন্তু ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মোপেক্ষা বৈষ্ণব ধর্ম অধিক প্রচলিত। বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুকে সাতিশয় স্ততি-ভক্তি

* বৌদ্ধেরা বেদ পুরাণাদি মান্য করিত না, জাতির বিচার রাখিত না এবং সকল বর্ণকে পুরোহিত করিত। তাহারা বিবাহ করিত না, এবং ইজিরূপে বিরক্ত ছিল। জীবহিংসা হইতে তাহারা আশ্চর্য্যরূপে বৈমুখ ছিল, তাহাদিগের পুরোহিতেরা ক্ষত্রকোটনাশিকার অঙ্গকারে পান করিত না এবং ভূমিপরি উপবিষ্ট হইবার অগ্রে তাহারা লে স্থান পরিষ্কার করিত, বাহাতে একটা কীট না থাকে। তদ্বিষয়ে সাতিশয় সতর্ক থাকিত। পাছে ক্ষত্র জীবাদি প্রবেশ করে একথা তাহারা হৃদে সর্ববন্ধ রাখিত। শুক, ঘনি, বা গৌতম, বৌদ্ধধর্ম প্রকাশ করেন এবং

ভারতবর্ষের হাতহাস

করে, অন্য দেবের তাড়নীয় তত্ত্ব নহে, কেহ কেহ একপন্থিত বৈষ্ণবধর্ম-প্রণীত 'মহাভারত' নামে উক্ত হস্ত; তাহার বিষ্ণু বাতীত অন্য কোন দেব দেবীর অর্চনা করে না, প্রত্যুত তাহাদিগের নাম শ্রবণে বৈরক্ত হয়। বৈষ্ণবেরা ত্রিগুণ ধারণ ও তিলক সেবন করে, প্রাতঃময় তিলক সূতিকার লেপন করিয়া তুলসীমালা যপ করিয়া থাকে এবং মোক্ষ-মানদিগের ন্যায় কক্ষা পরিধান করে। তাহাদিগের অধিকাংশ মহৎ পাপী, সতত বেশ্যাসুরক্ত। তাহাদিগের জাতির নির্ণয় নাই, কায়স্থ, স্বর্ণবণিক, কাংসবণিক, কর্মকার ও কৃত্তকার, মালা ধারণে অন্য তাবৎ বৈষ্ণবের সহিত তাহাদিগের পার্থক্য নাই। অতএব যে স্ব জাতি ভ্রষ্ট, সে অনায়াসে বৈষ্ণব হইয়া পরিচয় হইতে পারে। পুরুষোত্তম তীর্থে গমন পূর্বক নিঃশঙ্কায় চণ্ডালের উচ্ছ্রিত অঙ্গ ভক্ষণ করিলে তোমার জাতি নাশের ভয় থাকিবে না, কিন্তু সাবধান অন্য দেশে একপন্থিত করিও না। হাঃ হাঃ কি চমৎকার ধর্ম, কি চমৎকার ব্যবহার! পরন্তু স্বামী বিশেষে ও ধর্মাবলম্বন বিশেষে জাতি নাশ হয় না বলিয়া এ ব্যবহার উপহাস্যাপ্পন্ন ও অনায়াস হইয়াছে নতুবা নহে। মানব প্রকৃতির কি প্রভেদ আছে? সে যাহা হউক, উল্লিখিত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের কিঞ্চিৎ বিবরণ বর্ণন যোগ্য। এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র উড়িষ্যায় স্থিত, তথায় জগন্নাথের এক প্রধান মন্দির আছে, এই মন্দির জাতি উচ্ছ্রিত এবং বহু, ইহাতে সহস্র সহস্র লোক অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। ইহার মধ্যে জগন্নাথ, বলরাম, ও সুভদ্রার মূর্তি আছে, সে সকল অতি

ইহার প্রাদুর্ভাব আশঙ্ক নৃপতির রাজত্ব কালীন হয়। পরে শঙ্করাচার্য ইহার ধ্বংস সাধন করেন।—এলফিনষ্টোন।

হিন্দুরা জীব হিংসায় অতীব বিরক্ত ছিলেন ইহা জগৎ-প্রসিদ্ধ; ইতিহাস-বেত্তা মরি, নিশ্চয়্যাহেন, এক ইউরোপীয় রক্তক-গুলি কুন্দুর লইয়া এক বৈশ্যের নিরুদ্যত হইতে এবং তৎ সমীপে তাহাদিগের নিগ্রহ করিত। ইহা এই ব্যক্তিকে তবিসয় হইতে নিবারণ করণার্থ তাহাকে প্রচুর ধন দিত, তাহাতে সে ব্যক্তি যথেষ্ট অর্থ পাইয়াছিল। পিথোগোরস ও তদীয় শিষ্যেরা জীব নাশ হইতে আশঙ্ক্য নিবৃত্ত ছিলেন; তাহারা কেহ কেহ বৃক্ষাদি ছেদনে পাপ জন্মায় জ্ঞান করিতেন।

আমরা হিন্দু ধর্ম সমাক্ষেপে পর্যালোচনা করিয়া দেখিতেছি, যে ইহা অনেকাংশে প্রাচীন গ্রীক-ধর্মের সহিত এক্য হয়। জিনো, ইপিকিউরাস, পিথোগোরস, এরিস্টারখাস, ডায়োজিনিস, পিররো, সার্কটিস, প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন মত জগৎ-দারিত্র্য ভিন্ন ধর্ম-পাণ্ডিত্যের সহিত অধিকাংশ এক্য দেখা যায়, অধিকন্তু অপিতর, ভিমাশ, মিনারস, প্রভৃতি দেব দেবী হিন্দুদিগের ইন্দ্র, রুদ্র, সরস্বত্যাঙ্গি দেব দেবীর সহিত এক্য হইয়া থাকে।

সুহৃদা ও সুগঠন, দেখিবা। সাজ মুচ্ছা পন্ন হইতে হয়; জগন্নাথাদি, নানা বহুমূল্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত; অদ্যাপিও জগন্নাথ মন্দিরে অন্য একখানি কেহই পাইয়া যায়। * মন্দিরের অভ্যন্তর অব্যবস্তাব্য রূঢ় বাকা-বলিতে চিত্তিত হইয়াছে, যে সমস্ত বলিলে লজ্জাগ্রস্ত হইতে হয়। জগন্নাথ প্রতিষ্ঠা ও তৎ মন্দির স্থাপন অতি পূর্বকালে হয়। যখন হরি পৃথিবী হইতে অন্তর্ধান করেন, তখন মিলক্ষজ নামা এক বিখ্যাত মূর্তিপতি তদীয় মূর্তি মর্ত্তে স্থাপনে যত্নবান হইয়াছিলেন। কথিত আছে, যে মিলক্ষজ অসাধারণ ধর্ম্মী ছিলেন, ব্রহ্ম, তাহাকে দেব অপেক্ষা সংকার করিয়া সমস্ত দেববন্দ সহিত তদীয় বক্তৃদর্শনার্থ আসিয়া তাহাকে নারায়ণের মূর্তি স্থাপন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। রাজা তদনুসারে মন্দিরাদি নির্মাণ করাইতে আরম্ভ করিলেন। মন্দির বিশ্ব-কর্মা শিল্পকারের পুত্রের দ্বারা নির্মিত হয়, এবং নারায়ণ স্বয়ং বৃদ্ধ বিপ্র বেশ ধারণ পুরস্কার দেব মূর্তি নির্মাণ করেন। তদবধি অদ্য পর্যন্ত সংখ্যাভীত লোক পুরুষোত্তমে যাত্রা করিতেছে। পুরুষোত্তমে যাত্রা করিবার প্রসিদ্ধ বিধি এই, যে যাত্রি, মায়া, মোহ, তাগ করিবে, স্বগৃহ, পরিজন, প্রভৃতির বিষয় স্মরণ করিবে না। এ অতি সুপ্রথা; কিন্তু ইহা পালন করা দুষ্কর; নহুবা যদি মোহাদি তাগ করিতে সমর্থ হয় তবে তাহার কি অভাব? তাহার পুরুষোত্তমে যাইবারই আবশ্যক কি? তথাপি যাত্রীরা মোহাদি শূন্য বলিয়া দম্ব করে। পুরুষোত্তমে বর্ষ বর্ষ প্রায় এক লক্ষ পঞ্চ বিংশতি সহস্র যাত্রি গমন করে এবং আশাঢ় মাসে রথ যাত্রা কালীন প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ সহস্র ব্যক্তি দেখা যায়। চুভাগ্য বশতঃ ইহার অর্দ্ধাংশ গৃহে প্রত্যাগত হয় না এবং অকালে কাল করাতে অনর্থক নিপতিত হয়।

ক্ষেত্রে গমন করিয়া দেখিবে কোন স্থানে শত শত চূর্তগা জীব মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্য কীরণে উত্তপ্ত বালুকাপরি ধূসরিত হইতেছে, কেহই তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিতেছে না, পুত্রপৌত্রাদি অনায়াসে পিতৃ মাতৃ মরণ দর্শন করিতেছে, তাহাদিগকে অনায়াসে এবং প্রকার নিরাশ্রয়ী বিপদাপন্ন অবস্থায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে; কোন

* দিল্লীর সাক্সাহান বাবসাহ, সুখাভিলাষী, সজ্জা প্রিয় ছিলেন, তাহার মন্দির পুচ্ছে সিংহাসন ছিল, সেই সিংহাসন হীরক, প্রবালে, মণ্ডিত ও সজ্জিত হয় এবং তদীয় ভাগে কেবলুর নামে এক দুর্লভ দুখল্য প্রস্তর থাকে, রত্নজীত সিংহ তাহা হস্তগত করেন, এবং ইংরাজেরা লাহোরাধিকার করিয়া তাহা প্রাপ্ত করেন এক্ষণে তাহা মহারানী ভিক্টোরিয়ার অঙ্গভরণ।

স্থানে স্বাস্থ্যের সান্নিপাত প্রাপ্ত হইয়া গাং দাহ নিবারণার্থ জলাশয়ে অবরোধ পূর্বক চির কালের জন্য তাহাতে যন্ত্র হইতেছে ; কোন স্থানে রাশী রাশী স্তত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে এবং গৃধ, জম্বুকাদি মাংসাশী, তাহা পরমানন্দে ভক্ষণ করিতেছে। হায় কি পরিভাণ ! কি দুঃসহ দুঃখ আখ্যাইকা ! হায় ! এত দূর দেশে গিয়া এবস্ত্রকার যন্ত্রণা সহিবার কি ফল ?

পুরুষোত্তমাদি তীর্থ যাত্রাফলে ব্যক্তিদিগের স্বদেশ ভ্রমণ হয় এই এক ফল ফলিতেছে। সুনিরা তীর্থ যাত্রা বিধেয় যদিও না লিখিতেন, তাহা হইলে বোধ করি একটি স্বদেশীয় স্বদেশ ভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের অন্য স্থানে গমন করিত না, তাহা হইলে কাশী যথার্থ স্বর্ণময় কি না আমরা জানিতে শক্ত হইতাম না। ক্ষেত্রে জগন্নাথের সেবার্থ অনেক পাণ্ডা নিযুক্ত হইয়াছে তাহাদিগের প্রধান কর্ম জগন্নাথাদিকে অহর্নিশি ভোগ নিবেদন করা। যাত্রীরা তথায় এক স্বাক্ষন্দ লব্ধ করে, তাহাদিগকে রক্ষণাদি করিতে হয় না, 'হোটেল' হইতে অনায়াসে অন্ন্যাজ্ঞাদি কিনিয়া সোন্দর পরিপূর্ণ করিতে পারে। আমরা বৈষ্ণব ধর্ম এরূপকার কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া বৈষ্ণবদিগের কুক্রিয়ামূহ প্রকাশে কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করি। বৈষ্ণবেরা ভগু তপস্বী, তাহাদিগের ধর্ম কর্ম পণ্ড, তাহাদিগের হস্ততে যগমালা, কিন্তু অস্তুরে বারবনিতা বিরাক্ততা। লাম্পট্য, বৈষ্ণবদিগের প্রধান ধর্ম, প্রধান উপাসনা, এবং প্রধান পারমার্থিক স্মৃতি। তাহাদিগের উপাস্য দেব কৃষ্ণ * যেরূপ সচ্চরিত্র সংগুণাবিত ছিলেন সকলেই বিদিত আছেন ; কাম শিষ্য দিন যামিনী কেবল কামিনী-রূপ অহেদ্য পাশে আকীর্ণ ছিলেন। কুলাজ্ঞাদিগের সতিত্ব নাশ তাঁহার যোগ ধর্ম ছিল। তাঁহার মর্যাদা যেরূপ তিনি তদুপযুক্ত একটাও কর্ম করেন নাই, কিন্তু যেরূপ করা উচিত তাহা করিয়াও যুধিষ্ঠিরের উপযুক্ত মান কোথায় ? হরিশ্চন্দ্র কি ইন্দ্রাপেক্ষা ধার্মিক ছিলেন না ? তিনি কি জগন্নাথে ইন্দ্রোপযুক্ত হইলেন না ? তিনি কি নিমিত্ত দেবতা না হইলেন ? তিনি কি ইত্যাদি বিষয়ে অল্পযুক্ত ছিলেন ? কিন্তু তথাপি কাম শিষ্য আপনাকে দেব, প্রত্যুত পরমেশ্বর বলাইতেন, এবিষয়ে হারকিউলজ বা কি দক্ষ ছিলেন ? তিনি এক রাজিতে পঞ্চাশটি স্ত্রীকে পুজবতী করিয়া-

* বৈষ্ণবদিগের প্রকৃত উপাস্য দেব পুরুষ বিহীন ছিলেন, কৃষ্ণ তাঁহার এক অবতার কহ কেই সিদ্ধান্ত করেন, এখনকার বৈষ্ণবেরা সেই কৃষ্ণের উপাসক।

† গ্রীষ্ম দেশীয় প্রাচীন বীর বীরশাস্ত্রীরা অসাধারণ উৎকট কর্ম সাধনে বিখ্যাত।

ছিলেন বহিঃতো না? আমাদিগের কাশাচাঁদ এক রাতে ষোল শত গোপিনীর চিত্তাভিলাষ সফল করিয়া সর্বাপেক্ষা জয়ী হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দৈত্য হইতে পৃথিবী উদ্ধারার্থ মানব দেহ ধারণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু তিনি দৈত্য কুল বৃদ্ধি বাতীত নাশ করেন নাই। যদুবংশ সামান্য বংশ ছিল না, শিশুপাল ও অন্য দুই এক অসুর বাতীত কেহই তদীয় চেষ্টে নিপাতিত হয় নাই; তিনি তাহাদিগের সংহারের বিগল্গণ উপায় করিয়াছিলেন এবং ভীষ্মাদিকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। পরন্তু মানব দেহ ধারণ বিনা কি তিনি পরামর্শ দিতে পারিতেন না? তিনি কি কুরু ক্ষেত্রে ব যুদ্ধ নিবারণ করিতে সক্ষম হইতেন না? না কুরু-কুল নাশে অক্ষম ছিলেন? যৎকালে তিনি সর্ধশক্তিমান বলিয়া প্রসিদ্ধ তৎকালে তিনি পুরোক্ত কর্ম নিষ্পাদন করণে অক্ষম নহেন, কিন্তু সে শক্তিমান নাম মাত্র, কার্য্যে নহে। রামচন্দ্র বিনা মানব দেহে কি দশাননকে ধ্বংস করিতে পারিতেন না? অনেকেই উত্তর করিবেন, যে তিনি অবশ্য পারিতেন, কেবল বাল্মীকির অণীত গ্রন্থ, সত্য প্রতীপন্ন করিবার জন্য করেন নাই। পরন্তু মানব জন্ম গ্রহণ বাতীত কৃষ্ণ পৃথিবীর কি ভার হরণ করিতে অপটু ছিলেন এ ব্যক্তিদিকে ক্ষিপ্রাসা করিলে তাহারা যে কি উত্তর প্রদান করিবে হিরিকৃত করিতে পারি না। কৃষ্ণের কতিপয় কুঞ্জীয়ার কাশ পর্ক নামে খ্যাত হইয়াছে; যথা রাস যাত্রা, দোল যাত্রা, ইত্যাদি। রাসযাত্রায় হিন্দুরা মহা মহোৎসব করে এবং পট, ছবি, পুস্তলিকা, পুষ্পাদির দ্বারা রাস মন্দির সুশোভিত করিয়া থাকে। দোল যাত্রায় মহোৎসব কিঞ্চিৎ বিস্তীর্ণ হয়, হিন্দুরা তৎকালে ফাগু লইয়া পরস্পর মাখামাখি, ছড়া ছড়ি করে, লুপারকেল মহোৎসব কালীন রোমীয়েরা যেরূপ অত্যাচার ও জঘন্য বাক্যাচারণ করিত পশ্চিম দেশীয় ব্যক্তির পথি মধ্যে নির্লজ্জায় নিঃশঙ্কায় তদ্রূপ অত্যাচার করিয়া থাকে। দোল যাত্রা সময়ে পূর্বে তাহাদিগের অন্যায়-চরণ জন্য রাজপথে গমন পিধি ভার হইত, সম্প্রতি ইংরাজদিগের শাসনে অনেক হ্রাস হইয়াছে। বিষ্ণু উপাসক অস্ত্রে শৈবদিগের উপাসনার বিবরণ কিঞ্চিৎ বর্ণন যোগ্য।

শৈবদিগের উপাস্ত্র দেব শিব। তিনি সৃষ্টি নাশার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তিনি ত্রিনয়ন ও পঞ্চানন। মহাদেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অপেক্ষা তপস্বী ও ধর্ম্মাশ্রয়ী ছিলেন এবং অল্পে সন্তুষ্ট হইতেন বলিয়া তাহাঁকে আশুতোষ বলা হয়। ভারতবর্ষে অদ্যাবধি তাহার অর্চনা হয়, তন্মধ্যে পশ্চিমে কাশী প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য উপাসক আছে। প্রাক্কালে

অনেকেই তাঁহার আরাধনা করিত এবং তদ্বিষয়ে অনেক অদ্ভুত আখ্যা-
ইকা কর্ণাক্রূত হয়। এই উপাসকেরা সহস্র সহস্র বর্ষ অবিপ্রান্ত্র বিনা-
হারে তপস্যা করিত, কেহ বা পদদ্বয় উর্দ্ধে রাখিয়া মস্তক ভূমিতে রাখিত ;
কেহ বা বৃক্ষে লগ্নমান থাকিত, কেহ বা প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড অগ্নি-
কুণ্ডে প্রস্থানিত করিয়া চতুশ্চাৰ্থ বেড়েন পূৰ্ব্বক তপস্বী নিরুদ্বেগে বাস
করিত ; কেহ বা হৃদয়ভেদী সুশীতল শীতকালে অনায়াসে শীতল বারি
ব্যাপিয়া থাকিত ; কেহ বা বিনা আচ্ছাদনে যাবৎকাল, ঋতু বৃষ্টি, রৌদ্রে
বঞ্চিত। তাঁহারা শরীরকে একপ বশবস্ত্রী করিয়াছিল এবং বিষয় বা-
সনা হইতে একপ আশ্চর্য্যরূপে বিরত ছিল, যে অতিরিক্ত হ্রস্ব স্ব ধৰ্ম্মা-
রক্ত কোইক* অমরুপ আচরণে পরাভূত। আফ্রিকা খণ্ডে কতকগুলি
একপ উপাসক ছিল, পরন্তু তাহারা শিবোপাসক ছিল কি না নিশ্চয়
নলা হইতে পারে না। কোম কোন প্রত্নকর্তা লেখেন, যে ওসাইরিন নামা
মিশর দেশাধিপতির স্ত্রী হইলে ব্যক্তির তাহার মাহাত্ম্য জন্য তাঁহাকে
দেব বলিয়া পরিগণন করিয়াছিল এবং শিব লিঙ্গাকৃতির ন্যায় তাঁহার
চিত্র স্বরূপ নির্মাণ করিয়া পূজা করিত। ইউরোপীয়েরা ইহাদিগকে জিন্মো
মোক্ষিত করেন। অম্মদেশীয় তপস্বীরা তাহাদিগের নিকটে ঐ নামে উক্ত
হয়েন। আলেকজান্দ্র যখন অম্মদেশ জয়ার্থ আসিয়াছিলেন, তখন তিনি
তপস্বীদিগের চমৎকার তপাস্বরক্তি ও ধৈর্য্য দেখিয়া সাতিশয় আশ্চর্য্য
হইয়াছিলেন। কেহ মাসাবধি অনাহারি রহিয়াছে ; কেহ শীতল সন্ধ্যায়
প্রবেশ করিয়া যোগ সাধন করিতেছে। তপস্বীরা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ;
কণ্টা—বহুদক, কুটীচক, হংস, পরমহংস, অঘোরী, কডালঙ্গী, ইত্যাদি।
ইহাদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার, ভিন্ন ভিন্ন উপাসনার বিধি দৃষ্ট হয়,
কেহ কেহ একপ অত্যাচারী যে তাহারা মলকীট মধ্যে গণ্য। ঐহুশী আ-
চার্য্যই হইবার হেতু, কি? তত্ত্বজ্ঞান ইহার মূল হেতু ; তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা
তাহারা সকল পদার্থ চেতনাচেন, শুদ্ধাশুদ্ধ জ্ঞান করে ; যে সমস্ত বস্তু
আমরা প্রত্যক্ষ দর্শনে চেন ও শুদ্ধ বলিয়া মানিতেছি এইপণ্ডিত শ্রেণী
সে সকলকে অচেতন এবং অশুদ্ধ বলে, ফলতঃ তাহারা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী
নহে। তত্ত্বজ্ঞানী কি পরানিষ্ঠাচরণ করে, পর জ্বাপহরণ করে? ক্রোধ
কি তাহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারে? তাহার প্রকৃত উত্তর, কদাচ
নহে। পরন্তু সন্যাসীদিগকে ক্রোধাদি আশ্রয় করিয়াছে।

* গ্রীক দেশীয় পণ্ডিত শ্রেণী বিশেষ, যাঁহারা মায়া, মোহ, শূন্য হইয়া দেহ
নিপীড়ন সহ্য করিতেন।

কাশী ইচ্ছাদিগের প্রধান শোপদ্রবের স্থান; তথায় ইহারা যাত্রি-
দিগকে বাকপথাতিত বিরক্ত করে, ভিক্ষাঙ্কলে তাহাদিগের আবাসে
প্রবেশ করিয়া ‘তবতি ভিক্ষাং দেহি’ উচ্চারণ করে, ব্যক্তিয়া ভিক্ষা দানে
ক্ষণ মাত্র বিলম্ব করিলে, ইহারা তাহাদিগের আবাসে বৃষ্ঠা ত্যাগ করিয়া
প্রস্থান করে; কখন কখন তাহাদিগের দ্রব্যাদিসমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলে,
অথবা তাহাদিগকে রুঢ় ভাষা কহে, হয়তো দল বন্ধ হইয়া খনাদি হরণ
করিয়া পলায়। কাশীবাসিরা তাহাদিগের দ্বারা সাতিশয় পরিত্যক্ত
হয়েন, এবং তাহাদিগের তথায় ভিষ্টনা ভার হয়। পরমহংস আত্মা
ইচ্ছায় আহার করে না এবং কথা কহে না, কেহ আসাদেশে ওদনীয়া
দিলে তাহারা উৎকণ করে, কিন্তু তথাপি বাক্য দ্বারা তাহা প্রার্থনা করে
না। কোন কোন সন্ন্যাসীর মধ্যে জবনদিগের ত্বক্ছেদ অপেক্ষা কদর্য
ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহারা জীবুৎপাদক অঙ্গ একেবারে নিগূল
করে, করিবার হেতু কান নিবারণ; এবং প্রকারে এক প্রধান অঙ্গের
নিগ্রহ করিয়া তাহারা জনগণ সমীপে সাধুত্ব ও নিষ্কামী প্রকাশ করে
এবং তাহাদিগের সনকে অনায়াসে উলঙ্গ হয়। ধর্ম শাস্ত্রে নারদ
ও ব্রহ্মার বাদাছুবাদ প্রসঙ্গে কথিত আছে, যে যদ্যপি কামাদি রিপু
জ্ঞান দ্বারা বশীকৃত না হয় তবে তাহাদিগের নিগ্রহ করিবে। সন্ন্যাসীরা
তদন্তসারে ঈশ্বরী ইন্দ্রিয় নিখন করিয়া থাকে এবং ব্যক্তিদিগের বাসিতে
‘বসু মহাদেব’ উচ্চারণ করতঃ ভিক্ষা প্রার্থনা করে, গৃহিরা ভিক্ষা প্রদান
করিলে তাহারা তাহা গ্রহণ করে না এবং কহে যে, রিক্ত হস্তে গৃহস্থের
বাগি হইতে গ্রহণ করা বিধেয় নহে, অতএব এক কড়ি মাত্র লইতে স্বীকৃত
হয়। অচ্যুত গৃহিরা তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিয়া তাহাদিগকে সিন্ধু বলিয়া
নামে এবং ভক্তি ভাব প্রকাশ করে, সন্ন্যাসী তাহাদিগের অন্তরগত ভাব
বুঝিতে পারিয়া এবং আত্ম পথ পাইয়া অবলীলা ক্রমে নানা লীলা
প্রকাশে প্রস্তুত হয়। গৃহিকে তাহারা, প্রথমে এই বাক্য কহিয়া থাকে
যে মহাশয় অতি ভদ্র, আপনি পরোপকারার্থ মহা ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু
দুরাষ্ট্র ভবতঃ সকলেই কৃতঘ্ন হইয়াছে কেহই আপনাকে মান্য করে না
সকলেই শত্রুতা সাধে, এবং এরূপ হইবার প্রধান কারণ এই, যে আপনি
কম্মিন কালে কোন অস্পর্শ বস্তু উলঙ্ঘন করিয়া ছিলেন যদ্বারা আপনি
অদ্যাবধি বিবিধ যন্ত্রণা সহিতেছেন। ফলতঃ এ যন্ত্রণা চিরস্থায়ী নয়;
বৈদ্যনাথ বা তারক নাথকে পঞ্চ সিন্ধার ভোগ দিলে সকল দুঃখই মোচন
হইবে; তথাপি আপনার মঙ্গলার্থ এক মহোষধ প্রদান করিতেছি ইহা
তৎকণে মহতী শুভ হয়। এই বলিয়া ঐন্দ্রজালিক গৃহিরা হস্তে কিঞ্চিৎ

স্তুতিকা অর্পণ করিয়া তাহাকে হস্ত মুদিত কহিয়া ক্ষণ পরে তাহা আপনি গ্রহণ করিয়া কর মধ্যস্থানে পরে হস্ত বিস্তার পুরঃসর দেখায়, হরিভাল হইয়াছে। ব্যক্তির ইহা অলৌকিক জ্ঞান করিয়া সম্মাসীকে মুগ্ধা দ্বারা পরিভ্রষ্ট করে। সম্মাসীরা গণিতজ্ঞ বলিয়া দাঙ্গিকতা প্রকাশ করিয়া থাকে, এবং ব্যক্তিদেগের হস্ত দর্শনে কলাফল বলিয়া ঝলি ভারী করিয়া প্রস্থান করে, কখন কখন ইহারা ব্যক্তিদিগকে আশ্চর্য্য ঔষধি দেয়।

এই ঔষধি স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রবাল, পারা ঘটিত, এবং ইহাকে স্বর্ণজারা, রৌপ্য জারা প্রবাল জারা পারা জারা, বলা যায়। ঔষধিসমস্ত অতি চমৎকার, ইহার তৃণাগ্র পরিমাণে কিয়ৎ দিবস সেবন করিলে মহৎ মহৎ রোগ উপশম হয়। হিন্দুদিগের অন্যান্য ঔষধি যদিও উৎকৃষ্ট নহে তথাপি এ সমস্ত ঔষধ অতি চমৎকার ও হিতদায়ক স্বীকার করতে হইবে। মহাত্মা এলফিনষ্টন সাহেব তাহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে খাতু ঘটিত ঔষধের বিশেষ গুণ বর্ণন ও বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন, পরন্তু এ বিষয় বর্তমানে পাওয়া দুষ্কর, যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা কৃত্রিম জন্য তাড়নীয় ফলোৎপন্ন হয় না এবং আত্মভরী, আত্ম সুখেচ্ছ, হিন্দু অপরকে সে সকল প্রস্তুত করিবার প্রথা না শিখাইয়ায় ক্রমে তাহা লোপ পাইতেছে। ইউরোপীয় ব্যক্তির অস্বদেশীয়দিগের ন্যায় সুজ্ঞ আত্ম মঙ্গল অভিলাষী নহে; তাহার কোন নব ঔষধ বা নব পদার্থ সৃষ্টি করিলে তৎক্ষণাৎ পর হিতার্থ তাহা জগন্মণ্ডলে ডিণ্ডি বান্নি করে যাদুদ্বারা তাহাদিগের ভাবৎ শাস্ত্রের শাখা প্রশাখা প্রসাররূপে বিস্তার হইতেছে। হিংস্রক-হিন্দু জাতি তদনুরূপ না করিবাতে এতদেশীয় শাস্ত্রসকল উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছে।

কাশী ব্যতীত, তারকেশ্বর ও বৈদ্যনাথ সম্যাসীদিগের অন্য দুই তীর্থ স্থান আছে । বৈদ্যনাথের অপেক্ষা তারকনাথের খ্যাতি সুদীর্ঘ ব্যাপ্ত অতএব তদ্বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বলা কর্তব্য ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

তারকেশ্বরের বিকল্প এবং তারক নাথের আকার বর্ণন—মহান্ত—মুকুন্দ ঘোষের আরণ্যক প্রস্তরের নিবরণ—যাত্রীরা কি অভিপ্রায়ে তারকেশ্বরে যাত্রা করে—ভাহারা স্বপ্ন দর্শনান্তর ভ্রম প্রাপ্ত হয়—তদ্বিষয়ে নানা উপন্যাস কথিত হইয়া থাকে—ভাহারা দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করে—শিব চতুর্দশী—ব্যাধের দ্বারা শিব চতুর্দশীর উৎপত্তি—মাদিরা উপবাস ও রজনী জাগরণ করে—প্রমত্তেরা প্রমোদের জন্য উপবাস করিয়া তাম কীড়া করে—চড়ক যাত্রা—সম্যাসীদিগের তৎকালে দেহ নিপীড়ন—শক্তি—ভাতাদিগের ভাষণ নিষ্ঠুরতা ও কুআচার—শাশা পূজা কাসীতে শাক্তেরা আশ্রমে গিয়া যোগ সাধন করে—কালিঘাট—অধিকাংশ যাত্রীবৈরাগ্য বিলাস ও মন্য পান জন্য তথায় গমন করিয়া থাকে—কামখ্যা—তথায় ব্যক্তির যোগাগণের বর্শাভূত হয়—তদ্বিষয়ে অলিক উপন্যাস—ভাহার প্রকৃত অর্থ ।

তারকেশ্বর কলিকাতা হইতে মোড়শ ক্রোশ পথ, তথায় মন্ত্রষোর বসতি তাৎক্ষণী নাই, প্রায় সমস্ত মরু ভূমি; স্থানে স্থানে রাশী রাশী সমোৎপন্ন হয়, কৃষকেরা ধান্য অল্প দ্বারা ভূমি সুশোভিত করে। প্রান্তর মধ্যে তারকনাথের এক বৃহৎ মন্দির আছে, তন্মধ্যে সংহারকর্ত্তী বিরাজমান; মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে অনেক লোকের বসতি আছে, কিন্তু তাহারা কেবল যাত্রীদিগের নিকটে দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ তথায় বাস করে । জনশ্রুতি আছে, যে শক্তির এক অঙ্গ তারকেশ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং স্বয়ম্ভু তথায় উৎপন্ন হয়েন । তারকনাথ এক হস্ত পরিমাণ উচ্চ এবং তাহার মস্তক এক হস্ত পরিমাণ গলীর, তদীয় চতুষ্পার্শ্বে গোলাকার রৌপ্য মণ্ডিত পেনেট নির্মিত হইয়াছে, তাহার দেবার্থ এক দণ্ডী আছে। তাহাকে ‘মহান্ত’ কথা যায়, মহান্ত তথাকার জমীদার স্বরূপ, সমস্ত তারকেশ্বর তাহার অধিকার, তিনি দোষীর প্রতি দণ্ড বিধান করেন । মন্দির দ্বারে দুই দারী সতত দ্বার রক্ষা করে, মন্দিরের সম্মুখে এক মাটি মন্দির আছে এবং তথায় স্ত্রী বিনিময়ে হোম যজ্ঞাদি হয় । মন্দিরের পূর্বে পাথর

এক খানি প্রস্তর স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহা মুকুন্দ ঘোষের শ্মরণার্থ প্রস্তর। কথিত হইয়াছে, যে ঐ মুকুন্দ জাতিতে গোয়ালী ছিল এবং গাভী সহকারে উপজীবিকা সাধন করিত, তদনুক্রমে তাহার এক গাভী প্রত্যহ তারকনাথের নিকটে আনিয়া তাহাকে দুগ্ধ প্রদান করিত, সে সময় তারকেশ্বর অরণ্যাকীর্ণ ছিল এবং অরণ্যভাস্তরে তারকনাথ আবিভূত হইলেন। গাভী প্রতি দিন তারকনাথকে দুগ্ধ দেয় মুকুন্দ জানিতে পারিয়া তাহাকে দর্শন করিতে গমন করিল এবং দর্শন যাত্রা পাশান হইয়া মুক্ত হইল। তদবধি তারকেশ্বর মনুষ্য দ্বারা বাসিত হইয়া তথায় মন্দিরাদি নির্মিত হয় এবং তারকনাথের মাহাজা বাড়ে। তদবধি যাত্রিরা আদৌ মুকুন্দ ঘোষ স্বরূপ প্রস্তরের উপর দুগ্ধ প্রক্ষেপ পুরঃসর তারকনাথকে তৎপরে তাহা প্রদান করিয়া থাকে। বারাগসীক্ষেত্রে বৃদ্ধেরা মৃত্যুার্থ গমন করেন কারণ তথায় বায়া তাগে মক্ষপদ পায় এবং পারত্রিকে সীমাতীত সূখ ভোগে সমর্থ হয়। যাত্রিরা ইহকালের সুখার্থ তারকেশ্বরে গিয়া থাকে তুথায় গিয়া রোগ শোকাদি মোচন নিমিত্ত মন্দিরের সম্মুখে ও চারি পাশ্বে দিনাহারে কিয়দিবস তারকনাথের নিকটে বরপ্রত্যাশায় শয়ন করে এবং দুই তিন বা চারি দিন পরে ভূমি শয্যা হইতে উঠিয়া আহারাদি মহানন্দে সম্পাদন করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগত হয়। যাহারা বর বা মহৌষধি প্রাপ্ত হয় তাহারাই নিরুদ্বেগ চিত্তে ফিরিয়া আইসে নতুবা যাহাদিগকে তারকনাথ অনুগ্রহ না করে তাহার পুনঃ জল স্পর্শ বাতীত করাশাস্ত্রী হইয়া, কেহ বা আরো দুই দিবস কেহ বা তিন দিবস উপবাসী থাকে এবং তারকনাথের দয়া হইলে 'স্বপ্ন হয়' নহিলে নয়ন নীরে অগ্নিরে আগমন করিতে বাধ্য হয়। কলভঃ এ অতি আশ্চর্য্য বলিতে হইবে যাত্রিরা উল্লম্বাশ্রম স্বপ্ন কি হেতু পায়? ইহার কারণ কি? কোন বিষয় উচ্চরূপে দীর্ঘকাল ভাবনা করিলে স্বপ্নোৎপত্তি হয়; স্বপ্ন অন্য কিছু নয়। মহানুভব এবারক্রমি সাহেব এতদ্বিষয়ে যথেষ্ট লিখিয়াছেন এবং তাহারও এই মত। যাত্রিরা রোগ শোকাদির বিষয়ে শুভাশুভ ভাবনা করে এবং শুভ ভাবনার আধিক্য হইলে শুভ স্বপ্ন প্রাপ্ত হয়, অশুভের আধিক্য হইলে অশুভ স্বপ্ন পায়।

এতদ্বিষয়ে বিস্তর অনৌকিক উপন্যাস কথিত হইয়াছে, এক ব্যক্তিকে এক সময়ে স্বপ্ন হইল, যে 'তুমি অমুক প্রান্তরে বাইয়া স্তম্ভিকা হইতে চিনি ভুলিয়া তাহা ভক্ষণ করিলে তোমার রোগ দূরীভূত হইবে' সে তদনুসারে নিদ্রিত প্রান্তর হইতে স্তম্ভিকা খনন পুরঃসর দেখে যথার্থ চিনি রহিয়াছে, সে তাহাতে পরমাপ্যাহিত হইয়া তাহা ভক্ষণ করে,—তাহার

রোগও শাস্তি হয়। অপর ব্যক্তির জনপ্রতির দ্বারা এই বিবরণ প্রকৃতি গোচর করিয়া জ্বায়ে সেই প্রান্তরে উপস্থিত হইল এবং তথায় রাশী রাশী চিনি পাইল। অন্য এক ব্যক্তি এই স্থান দেখিল, যে মহাদেব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, মূর্ত্তী খারণপূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন, যে তুমি এতদায়ে মন্দির পার্শ্বে যাহা পাইবে তাহা ভক্ষণ করিবে তাহা হইলে তোমার রোগ শাস্তি হইবে। পর দিবস প্রভাতে ঐ ব্যক্তি নির্দেশিত স্থানে গিয়া দেখে, যে এক প্রকাণ্ড অজগর রহিয়াছে, সে তাহা দর্শনে সাতিশয় শশঙ্কিত হইল, তথাপি জীবন রক্ষার্থ সমুখস্থ পুষ্করীতে স্নাত হইয়া উঠিয়া দেখে সে সর্প, রম্মা হইয়াছে, ইহাতে সে চমৎকৃত হইয়া তাহা ভক্ষণ করিল এবং তাহার রোগ আর রহিল না। কেহ কেহ পীড়া নিবারণার্থ একপ ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করে, যে তদর্শনে অগ্নি নীরে ভাসমান হইতে হয়। তাহার ১৪-১৫ ক্রোশ দূরি ঘূসরিত হইয়া তারকেশ্বরে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে এবং ইত্যাদি আচরণে তারকনাথ অধিক প্রেম হয়েন তাহার অলুমান কবে। তাহার ভূশাঘী হইয়া মন্ত্ৰেণ অগ্রভাগ নিম্নস্থ ভূমিতে রেখা দিয়া তথায় পদব্রজ রাখিয়া পুনশ্চ শয়ন করে এবং পুনশ্চ মন্ত্ৰকের অগ্রভাগস্থ ভূমিতে রেখা দেয়। তাহাদিগের গমন বিধি ঈদৃশী দুঃসহ যন্ত্রণা সহিয়া হয়।

এখন শৈবদিগের পদবিষয়ক কিঞ্চিৎ বক্তব্য। শৈবদিগের শিবরাত্রি ও চড়ক যাত্রা প্রধান পর্ব। শিবরাত্রি ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী নিশীতে হইয়া থাকে। ইহা অতি সামান্য ব্যক্তি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিল; মহাভারতাদিতে উক্ত হইয়াছে, কোন ব্যাধি শৃগয়ার্থ বন পয়ান করিয়াছিল, শৃগয়া করিতে দিবাবসান হইল এবং মহাদ্ধকার, জগৎ ব্যাপিত হইয়া ভূতর, খেটরাদি, জীবনিকরের নয়ন মুদিত করিল; নভো-মণ্ডলে ঘোর শ্যামল মেঘরাজি বিরাজিত হইল; তাহাতে পৃথিবী স্রুধাংস্তর অংশ হইতে বঞ্চিত হইল; মহা শীলা ভৃষ্টি হইতে লাগিল এবং নিদাঘ কালের ঘোর নিনাদ আরম্ভ হইল; চপলা চপলা গৃহাদি নাশে অতি বেগে নাবিল; এবং প্রলয়ের পবন বৃক্ষসমূহ ছিন্ন ভিন্ন ও চূর্ণ ক্রিতে রৌম প্রকাণ্ড পাপমান হইল। ব্যাধ সে তিমিরাত্মম সঙ্করিতে স্থায়ে যাইতে অপারগ হইয়া অতি বিষম মনে এক বৃক্ষোপরি আশ্রয় লইল। ঐ বৃক্ষ বিল্ল বৃক্ষ ছিল, ব্যাধ তাহাতে অবস্থান কালে শোকাক্ত হইয়া রোদন করিবারে ভূমিতলে অশ্রুপাত হইল এবং একটা বিল্ল পত্রও সে অবশয়ে পড়িল। এই কাজীন মহাদেব বৃক্ষ মূলে বাসনা ছিলেন এবং ব্যাধের নয়নাশ্রু ও স্ফল পত্র তদীয় গাড়ে পতিত হইল।

বিল্ল পিত্র ও নয়নাঙ্ক গায়ের পড়িলে শিব সাতিশয় বিল্লয়াপন্ন হইলেন, ভাবিলেন এ যৌর রজ্জনীতে বিল্ল জল দিয়া কে আমাকে পূজা করিতেছে? অনন্তর উজ্জিনয়ন হইয়া দেখেন, ব্যাধ বসিয়া আছে, ইহাতে তিনি ব্যাধাভীতি পরিত্যক্ত হইয়া ব্যাধকে সংসার বন্ধনা হইতে মুক্ত করিলেন। তদবধি তুমুলগ্নে শিব চতুর্দশীর ব্রত অমুচ্ছিত হইল। তারকেশ্বরে শিব চতুর্দশীতে মহা মহোৎসব হয়, অসংখ্য যাত্রি তথায় গমন করিয়া তারকনাথের অর্চনা করে; সে দিবস তাহার জল সর্ষাস্ত পান করে না সমস্ত দিবা যাত্রি উপবাসী থাকে এবং সমস্ত রজ্জনী জাগরণ করে। অশ্বমেধেশের শিব চতুর্দশী আমোদ প্রমোদের পর হইয়াছে, কাল্পনিক উপাসকের রজ্জনীতে শীব পূজা বিনিময়ে তাস, পাসাদি অর্চনা করে এবং তজ্জনা অনেক উপবাসী হয়। কথিত হইয়াছে, শিবরাত্রি ব্যতীত চতুর্দশী শৈবদিগের এক প্রধান পর্ব, এই পর্ব চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে হয়, সন্ন্যাসীরা তৎকালে নানা দেহ পীড়া সহ্য করে যাহা দর্শন বা শ্রবণে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাহার ত্রিহং বৃহৎ লৌহদণ্ড নির্মাণ করিয়া কেহ বা জিহ্বা, কেহ বা হস্ত, কেহ বা কটিদেশ, ছেদন পূর্বক তন্নধ্যে তাহা প্রবেশ করায় এবং মহা উৎসব করতঃ রাক্ষসপথে স্তুতা করতঃ গৃহে গৃহে তিষ্কার্ণ গমন করে। অনন্তর একটা প্রকাণ্ড উচ্চতর দারু প্রোথিত করিয়া তছুপরি অন্য একটা কাষ্ঠ সংলগ্ন পুরঃসর তাহার অগ্রভাগে এক গাছা রজ্জ্ব বন্ধন করে। পরে সন্ন্যাসীরা পৃষ্ঠে ছেদন পূর্বক তন্নধ্যে একটা লৌহ নির্মিত আকর্শক দিগা কাষ্ঠস্থিত রজ্জ্বতে তাহা বন্ধন করিয়া শূন্য মাগে পয়িত্রমণ করে। এই জঘন্য, ভয়াবহ, বাবহার দ্বারা অনেকে ধ্বংস হইয়াছে এবং অনেকে পঞ্চত্ব পাইয়াছে তথাপি ব্যক্তির এ বাবহার নিরাকরণ করে না। এ বাবহার শাস্ত্র সম্বিত নয়, কিন্তু তথাপি লোকে কি নিমিত্ত এতাদৃশী দুঃখ সহ্য? কি আশ্চর্য্য! দেশাচার কি শক্তিমণি! এতদ্বিষয়ে মনোযোগ করা নবীন গবর্ণমেন্টের বিধেয়, ইহা নিরাকৃত করা তাঁহাদিগের কর্তব্য কর্ম। যে প্রকারে তাঁহার সন্ময়রবাদি খণ্ডন করিয়াছেন তৎকালে কি অতিপ্রায়ে ইহা খণ্ডন না করিবেন? বিশেষতঃ ইহাতে কেহ শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলে বৃথা দাবিয়ার প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবেন না। অতএব রাজপুরুষেরা উক্ত দেশাচার সমূলে উৎপাটন করুন। বৈষ্ণব, শৈব, দ্বাতীত ভারতবর্ষে অন্য এক প্রধান উপাসক আছে, তাহাদিগের উপাসনা শক্তি হইতে সমৎপন্ন হইয়াতে তাহাদিগকে শাক্ত কহা যায়, শাক্তেরা, সর্দাপেক্ষা নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর, এবং অত্যাচারী, ইহার মদ্য, মাংসাদি, অখাদ্য আহার করে

এবং উপাশ্য দেবীকে নরবলি দানে সন্তুষ্ট করিয়া থাকে । তাহাদিগের প্রধান পর্বে শ্যামাপূজা, যৎকালে তাহার ঘোর তিমিরাকীর্ণ অমাবস্যার নিশীতে অগ্ন্য শশ্মানে গমন পুরঃসর হ্রত দেহোপরি উপবিষ্ট হইয়া যোগ সাধন করে এবং যাহারা উৎকট সাধনা করিতে পারে তাহার 'সিদ্ধ' হয় । শাক্তদিগের প্রধান তীর্থ কালীঘাট ও কামখ্যা । কালীঘাটে কালীর এক ভীষণ মূর্তী আছে, কামখ্যায় মূর্তিদ্বি কিছই নাই, কেবল এক প্রস্তর-নির্মিত দেবীর মূর্তি আছে । কালীঘাটে অধিক সম্মানী নাই, পরন্তু পূর্বে অধিক ছিল এবং কেহ যোগ সাধন জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল । কালীঘাট তীর্থ অতি প্রাচীন, কাহিন্দান কৃত 'কামিনীকুমারের' নায়ক, বাণিজ্য যাত্রা কালীন এই স্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন । অধুনা বাৎসাহ্য, মদ্যপান, ও বেশাবিলাসার্থ অধিকাংশ যাত্রি তথায় গিচ্ছাথাকে এবং কালীঘাট সাধারণ কুক্রান্তর স্থান হইয়াছে । কামখ্যায় অবস্থা যাত্রি যাত্রা করে এবং অনির্দমনীয় ক্রোধাচরণ অদৃষ্টান করিয়া থাকে । এই তীর্থ বিষয়ে বিবিধ অলিক উপাশ্য কথিত হয় । কোন কোন বিচক্ষণ কহেন, যে তথাকার যোগীগণ নার্যাবিদ্যায় অতিশয় সুপণ্ডিত, তাহার সান্নিধ্য অনন্ত-প্রিয়া ; ব্যক্তির তথায় গমন করিলে তাহার মন্ত্র বলে তাহাদিগকে মেধাকৃতি করিয়া রাখে এবং স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে দেয় না ; কোন কোন নির্দোষ বিজ্ঞান নন্তক ঘূর্ণায়মান পুঙ্খক কহেন, যে ব্যক্তির তথায় অসংখ্য মন্ত্র উপার্জন করে এবং অবসর ক্রমে এক মুহূর্ত্ত মধ্যে মন্ত্র বলে বক্রোপরি উচিয়া স্বদেশে উপস্থিত হয় । এ সমুদয় অলিক, পরন্তু নিতান্ত অলিক নহে, ইহার ভাবার্থ আছে ; লোকেরা ইহার প্রকৃত ভাব না বুঝিয়া মহাক্ষ ইয় । ইহার প্রকৃত অর্থ এই, যে তথাকার কামিনীগণ অনির্দমনীয় রমণীয়া, যদ্বারা তাহার পুমানদিগের মনহারিণী হইতে সমর্থ হয়, বিশেষতঃ তথায় অভ্যন্ত পুরুষ থাকিতে এবং রমণীরা স্বভাবতঃ অধিক কামাষিতা হইবাতে কামানল নির্দোষ যাত্রিদিগকে অলিঙ্গনেচ্ছকা হয় এবং তাহাদিগের নোহিত করিতে বর্ণনাতীত সৌজন্যতা, সারল্যতা, ভক্তি, চাতুরী, প্রকাশ করে । একে রূপসী, তাহাতে এবম্ব্যকার ভক্তি ভাব প্রকাশ, ইহাতে কোন পুরুষ না মোহিত হয়েন, ইহাতে যাত্রিরা মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগের সহবাসে বাবজীবন অবস্থিতি করিতে বাধ্য হয় । যাহাকে মুগ্ধ করিয়া ইহ সংসারে স্ত্রী, পুত্র, পরিজনাদি হইতে বঞ্চিত করিল, তাহাকে মেধাকৃতি করিয়া রাখিল বাতীত অন্য কি বলা যাইতে পারে । অতএব মেধাকৃতির ভাব এই ; প্রকৃত

মেষাকৃতি করা ইহারা প্রকৃত ভাৎপর্য্য নহে, বৃক্ষ অবলম্বনে পলায়ন, ইহার ভাব এই, যে অন্তরাত্মীয় ব্যাথাব হইতে মুক্ত হইতে ব্যক্তির। এমতপ্রকার অসম্ভব উপহাস রচনা করিয়াছে। কামরূপ সম্বলিত বিবিধ অসম্ভব বিবরণ বর্ণিত হয় যে সমুদয় বিস্তীর্ণ না করিয়া হিন্দু জাতীয়দিগের ধর্ম্ম বিবরণ এ স্থলে সমাপন করা হউক। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, ব্যাভীত পূর্বকালে সূর্য্য, বায়ু, ইন্দ্র, প্রভৃতির বহু উপাসক ছিল, কিন্তু সত্যধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে সে সমুদয় ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কেবল বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, এই উপাসক ত্রয়ের অধিক প্রাদুর্ভাব।

হিন্দুরা অতি পরিমিতব্যয়ী। ইহাদিগের ব্যয় ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতির অপেক্ষা অল্প, সময় বিশেষে ইহারা অনর্থ অপরিমিত ব্যয় করেন এবং তাহা অপরিমিত হইয়াও লোকের তাদৃশী উপকার হয় না, পুণ্য সঞ্চয়ও হয় না, তদ্বারা শুদ্ধ আনন্দ প্রমোদ জন্ম করা হয়। কিন্তু সেই অর্থ দেশহিতার্থে অর্পণ করিলে (তাহা বিদ্যা বিষয়েই হউক, দাতব্য বিষয়েই হউক) অপরিয়াপ্ত, বর্ণনাভীত, ফল দর্শিতে পারে। ইউরোপীয়েরা এতৎ বিষয়ে একেবারে বিরত বলা যাইতে পারে না, তাহাদিগের অপব্যয় আছে, কিন্তু তাহা অত্যল্প। তথাপি হিন্দুরা সামাজিক বিষয়ে অতি পরিমিত ব্যয়ী, ইহাদিগের পরিচ্ছদ ও আহাৰ অতি সুলভ, এতদ্দ্বিষয়ে তাহারা পারসীদিগের ন্যায় অন্যায় ব্যয় করেন না। বারাগশী, অযোধ্যা, নেপাল, নাগপুর, ইত্যাদি দেশবাসীরা রুটী ও দাল দ্বারা স্বচ্ছন্দরূপে জীবন রক্ষা করে এবং মোটা বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া থাকে। তাহাদিগের শয্যাও সামান্য। সমস্ত ক্ষত্রীয়েয় একরূপ ব্যবহার, তাহারা জীব হত্যায় আশ্চর্য্য বিরত, মৎস্য পর্য্যন্ত আহাৰ করেন না। ওসওয়ালদিগের চরিত্র একরূপ যে তাহারা জীব নাশাশঙ্কায় অবগাহন পর্য্যন্ত করেন না। ক্ষত্রীয়েরা স্বাভাবিক উগ্র-প্রকৃতি, অতএব শীঘ্র তরবারি হস্তে করে, কিন্তু তাহারা বঙ্গদেশীয়দিগের ন্যায় কদাচারী নহে, তাহাদিগের চরিত্র অশব্দ নহে। দেব দেবীর মহোৎসব এবং বিবাহ তাহাদিগের প্রধান উৎসব। দেবদেবীর মহোৎসব, বিশেষতঃ বিবাহ কালীন তাহারা বিপুল অর্থ ব্যয় করে। একমাত্র বিবাহে লক্ষলক্ষ মুদ্রা নষ্ট হয়।

অনেক ইংলণ্ডীয় ইতিহাসবেত্তা হিন্দুদিগের চরিত্র নানা প্রকারে বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু অনেকেই স্বজাতীয় নহত্ব রক্ষণার্থ ন্যায় বিরুদ্ধে গমন করিয়াছেন দেখা যায়। মেং ওয়ার্ড হিন্দুদিগের দুই এক মাত্র সজ্জন প্রদর্শন করিয়া সমস্ত গ্রন্থ কেবল হিন্দুদিগের অবৈধ ধর্মে এবং স্থলে স্থলে অন্যায় নিন্দায় পরিপূরিত করিয়াছেন। তিনি ঐক্যধর্মে

প্রমত্ত হইয়া সদস্য বিবেচনা ব্যতীত হিন্দুদিগের অনেক সদাচারকে কদাচার করিয়াছেন। হিন্দু মহিলার সতীত্ব তিনি যে কলঙ্ক দিয়াছেন তাহা আমরা কোন মতে সহ্য করিতে পারি না—ক্ষমা করিতে পারি না। তিনি সাধারণ ক্ষত্রদিগের চরিত্র বর্ণন স্থলে বহু দেশীয়দিগের চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন, ভারতবর্ষের পশ্চিমস্থ ক্ষত্রদিগের বীতি, চরিত্র, যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাহাতে তিনি ভ্রমক্ষেপও করেন নাই। এই দুই ভিন্ন ব্যক্তিত্বদিগের ভিন্ন ভিন্ন রীতি, চরিত্র বর্ণন করা তাঁহার নিত্য উচিত ছিল। তিনি কহিয়াছেন, যে ইউরোপীয় কামিনীগণ প্রকাশ্য থাকিয়াও সতী-সাধা, কিন্তু হিন্দুদিগের কামিনী সৰ্বদা গুপ্তভাবে থাকিয়া বিখ্যাত অসতী হইয়াছে * এতদ্বিধে অনেক হিন্দু সাতিশয় পরিতাপ্ত হইয়াছেন। ইংরাজ একু জানিবেন, ইহা সমুদয় বিপরিত বর্ণন হইয়াছে। তিনি যে হিন্দুদিগের অসংখ্য প্রকাশ্য ব্যক্তির বীতিগণ বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সত্য হইলেও তাহাদিগের সতীত্ব ব্যক্তির সহিত তুল্য হইতে পারে না। হিন্দুদিগের চরিত্র যেকোন লোকাবস্থিত হউক, তথাপি তাহাদিগের দেশে Ma-h, ball and supper অপ্ৰকাশিত আছে। ইংলণ্ডে এই সকল দ্বারা যে কত “বোম্‌বটের ভিতর খেমটা” হইয়াছে বলা যায় না। কলিকাতা বাসিন্দা কি ডাংবেলিগের নাম বিস্মৃত হইয়াছেন। আর বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষের অধিকাংশ বারাক-নাবা প্রকাশ্য আছে, কিন্তু ইংরাজদিগের রমণীগণের মধ্যে কাহাকে প্রকাশ্য, কাহাকে অপ্ৰকাশ্য বলিব। তাহারা কি সন্মানবাহু সমান? ওয়াড এক স্থলে কহিয়াছেন;—“কৃতজ্ঞতা” বোধ হয় হিন্দুদিগের ধর্মের মধ্যে গণনীয় নয়, এবং অসীম উপকারে কদাচিত্ত সামান্য কৃতজ্ঞতা

* মেং মিল, ওয়াডের গ্রন্থ হইতে এক স্থল গ্রহণ করিয়াছেন যদ্ব্যক্টে হিন্দু সতীভূত হইবেন। আমরা তাহা গাঙ্ক প্রক্ষেপ করিবার জন্য উদ্ধার করিলাম।—

* * * * “ইহাবলা বগ্‌স্ট, যে বিবাহ কালীক আশ্চর্য পালন হিন্দুদিগের মধ্যে প্রায় অজানিত, উভয় জাতির” (ক্ষীপ্তঃ) “সদস্য প্রায় পশুদিগের ন্যায়।”

ওয়াডের অভিনব বায়ুগুস্ত অতিপ্রায় আমরা স্বয়ং বিনষ্ট করিব না। তাহার স্বদেশীয়ের মতের দ্বারা তাহা ধ্বংস করিলে অতি প্রামাণ্য হয়, অতএব উইলসনের সংহারক দূতকে প্রকাশ্য করি।

“যদিও মেং ওয়াডের উদ্ধৃত সিদ্ধান্ত অতিসরুপে বর্ণিত, তথাপি ইহা দৃঢ়রূপে বক্তব্য, যে হিন্দু মহিলাগণ এতরূপ আচরণে নিত্য পলায়নশীল অগিচ বহু সহস্র সমস্তের ব্যক্তিত্ব লণ্ডন ও পেরিসের সহিত তুল্য নয়; এবং পল্লিতে সতীত্ব ধর্মের হীনতা প্রায় অজানিত হইয়াছে।” Wilson's comment.—Mill's India vol. I. P. 486.

প্রকাশ হয়। ওয়ার্ড, কি অগ্রহইয়াছিলেন? হিন্দুরা বোধ করি কখন তদীয় বর্ণনামুযায়িক কৃতস্থ ছিল না।

ওয়ার্ড অপর স্থলে লেখেন:—“উৎকৃষ্ট সময়ে তাহাদিগের চরিত্র বথার্থতঃ সুন্দর; এবং অনুমান হয় তাহাদিগকে পৃথিবীস্থ অসুখাধিকারক জাতির মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে; তথাপি ইহাও সত্য, যে জনেক হিন্দু যখন অনুমান করেন যে, তিনি ধনে, কিসা পরাক্রমে, বিজ্ঞাতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তখন তিনি পৃথিবীতে অত্যন্ত গর্বী হইলেন।”

ইহা প্রকৃত বটে, কিন্তু ইহা বঙ্গদেশীয়দিগের প্রতি অধিক ব্যবহার্য।

ওয়ার্ড অন্যত্র লিখিয়াছেন, হিন্দুরা অত্যন্ত কপটী এবং শপথবাদী, অতাল্প অর্থের প্রয়াসে এক ব্যক্তি বিচারালয়ে অন্যায়সে শপথ করিতে প্রস্তুত।

এ বঙ্গদেশীয়দিগের চরিত্র; পাশ্চিমের লোকদিগের এক্ষণ আচার কচিৎ দ্রষ্ট হয়। যে ওয়ার্ড হিন্দুদিগের চরিত্র এবস্ত্রকারে প্রদর্শন করিয়া অংশেবে কহিয়াছেন:—

‘সর্বসাধারণে’ খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম গ্রহণ করণ ইহার শক্তি অতর্কিত হউক, এবং ইহার উপদেশ মান্য করা হউক, পৃথিবীর অন্য ভাগ পর্যন্ত যুদ্ধ নিবারণ হইবে—অজ্ঞানতা এবং অবৈধ ধর্ম দূরীভূত হইবে—অবিচার এবং অত্যাচার স্থানান্তর হইবে—কারাগার স্থান, ও যাসীকাঠ অপ্রয়োজনীয় হইবে—অন্তর্গত ধর্ম হইতে নির্মল নীতি চতুর্দিকে সুখ বিস্তার করিবে এবং পৃথিবী স্বর্গের পথ হইবে।’

জানর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ না করিয়া শুদ্ধ পৌরাণিক ধর্মাবলম্বীদিগের সংখ্যা গণনা করিলে দেখিব, যে তাহাদিগের সংখ্যা খ্রীষ্টীয়ানদিগের অপেক্ষা অল্প। কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম গ্রহণকর্তার মতে এমত উৎকৃষ্ট এবং এমত উৎকৃষ্ট কলপ্রদ হইয়াও কি বর্ণনামুযায়িক ফলোৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে? ইংলণ্ডে কি কখন বিগ্রহ হয় না? রোমে কি কখন অজ্ঞানতা ও অবৈধ ধর্ম প্রচলিত নাই?

অবিচার, অত্যাচার, কারাগার ও স্থান্যকি খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে বর্তমান নাই? মান্যের গ্রহণকার! ভোগরা কি এত সুখী? হিন্দু ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে কি এক জনও কার্যাক্ষম, সচ্চরিত্র, সুখী, হইলেন নাই? তাহারি হিন্দুশাস্ত্রে অনিচ্ছ অর্থায় ওয়ার্ডের অভিপ্রেত খ্রীষ্টীয়ানেরা কি কার্যাক্ষম এবং সুখী? * হিন্দুরা কি সুখের লেশ নাত

* “The Hindooism has never made a single votary useful, more

অংশ প্রাপ্ত হয়েন নাই? হিন্দুদিগের চরিত্র বিষয়ে ওয়ার্ডের একুপ অতিপ্রায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

হিন্দুদিগের চরিত্র—মনুষ্য কি নিমিত্ত অন্য জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে—মানব প্রকৃতির অসম্ভাবনীয় বাক্শক্তি অতীব মনুষ্যেরা চিন্তাব ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তন্ত্র দ্বারা আন্তরিক ভাব প্রকাশ করিত—চিন্তার ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গির বিষয়ে বেয়ার সাহেবের মত—শিক্র, নিশর ও মেবসিকা দেশীয় চন্দ্রকান্ত কামা—সংস্কৃত ভাষা—তুপালদিগের দ্বারা ভাষা উন্নতি—কবিতা—অন ভ্যাবহায় কবিতার বিশেষ প্রাদুর্ভাব—এতদ্বিষয়ে যেকুলি সাহেবের মত—সেক্-মপিয়র—যদিও সংস্কৃত ভাষার প্রায় তাবৎ গ্রন্থ কবিতা ছন্দে নিবদ্ধিত তথাপি গ্রন্থ বিশেষ দর্শন শাস্ত্রাদির মধ্যে পরিগণিত—দর্শন শাস্ত্রাদিতে নানা অলিঙ্গ বর্ণন আছে—ভূগোল ও ইতিহাস অপরিগণ্য বর্ণনঃ তাহাতে অনন্তর, অলিঙ্গ বর্ণিত আছে—জ্যোতিষ—চন্দ্র সূর্যাদির গ্রহণ নিরূপণ ও তৎসংক্রিয় বসন্তের নির্ণয়—বসন্তের—দর্শন ও অঙ্গ—শাস্ত্র পৃথিবীর আবহণ শক্তি—কাল্য এবং প্রধান কার্য রচক—ন্যায় দর্শন—গৌতম দুই আত্মা নির্ধারণিত করেন—পদার্থ বিদ্যা—অঙ্গ ও বীজগণিত—শাস্ত্র—স্বত্বপূর্ণ—উদয়চাৰ্য্য—লীলাবতী—নীতি শাস্ত্র—শিল্প বিদ্যা—শাস্ত্রবিদ্যা—যুদ্ধের ব্যবস্থা এবং যুদ্ধাঙ্গ।

ভারতবর্ষের ইতিহাসবেত্তাদিগের মধ্যে মেং গিলিগ, সাধা-রও হিন্দুদিগের চরিত্র সুস্পষ্ট ও উত্তমরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন? তথাপি দর্শন, ব্যবহার, বিদ্যা, সংগীত, বঙ্গদেশীয়দিগের মধ্যে পরস্পর কথোপকথন, লিপি লিখিবার রীতি পর্য্যন্ত, মেং ওয়ার্ড বিস্তার বর্ণনে ক্রটি করেন নাই। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষের পশ্চিমের ও মধ্যস্থলবাসী-দিগের চরিত্রাদি বর্ণন করণে বিম্বৃত হইয়াছেন বোধ হয়।

মেং মার্সমেন, ওয়ার্ডের ন্যায় মন্ত হইয়া এক স্থলে লেখেন, অতি দীর্ঘায়ু হইলেও মনুষ্য প্রায় এক শত বর্ষের উর্দ্ধ জীবিত থাকে না, কিন্তু হিন্দুদিগের অমূলক ইতিহাসে দশ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত মনুষ্যের জীবন স্থায়িত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যদিও হিন্দুরা এতদ্বিষয় অতিরিক্ত বর্ণন করিয়াছেন, তথাপি 'বাইবেল' গ্রন্থ করিলে মার্সমেনের মত সুসিদ্ধ হইতে পারে না। খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম পুস্তকের মতে আদম ৯৩০ বর্ষের উর্দ্ধ জীবিত

moral, or more happy, than he would have been, if he had never known a single dogma of the shastra."

ছিলেন এবং লুক, প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি কেহ ১০০ কেহ ৮০০ কেহ ৭০০ বর্ষ জীবিতমান ছিলেন। 'মেং মার্সেনে' এতদ্বিষয়ে কি নিস্পত্তি করেন? তিনি কি বাইবেল গ্রাহ্য করেন না? * ইংলণ্ডের প্রথম চার্লসের সময়ে তামস পার, নামে এক ব্যক্তি ১৫২ বর্ষ ৯ মাস জীবিত ছিল। ঐ ব্যক্তি প্রথমবারে জন্ম পরিত্রাহ করিয়া দীর্ঘকাল তথায় বাস করিত, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় জন্মভূমি বিরজ্জন পূর্বক ইংলণ্ডে আগমন করে। দেশ ত্যাগ করিয়া লণ্ডনে আসিয়া বসতি করিবাতে তাহার শীঘ্র মৃত্যু হয়, নহিলে সে ব্যক্তি আরো দীর্ঘকাল বাঁচিত; কারণ, তাহার জন্মভূমির বায়ু শারীরিক স্বাস্থ্যদায়ক ছিল এবং সে তথায় অপরিমিত আহার করিত না। কিন্তু জাঁকগকীয় লণ্ডনে আসিয়া তাহার আহার অপরিমিত হইল, মদ্য মাংসাদি অধিক পরিমাণে আহার করিতে লাগিল, অতএব অকালে তদীয় কাল নিকটবর্তী হইল। ঐ ব্যক্তি ১২০ বৎসরে এক বিধবার পানিগ্রহণ করে। † পরন্তু হিন্দুরা অতিরিক্ত বর্ণন করিয়াছেন আমরা অবশ্য কহিব, তথাপি প্রাচীন কালীন ব্যক্তির ১০০০ বর্ষ জীবিত থাকিত ইহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। কালক্রমে ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিদিগের জীবনের পরিমাণ হ্রাস হইতেছে, কিয়ৎকাল হইল আমরা ১০০ বর্ষীয় ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে কেহ প্রায় ৬০ বর্ষের উর্দ্ধ বর্তমান থাকেন না।

কি নিমিত্ত মনুষ্য অগণ্য জীবাশ্মে পরিণত হইয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই মুক্ত কণ্ঠে কহিবেন, জ্ঞান প্রযুক্ত; জ্ঞানই মনুষ্যের আধানের মূলধার, কিন্তু সকলে অবগত হইবেন, বাকুশক্তি-সম্পন্ন না হইলে মনুষ্য অরণ্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারিতেন না।

* মার্সেনের মতের ঠিক নাই, তিনি বিহু সরবে ইতিহাসে আবার বিপরীত মত দিয়াছেন, বাইবেলের অভিপ্রায় বক্ষণ ঐ মতের তাৎপৰ্য।

"To assist the increase of population human life was lengthened to the verge of a thousand years."—Brief survey Hist.

† Clarke's "Popular display of the Wonders of Nature."—Watkin's "Biographical Dictionary."

ইংলণ্ডের চার্লস দ্বিতীয়ের রাজত্ব কালীন ইংলণ্ডে হেনরি জেনকিন্স নামে এক ব্যক্তি ১৬৯ বৎসর বর্তমান ছিল। সে ব্যক্তি ইয়ার্কসহরে জন্ম গ্রহণ করে যৎকালে ইংলণ্ডের কোডন রণক্ষেত্রে স্ট্রালাভিগের সহিত যুদ্ধ করেন তৎকালে জেনকিন্স প্রায় একাদশ বর্ষীয় ছিল এবং অষ্টম হেনরি তৎকালে ইংলণ্ডাধিপতি ছিলেন। জেনকিন্স ইংলণ্ডের সপ্ত জন রাজবংশীয়কে এবং এক "রাজ্য রক্ষককে" (Cromwell) রাজত্ব করিতে দেখিয়াছিল। ঐ।

ভারতবর্ষের হাতহাস

সেই জ্যোতিষ্ময়, জ্ঞান-স্বরূপ, বিশ্বপতি আবর্তীয় জীবনিকর অপেক্ষা মানবনিকরকে প্রধান পদাতিবিন্ত করণাশয়ে তাহাদিগের হৃদয়-ক্ষেত্রে বাকশক্তি-রূপ বীজ রোপণ করিলেন। মনুষ্য যৎ সহ-কারে জ্ঞান বুদ্ধি ও বিদ্যা বৃদ্ধি করিয়া জগৎগুলোর অধিপতি-স্বরূপ হইলেন। পরন্তু সৃষ্টির আদি কালে মনুষ্য ও পশুতে আকার মাত্র ভিন্ন ছিল, বাকশক্তির অভাবে তাহারা জড়নতি হইয়া ইতস্ততঃ অরণ্যে অরণ্যে পবিভ্রমণ করিত এবং বন্য পশুর ন্যায় শিকার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া নিদ্রা, ভয়, নৈমথুনে বেষ্টিত থাকিত, অন্য কোন উৎকৃষ্ট কাব্য সাধন করিত না। তখন তাহাদিগের প্রয়োজন অত্যল্প ছিল, জীবিকা সাধন তাহাদিগের এক মাত্র নিষ্পাদ্য কর্ম ছিল, এবং কেবল তাহারি জন্য তাহারা কথঞ্চিৎ আশ্রয় ও বাগ্নতা প্রকাশ করিত। প্রয়োজন অত্যল্প হেতু তাহাদিগের ভাষা বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল না এবং ঐচ্ছন্যী উৎকৃষ্ট বাকশক্তিও তৎকালে আবশ্যক বোধ হইত না। কিন্তু কালক্রমে সে ভাব পরিবর্ত হইল এবং মনুষ্যেরা বাকশক্তি বৃদ্ধি বিধেয় জ্ঞান করিল। কিন্তু বাক্য প্রকাশ করা শ্রমাতীত বোধ হইবাতে মনুষ্যগণ তজ্জন্য সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতে লাগিল, তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে তাহারা চিৎকার ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গির দ্বারায় প্রাণ্ডরিক ভাব প্রকাশ করিতে এক উপায় পাইল। দেয়র সাহেব কহিয়াছেন, যে অসভ্য কালী-ব্যক্তির পরস্পর কেবল অঙ্গ নির্দেশ ও চিৎকার সহকারে অন্যকে আশ্রয় অভিপ্রায় জ্ঞাত করাইত; কোন ব্যক্তি কোন স্থানে বিপদে পতিত হইলে এবং সে সেই স্থানে অপরকে যাইতে দেখিলে তাহাকে নিবারণ কবণাতিপ্রায়ে ভয়াবহ চিৎকার ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্দেশ করিত; যেননন্তুই জন বিজাতীয় কোন অনাশ্রিত দীপে অকস্মাৎ পতিত হইলে অপরের ভাষায় অনতিজ্ঞ হেতু যেরূপ ব্যবহার করে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্দেশ ও ভ্রতঙ্গি সাগন্য ক্ষমতা নয়, এতদ্বারা মনুষ্য অনারামে যুক্ত হইতে পারে, পূর্বকালে রোম দেশীয়েরা ইহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং নাট্য ক্রীড়াতে তাহারা বাদ্যবাদ না করিয়া অঙ্গ নির্দেশ ও ভাব-ভঙ্গি প্রকাশ করিত, তাহাতে কখন কখন শ্রোতার বাদ্যবাদ শ্রবণ অপেক্ষা শ্রীত হইত এবং অঙ্গ পূর্ণনয়নে তাহা দর্শন করিত *। তৎপরে মনুষ্যেরা পদার্থের গুণানুযায়ীক নামকরণ করিতে লাগিল এবং ভাষা উন্নতি করিতে সচেষ্ট হইল। ভাষা তৎকালে পরিপক্ব ছিল না অসভ্য মানবশ্রেণী অতি সামান্য উপায় দ্বারা তাহা স্তুতি করিলেক

* Blair's "Lecture"—on the 'Rise and progress of Language.'

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

পল্লভিদিগের ভাষা অতি আশ্চর্য্য, তাহারা নানা চিত্রিত দড়ির দ্বারা লেখনি বিভিন্নরূপে কার্য সম্পাদন করিত এবং উহাতে নীতি বোধিত ; গীতি, চিত্র বিশেষ দ্বারা বাক্য বিশেষ বিভিন্ন হইত। মিশর দেশীয়দিগের ভাষা অন্য রূপ ছিল, তাহারা অবর্তমান ও অস্থশা পদার্থ পরস্পর জ্ঞাত হওনার্থ 'ইইরোনি' কল্প নামে ভাষা রচনা করে। অন্যান্য অসভ্য জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ভাষা বিন্যাসিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে মেক্সিকা নামক দেশীয়েরা চিত্র সহকারে লেখনি কার্য সম্পাদন করিত। কোন বিবরণ বর্ণন করিতে হইলে যথা দৃষ্টান্ত—যদ্যপি ধর্ম্মের পুরস্কার বর্ণন করিতে হইত তাহা হইলে তাহারা কঙ্ক পুতলিকা চিত্র করিয়া একটিকে ধার্মিক নিরূপণ করিত এবং সমস্ত পুতলিকার একরূপ ভাব করিত, যে তাহারা ঐ ধার্মিককে সমাদর করিতেছে। তাহারা ঐ পুতলিকা সমস্তের মধ্যে একটিকে পরমেশ্বর করিয়া তাঁহার একরূপ ভাব করিত যে তিনি ধার্মিককে পুরস্কার দিতেছেন ও নানা স্থখে ভূষিত করিতেছেন। হিন্দুদিগের সংস্কৃত ভাষা অসম্ভাবস্থায় একরূপ থাকিবার অসম্ভব নহে, সময়ানুসারে তাহারা ক্রমে ক্রমে তাহা বৃদ্ধিশীল করে। সংস্কৃত ভাষা অত্যন্তকুট এবং অন্য সমস্ত ভাষা অপেক্ষা সুপ্রাচ্য; এখানে অবশেষে নীতিশয় পুঙ্খিত হয়। সুধিগণ এই ভাষা বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দৈর্ঘ্য-রূপে বিস্তারিত করিয়াছিলেন। তাহারা যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার অধিকাংশই উত্তম, কিন্তু সে সকল কবিতা ছন্দে নিবদ্ধিত ; সংস্কৃত ভাষায় অত্যন্ত গদ্য গ্রন্থ পাওয়া যায়। হিন্দু ভূপালের স্বদেশীয় ভাষা উন্নতির জন্য যথা-সাধ্য আয়াস প্রকাশ করিতেন, যদ্বারা পণ্ডিতেরা তদনুশীলনে সযত্নবান হইতেন। তাহারা পণ্ডিতদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিতেন ; তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ একরূপ উৎসুক ছিলেন, যে কেহ সুতন কবিতা রচনা করিয়া শুনাইলে তিনি বিলক্ষণ পুরস্কৃত হইতেন। কিন্তু ভূপালেরা কোন কালে বিদ্যালয় স্থাপন করেন নাই, এতদ্দেশে কোন কালেই বর্তমানের ন্যায় বিদ্যাগার ছিল না। টোলেডেই বিদ্যোপার্জন হইত। সুপ্রতিরা টোলস্থাপকদিগকে অর্থ দিয়া উৎসাহিত করিতেন, যদ্বারা সংস্কৃত ভাষা বিস্তারিত বৃদ্ধি হইয়াছিল। আর্থোপের বিষয় এই, যে ইহা আর ভবিষ্যত বৃদ্ধি হইবে না। সংস্কৃত ভাষায় একরূপ কবি জন্মিয়াছিলেন, যে তাহাদিগের সমস্তই পাওয়া হইক, সমগ্রই বলিতে পারি, কবিতা কোন প্রদেশে এত উন্নত হয় নাই। সংস্কৃত ভাষায় আর ভাষায় গ্রন্থই কবিতা ছন্দে নিবদ্ধিত। কবিতা পুরাকালেই উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে, তৎকালে কবিতা মনোহর লিখিতে পারেন,

অন্য সময়ে তরুণ হওয়া অতি কঠিন। গ্রীশ, রোমদেশীয় কবিদিগকে নিরীক্ষণ কর, জানিতে পারিবে পূর্বকালে কবিতার কিরূপ প্রাদুর্ভাব ছিল। কবিতার জন্মদাতা হোমরের প্রতি একবার নয়ন নিক্ষেপ কর জানিতে পারিবে পৃথিবীর অসভ্য অবস্থায় কীদৃশী আশ্চর্যরূপে তিনি ইলিয়েড অভিনি রচনা করিয়াছেন। সভ্যাবস্থায় মনুষ্যেরা অন্যান্য শাস্ত্র শাখা বিস্তীর্ণ করিতে পারেন, শারীরিক রক্তের চলাচলের বিষয় ব্যবস্থা করিতে পারেন, তড়িৎ সংযোজিত বাতীরাহ যন্ত্র দ্বারা বস্তুসমূহ উপকার উদ্ভব করণে শক্তি হন। কিন্তু কবিতার শাখা বর্জনান করা, নূতন কবিতা সৃষ্টিকরা অতীব দুষ্কর। সভ্যাবস্থার অপেক্ষা অসভ্যাবস্থায় কবিতা সুরচিত হইতে পারে এতদ্বিষয়ে মহাত্মা মেকলি মিল্টনের জীবন-চরিতে চমৎকার বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার মতে কেবল এক কবি সভ্যাবস্থায় সুচারুরূপে রচনা করিয়াছেন। তিনি কে? জন্ম মিল্টন। মেকলি লেখেন, উৎকৃষ্ট বিদ্যাপার্জন দ্বারা সু কবি হওয়া যাইতে পারে না, বরঞ্চ তাহা প্রতিবন্ধক*। কিন্তু মিল্টন অসীম বিদ্যাবস্তু হইয়া, সভ্য দেশে জন্মিয়া, কি চমৎকার লিখিয়াছেন। এ অতি আশ্চর্য্য এবং ভূয়োদৃশ্যঃ প্রশংসার যোগ্য। তাঁহার অসাধারণ কবিতা-শক্তি ও মেধা ছিল। বস্তু আর এক কবি জন্মিয়াছিলেন যং সদৃশী কালিদাস ভিন্ন দেখা যায় না। সেকুপিয়ার ইংলণ্ডের প্রধান সভ্য কালে, প্রধান সৌভাগ্য কালে উৎপন্ন হইয়া নাটক রচনা করেন। সভ্যাবস্থা যেমত তদীয় প্রতিবন্ধক ছিল, তেমন তিনি তাহাশী বিদ্যা সম্পন্ন না হই-বাতে সে প্রতিবন্ধক আর প্রতিবন্ধক হইল না। সভ্য কালে ইংলণ্ডে বা অন্য প্রদেশে কি বিখ্যাত ও উত্তম কবি উৎপন্ন হন নাই? হইয়া-ছিলেন এবং কেহ কেহ বিদ্যায় মিল্টনের অপেক্ষা প্রধান ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা মিল্টনের ন্যায় কবি ছিলেন না, অদ্যাপিও হইতে পারেন নাই। সে যাহা হউক, যদিও সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ কবিতা ছন্দে নিবদ্ধিত, তথাপি সে সকলকে সুদ্ধ 'কাব্য' বলা যায় না। গ্রন্থ বিশেষ দর্শন শাস্ত্র, পদার্থ বিদ্যা, ধর্ম শাস্ত্র ও ইতিহাস মধ্যে পরিগণিত। পৃথিবী, নক্ষত্র, গ্রহাদি, তথা মানব প্রকৃতি সংজ্ঞাস্থ আবিষ্কার, নব শাখা প্রশাখা বিস্তার, সংস্কৃতজেরা বিস্তার করণে ক্রটি করেন নাই। যে আবিষ্কৃত পদার্থসকল পিথোগোরাস্ এবং কনফিউসিয়াস্ উদ্ধৃত করিয়া লজ্জিত হইয়া নাই।

* "Horace says, 'The poet is born a poet, and cannot be made so by the ingenuity of art: and this seems to be true.'—Godwin's 'Thought on Man.'

নীতি, কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায়দর্শন, জ্যোতিষ, ইত্যাদি শাস্ত্র, মহা ক্রশঃ-সোপযোগ্য এবং নিত্যন্ত অগ্রগত নহে। এসময়ে নানাবিধ অনায়াস ও অলিক বর্ণনা আছে এবং সে সমস্ত সংশোধিত ও নিরাকৃত হইত যদিপি হিন্দুরা দেশ ভ্রমণ করিতেন—বিজাতীয় ভাষা অধ্যয়ন করিতেন ; করিলে নব, নব, পদার্থ প্রকাশ, তদ্বারা দর্শনাদি শাস্ত্রের বৃদ্ধিকরিতে সমর্থ হইতেন। দেশ ভ্রমণঅভাবে তাঁহারা ভূগোল শাস্ত্র সম্বন্ধীয় ভাবৎ বিষয় অজ্ঞাত হইবাতে ইতিহাস * বৃদ্ধি করণে অপারগ হইয়াছিলেন। ভূগোল ও ইতিহাস শাস্ত্র বিষয়ে সংস্কৃতজ্ঞেরা তিমির-কুপো পতিত হইয়াছিলেন এবং এতদ্ব্যতীত বর্জমান করিতে পারেন নাই। এই দুই প্রধান শাস্ত্র সম্বন্ধীয় দুই এক যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায় নতুবা অন্য সমস্ত অলিক ও তিমিরাকীর্ণ। যথা : পৃথিবী সপ' মন্তকে অবস্থান করিতেছে, ইহা স্তম্ভের পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। দেব, দৈত্য, যুদ্ধ ; রাবণ, কুম্ভকর্ণের অস্ত্রব শৌৰ্য্য প্রকাশ, কুম্ভকর্ণের শরীর আশ্চর্য্যরূপে বর্ণন ইত্যাদি। মহা-ভারতাদি গ্রন্থ পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইবে, যে কেহ কেহ হরকিউলিজের অপেক্ষা শক্তিমান ছিল, কেহবা স্যুয়িসের লিলিপট দেশীয় লোকদিগের অপেক্ষা ক্ষুদ্র, অথবা হরকিউলিজ বা এটলাস পর্বতের অপেক্ষা দীর্ঘাকার ছিল ; কাহাকে সফেটিসের অপেক্ষা 'সহিষ্ণু' দেখিবে ; কোন পশু পক্ষিকে হোইম্ব্রন ঘোটকের অপেক্ষা জ্ঞান-সম্পন্ন দেখিতে পাইবে : কোন রাজা মারকস্ আরেলিয়স্ বা এলফ্রেডোপেক্ষা প্রজাবৎসল, ধর্ম্মানুষ্ঠানী, ছিলেন এবং কাহাকে বা নিরো, বা জনের অপেক্ষা অত্যাচারী দেখা যায় ; কেহ বা ইউলিশিস, বা সাইননের অপেক্ষা চতুর ছিল। হিন্দুদিগের ইতিহাস এতদ্ব্যতীত অলৌকিক। পরন্তু বর্তমানের প্রকার অমূলক কল্পনা অনেক হাস হইয়াছে, কিন্তু তাহা কেবল কল্পিতার মধ্যে ; নতুবা অন্য স্থানে ইহা অন্যাপিও বর্জিত আছে। হিন্দুরা, যদি এখনও দেশ ভ্রমণ করিয়া, বিজাতীয় শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিয়া

* কাশ্মীরের ইতিহাস ব্যতীত হিন্দুদিগের প্রকৃত ইতিহাস নাই ;—

“যে কাশ্মীরী ব্যতীত কোন হিন্দু জাতি আমাদের নিকটে তাহাদিগের প্রাচীন ভাষায় নিম্নলিখিত ইতিহাস রাখিয়া যায় নাই, আমরা বারং দুঃখিত হইব।”
—Sir William Jones.

“The history of Cashmir has been brought down by a succession of Hindoo authors, from the remotest ages to the reign of Akbar, and an account of Akbar's reign is the work of a Hindoo.”—Horace Wilson's comment, on the 2nd. vo. of Mill's India.

সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করেন এবং তাহাতে যে সকল অনিচ্ছা পদার্থ বর্ণিত আছে তাহা ইতিহাস, ভূগোল, নীতিদর্শন, শাস্ত্রাদি হইতে নিরাকরণ করিয়া অমূলক গল্প মধ্যে পরিগণন পূরঃসর দর্শনাদি শাস্ত্র বুদ্ধি করিতে চেষ্টিত হন তাহা হইলে যথেষ্ট প্রকৃত তত্ত্ব পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সে কাল হইবে এমত অনুমান হয় না, এবং নিদ্রুই হই-
যাচ্ছে যে সংস্কৃত ভাষা আর বুদ্ধি হইবে না। যদিও হিন্দুরা ইতিহাস ও ভূগোলে অনভিজ্ঞ, তথাপি তাঁহারা জ্যোতিষাদি শাস্ত্রে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। ইউরোপীয়েরা ইহাদিগের জ্যোতিষ অবজ্ঞা করিতেন, পরে জেনটিল নামা বিখ্যাত জ্যোতিষবেত্তা ভ্রমণ দ্বারা হিন্দুস্থানে আসিয়া হিন্দুদিগের জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্যক প্রকারে অবগত হইয়া সত্য-
শয় চমৎকার মানিলেন। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহাদির অবস্থানের স্থান হিন্দুরা নিরূপণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ চন্দ্র, সূর্য্যাদির গ্রহণ নিরূপণ আমা-
দিগের আশ্চর্য্য বোধ হয়, এতবিষয়ে তাঁহাদিগের অনৌকিক বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহারা জ্যোতিষ যন্ত্রাভ্যাসেও কিরূপ জ্যোতিষ বুদ্ধি করিয়াছিলেন। হিন্দু জ্যোতিষবেত্তারা সাংখ্যসর ৩৬৫ দিনে বিভাগ করিয়াছেন এতদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে, ভারতবর্ষে জ্যোতিষ শাস্ত্র বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। রোম, গ্রীশ ও মিশর দেশীয়েরা যুগান্তে সাংখ্যসর ৩৬৫ দিনে বিভাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুরা যে কত কাল পূর্বে নিরূপণ করেন তাহা নিশ্চয় নাই, অতএব তাঁহাদিগের জ্যোতিষ অতি পুরাতন বলিতে হইবে। দ্বাদশ রাশি হিন্দুরা অনেক পূর্বে নির্ধারিত করিয়া-
ছেন। ধূমকেতু বিষয়ক এবং নবগ্রহ ও ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত অঙ্ক, হিন্দু-
দিগের কর্তৃক নিশ্চিত হইয়াছে। প্রত্যুত তাঁহারা আকর্ষণ শক্তি (যাহা প্রকাশে সার আইজক্ নিউটন্, বিখ্যাত হয়েন) আবিষ্কৃত করেন, তদ্বিষয়ে অনেক প্রমাণ আছে। সার উইলিয়ম জোন্স এশিয়াটিক রিসার্চেসে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

“যে বিশ্বজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞের গ্রহ, পৃথিবী শৃংখলা, আকর্ষণ শক্তির উপর স্থাপন করে এবং সূর্য্যকে মধ্য স্থলে রাখে তাঁহার নাম যবনাস্টার্যা, তিনি যোনিয়া (Ionia) দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন আশ্রয় অবগত হই।”

কিন্তু * ছুভাগা বশতঃ সর্ব শাস্ত্রোপেক্ষা জ্যোতিষ শাস্ত্র লোপ পাই-
তেছে অত্যন্ত লোক ইহার চর্চা করেন।

কাব্যোক্তে হিন্দুরা অদ্বিতীয় ছিলেন, বাস বালুকী, অয়দেব, ভবভূতি, কালিদাস, প্রভৃতি দ্বারা ভারতবর্ষ জাজ্জ্বল্যমান হইয়াছে। মহাভারত, রামায়ণ, নীতগোবিন্দ, উত্তর রাম চরিত্র, শকুন্তলা ইত্যাদি কাব্য সকল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুরা ন্যায়দর্শন শাস্ত্রে নিতান্ত অপণ্ডিত নহেন এবং গৌতমের পাণ্ডিত্য এতদ্বিষয়ে যথেষ্ট প্রকাশমান হইয়াছে। গৌতমের মতে মনুষ্যের দুইটি আত্মা আছে, তন্মধ্যে একটি অতি শুদ্ধ ও পুণ্যময়, তাহা অবিনাশি এবং কোনমতে বিভাগ ও নিগ্রহ করা যাইতে পারে না। অপর আত্মা, অতি কদাচারী ইহা আশাদিগকে ষড়ঋপুর বশবর্তী করিয়া নানা কুকাৰ্য্যে নিরত করে এবং ইহাই জন্মের নিকটে শাস্তি পায়। এ নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে, কারণ পরমাত্মা, (স্বাহার দ্বারা আমরা জীবন-বায়ু প্রক্ষেপ করি) পরমেশ্বরের অংশ বলিলেও বলা যায় এবং তাহা পরমেশ্বরের অংশ বলিয়া কদাচ নিপীড়িত হইতে পারে না, প্রত্যুত সুরক্ষা ব্যতীত মনকে নিকৃষ্ট কর্মে প্রবৃত্ত করিতে পারে না। অন্য বিনাশি আত্মা, অবশ্য দণ্ড প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আত্মার বিষয় সম্পূর্ণরূপে নির্মাণ্য করা অতীব কঠিনকর। পিথোগোরাস সফ্রেটিস ও অন্যান্য ইউরোপীয়, তথা গৌতম প্রভৃতি ভাস্করদেহীয় পাণ্ডিতেরা এতদ্বিষয়ে নানা প্রকার মত প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু কোনটী যথার্থ, কোনটী বা অযথার্থ ইহা স্থিরিকরণ করা দুর্লভ। ফলতঃ আত্মা যে অমর এ সর্ব-সিদ্ধান্ত, ইহাতে কোন আপত্তি নাই।

হিন্দুরা পদার্থ বিদ্যার প্রতি তাৎক্ষণিক মনোযোগ করেন নাই, তাঁহারা মানব প্রকৃতির বিষয় তাৎক্ষণিক জ্ঞাত ছিলেন না। কিন্তু তাহারা অল্পকাল বীজগণিত শাস্ত্র * বিস্তার করিয়াছিলেন। এই শাস্ত্রদ্বয় অতিশয় সুন্দর ইহার সঙ্কেতসকল অতি সুন্দর। কথিত আছে, যে ঋতুপূর্ণ রাজা দময়ন্তীর পানিগ্রহণকালকায় যাত্রা কালীন পশি মধ্যে বৃকের সমস্ত পত্র গণনা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছিলেন। উদয়াচার্য্য ও তৎ কন্যা লীলাবতী এই শাস্ত্র দ্বয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। জ্যোতিষে খনি, যেরূপ, পণ্ডিত লীলাবতী অল্প ও বীজগণিত মধ্যে তাৎক্ষণিক পণ্ডিত ছিলেন।

পণ্ডিতেরা নীতিশাস্ত্রে সাতিশয় বুদ্ধি কৌশল প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। নীতি সকল অদ্বিতীয় স্বরূপে বর্তমান আছে। নীতিশতক প্রভৃতি শতক সমস্ত ও পঞ্চরত্নম প্রভৃতি রত্নমসকল, তথা বানরযাটিকম ও বানরযাটিকম ইত্যাদি নীতিশাস্ত্র প্রধান মধ্যে গণ্য। অপিচ তত্ত্ব-জ্ঞানোৎপাদক বেদ উপনিষদাদি এবং যোগবিশিষ্ট হইয়াছে।

* অর্থাচার্য্য ও শঙ্করাচার্য্য ইহাতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

হিন্দুরা শিল্প বিদ্যায় তাদৃশী নিপুণ নহেন। যদিও চিত্র বিদ্যায় তাঁহারা পরদর্শি ছিলেন, তথাপি চিত্র-পটে মানব প্রকৃতি স্বরূপ বর্ণন করিতে পারিতেন না, স্বরূপ বর্ণন বিনিময়ে তাঁহারা রঞ্জের দ্বারা চিত্র-পট শোভিত করিতেন। ইমারত নির্মাণ বিষয়ে যদিও তাঁহারা অপটু ছিলেন না, তথাপি তাঁহাদিগের ইমারত বিজাতীয়দিগের সহিত তুল্য করিতে গেলে অতি সামান্য বোধ হইবে। ইমারতের পরিমাণ নিয়মিত ছিল না এবং আকৃতিও সুন্দর নহে। কিন্তু তাঁহারা বোপা মণ্ডিত বস্ত্রাদি, শও শাল, বনাত, মকমল, শ্রুতি অতি সুন্দররূপে প্রস্তুত করিতে পারিতেন। রেশমী বস্ত্র ভারতবর্ষে আদৌ স্তম্ভন হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হিন্দুদিগের ঐশ্বর্য—অখ্যাত্যের কৃষকদিগের দক্ষতা—কমিদারের দৌরাগ—কৃষী কর্ম—অক্ষাদি অভাবে কৃষকেরা নানাস্থায় উৎপাদন করে—সাময়িক বাতায়—‘হিন্দু স্থান’ শব্দ উৎপত্তির বিষয়—ইহার চতুঃসীমা বিভক্ত—অক, জয়, সাম অধর্ম বেদ—হিন্দু জাতি এবং বেদের গোষ্ঠীনতা হিন্দু, ভুগাল—ভুগালদিগের রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা—বিপ্রের নান বৃদ্ধি।

অশ্বদেশীয়েরা পূর্বে কালে শস্ত্র বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন সন্দেহ নাই। রণ পণ্ডিত ও রণে বিখ্যাত হওয়া রাজাদিগের এক শ্রেষ্ঠ প্রযত্ন ছিল, তাঁহারা যোদ্ধাদিগকে বিধিমতে উৎসাহসী করিতেন এবং পুত্রগণকে বালাবস্থায় রণ ক্ষেত্রে শিক্ষা দান দিতেন। শস্ত্র বিদ্যা উপার্জন, সৈন্যদিগের প্রধান সাধনীয় কর্ম ছিল, তাহারা রণেতেই জীবন নাশ করিত। তৎকালে ঢাল তরবারি, গদা, ধনুর্কাণ যুদ্ধাস্ত্র ছিল এবং অগ্নি অস্ত্র, নাগপাশাদি প্রধান অস্ত্র বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু পশ্চাৎকালে অস্ত্রসকল মথার্থ কি না আগরা সন্দেহ করি। অগ্নি অস্ত্র যদি বিশ্বাসীয় হয় তবে বোম্ব হইত হিন্দুরা বারুদ প্রস্তুত করণের প্রকরণ জানিতেন এবং বারুদের উৎপত্তি হিন্দুস্থান হইতে হইয়াছিল। কিন্তু নাগপাশ কি প্রকারে বিশ্বাস-যোগ্য হইতে পারে? সৈন্যেরা ইংরাজদিগের ন্যায় বহু রচনা করিতে সক্ষম হইত এবং যুদ্ধ কালীন অস্বারূঢ় সৈন্য ও রথী নিযুক্ত হইত। গরগা পেকা পরাজয়ের আশঙ্কা অধিক হইবাতে তাহারা প্রাণ সমর্পণে যুদ্ধ করিত। যখন যুদ্ধ না হইত—রাজা কুশলে থাকিত—তখন রাজার

সৈন্য-দল সমভিব্যাহারে যুগয়া করিতে বন পয়ান করিতেন, তাহাতে যোদ্ধারা আলস্যশূন্য হইতে পারিত না। যুগয়া রাজকুমারদিগের মহৎ কর্ম, একরূপ প্রথা সিদ্ধান্ত থাকিবাতে রাজকুমারেরা যৌবন কাল অবধি অরণ্যে অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতেন।

পৃথিবীর অতি শেষ ভাগে আমিরিকার শেষ ভাগস্থ ব্যক্তিদিগকে জিজ্ঞাসা কর হিন্দুরা কি নিমিত্ত অধিক বিখ্যাত, তাহার এই উত্তর হইবে, ধনের জন্য। কোন জাতি কোন কালে হিন্দুদিগের ন্যায় ধনশালী ছিল না, অদ্যাবধি তাহা লোক মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে। হিন্দুস্থানে হীরকাদি বহু মূল্য পদার্থের বহু আকর আছে, যদ্বারা হিন্দু জাতি ধনসম্পন্ন হইয়াছেন। পরন্তু বিবেচনা করিতে গেলে সে ধনের অত্যন্ত লোক অধিকারী হইয়াছেন; পরিশ্রমী ব্যক্তির অসম্ভব দৈন্য, তাহার ধর্মীর আহার দ্রব্যাদি উৎপাদন করে অথাপি স্বয়ং অন্নভাবী। তাহাদিগের দুর্দশা দেখিয়া অশ্রনয়ন হইতে হয়, সচরাচর দুঃখ হয়, কৃষকেরা অন্নভাব, বস্ত্রাভাবে, হাহা, হুহু কাতরোক্তি করিতেছে, তাহাদিগের রবে দিক-সকল শব্দায়মান হইতেছে, অশ্রুদীপ্তে প্লাবিত ভূধরা হইতেছে, সামান্য হর্ষ হীণ হইয়া দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের দুর্দান্ত বোম্বে জর্জরিত হইতেছে এবং ঘোরতর শীতা বৃষ্টি সহ্য করিতেছে। তাহাতেও ক্ষণকাল বিশ্রাম না পাইয়া দোদীপ্ত মহা রাক্ষস জমিদারের দ্বারা নিপীড়িত হইতেছে। এই জমিদারেরা সাক্ষাৎ কাল স্বরূপ, ইহাদিগের হস্তে রাশী রাশী প্রাণী-নিকর যাবজ্জীবনের মত পতিত হয়, ইহারা ধনাকরে বসিয়া সন্তুষ্ট নয় এবং প্রজাপুঞ্জের যথা সর্বস্ব, প্রাণ পর্যাস্ত বহু পূর্বক কাড়িয়া লয়। ইহাদিগের অত্যাচারে প্রজাদিগের তিষ্ঠন ভার হইয়াছে, তাহার অহ-নিশি প্রাণ হস্তে করিয়া বসিয়া আছে, কখন কি হয়, কখন কি লয়, তাহা নিদর্শন পায় না। যে কখন দুঃখ পায় নাই সে দুঃখের মর্ম কি জানিবে, অতএব ভূম্যধিকারীরা দুঃখ-আখ্যাইকা জানেন না বলিয়া না একরূপ ভয়াবহ ব্যবহার করে। কিন্তু সেই দুঃখ সহ্য করিলে অমৃতত্ব করিবে দুঃখ কিরূপ। তদ্রূপ হইবার বর্ত্তমানে কোন আশয় নাই—এ জগতে নাই; কিন্তু পরকালে আছে। হীনরাশী বলিয়া, হীনবলী জানিয়া, রাজাও দুঃখের প্রতি মনোযোগ করেন না এবং ভূম্যধিকারী-দিগের কতকগুলি বাহ্যিক কর্ম দেখিয়া তাহাদিগকে প্রাজবৎসল জ্ঞান করেন। ভূম্যধিকারীরা বিদ্যালয় বা চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া রাজপুরুষ-দিগের মনোরঞ্জন করে। হায়! হায়! এই দুঃখাচারীরা কিনিমিত্ত এমত পদ পাইয়াছে! হায়! রাজপুরুষেরা ইহাদিগের দমনের কি উপায় পান না?

হিন্দুরা কৃষীকর্ম সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি করিয়া ছিলেন। ইহা জনগণ মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে, যে ভারত ভূমি সমুদ্র দেশ অপেক্ষা উর্বরা, সাময়িক বাত্যা দ্বারা (monsoon ইংরাজিতে) এবং ভাগীরথীর বন্যা দ্বারা উদ্ভিদ মহীরুহসমূহ সহসা বৃদ্ধিশীল হয়। ক্ষেত্র মহসা হরীৎ শম্যাপ্রণীতে স্রশোতাব্রিত হইয়া থাকে। পূর্বেকালে নাইল নদী যেমত মিশর দেশ শস্য-পূর্ণ করিত, ভাগীরথী আমাদিগের দেশ তদ্রূপ শস্য-পূর্ণ করে। ধান, গম, যব, ইত্যাদি শস্যের অভাব নাট। বর্তমানে এমত যে আকাল হইয়াছে তথাপি মস্ত্রযোরা অগাভাবী নহে কেবল পূর্বাপেক্ষা বর্তমানে অধিক অর্থ ব্যয় হইতেছে। পরন্তু এই আকাল যদি ইউরোপ বা আসিয়ার কোন দেশে হইত তাহা হইলে বোধ করি অর্দ্ধাংশ লোক পঞ্চত্ব পাইত। একে জমিদারের অত্যাচার, তাহাতে কৃষকেরা হেরূপ পরিশ্রমে শস্যোৎপাদন করে তাহা বিবেচনায় আশ্চর্য্য জ্ঞান করি এবং তাহা-দিগকে অনির্করণীয় প্রশংসাবাদ করিতে বাধ্য হই। তাহারা ইংলণ্ডীয় কৃষকদিগের ন্যায় অস্ত্র পাইলে এবং তাহাদিগকে কেহ উৎসাহ করিলে তাহারা কি না করিত।

ভারতবর্ষ সাময়িক বাত্যা জন্য যাবৎ প্রদেশ অপেক্ষা উর্বরা হইয়াছে। ইংরাজিতে ইহাকে মনসুন (Monsoon) কহা যায়। এই বাত্যা সম্পূর্ণ বর্ষ পরিমাণে বহমান হয়, ছয় মাস দক্ষিণ-পশ্চিম বা উত্তর-পূর্ব হইতে বহে, অপর ছয় মাস উত্তর-পূর্ব বা দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে বহিতে থাকে। এতদ্বারা নভোমণ্ডল মেঘাকীর্ণ করিয়া দিবাকরের কর আচ্ছন্ন করে। শীত-বৃষ্টি হইতে থাকে, প্রচণ্ড কুলিশ মহা নিম্নাদ করতঃ বৃষ্টি বিধ্বংসনে ধাবমান হয়, ছুরন্ত পবন প্রবল বেগে বহমান হয়। ব্যক্তির তাহাতে জীবনশায় প্রায় হতাশ হইয়া থাকে, বজ্রের দুঃমহা ঘোর শব্দে তাহাদিগের হৃদকম্প হয়, তদ্বারা নিশ্বাস বায়ু অতি কষ্টে বহিতে থাকে। ক্ষণপ্রভা, ক্ষণপ্রভা বিস্তীর্ণ করিয়া মহসা তাহাদিগের নেত্র যুগল অন্ধির করে। কিন্তু এই সকল উপদ্রব ক্ষণস্থায়ী, এবং ক্ষণ বিলম্বে বারিধারা তাহাদিগের অম্বুবর্তী হয়; ভূমি জলময় করিয়া কৃষাদিগের পর্ণশালা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভাসমান করে। কিয়দ্বিঘস অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইলে পর আকাশ মেঘশূন্য হইয়া বিমল হয় এবং তাহা তমধ্য হইতে সহস্র রশ্মি বিস্তীর্ণ করে। অতঃপর ক্ষেত্র হরিৎ বর্ণ শম্যে পরিপূর্ণ হইয়া ছতুর্দিক আলোকময় করে, ক্ষেত্রপালদিগকে পুলকে পূর্ণিত করে, মৃচ্ শীতল সমীরণ কলেবর স্নিগ্ধ করে। শম্যাপ্রণী অত্যাশ্চর্য্যরূপে বর্দ্ধিক হইয়া ফল ভাবে ক্লান্ত প্রযুক্ত ধরায় বিলুপ্তিত হয়। তাহাতে কৃষকেরা

শ্রম-সফল লাভ করে। পূর্বোক্ত সাময়িক বাত্যা আদৌ আঘাত মাসে আরম্ভ হইয়া ভাদ্রের শেষে শেষ হয়। অপর সাময়িক বাত্যা কার্তিক মাসে উপস্থিত হইয়া পৌষ মাসে অসুখান হইয়া থাকে; কখন কখন পৌষ মাসে আরম্ভ হইয়া ফাল্গুন মাসে নিবৃত্তি পায়।

ভারতবর্ষে যাবৎ দেশোপেক্ষা বহুল শস্য সমৃৎপন্ন হইবাতে এবং ভারতবর্ষীয়েরা বহুল যত্ন সহকারে তুলা, রেশম, ও পশম, নির্মিত নানা সূত্রশ্য বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবাতে নানা দিগদেশস্থ বণিকেরা ঐ সকলের প্রয়ানী হইয়া বাণিজ্যক্ষেত্রে এতদ্দেশে আগমন করে। পূর্বকালে আরবেরা এতদ্দেশে বাণিজ্যার্থ আসিত এবং যথেষ্ট উপার্জন করিত। মিশর দেশীয়েরা পশ্চাতে আগত হইল এবং বাণিজ্য দ্বারা ভূরি ধন সঞ্চয় করিল। পরে তাহা দিগের দেশ-বিজয়ী রোমীয়েরা তাহাদিগেব পশ্চাৎবর্তী হয়। কিন্তু রোমীয়েরা সহসা বাণিজ্যার্থে আগত হয় নাই, পূর্বে তাহাদিগের ভারত-বর্ষীয় বাণিজ্য মিশর হইতে সমাধা হইত। বণিকেরা তথায় বাণিজ্য দ্রব্যাদি উপস্থিত করিত, এবং অবশেষে তাহা রোম রাজ্যে আনীত হইত। রোমীয়েরা তৎপরে স্বয়ং ব্যবসা করিতে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু তাহারা দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে অসমর্থ হইয়াছিল এবং পত্নীগীয়েরা তাহাদিগের অনুগমন করিল। তাহারা বাণিজ্য দ্বারা বহু ধনাধিকারী হইয়া ক্রমে ক্রমে বাণিজ্য দূরে থাকুক ভারত রাজ্য আক্রমণ করিয়া স্থানে স্থানে রাজপাট স্থাপন করিল। তদনন্তর দিনামার, গুলো-ন্দাজ, ফরাসীস ও ইংরাজেরা বাণিজ্যার্থ এতদ্দেশে আসিয়া ইহা জয় করে এবং স্বজাতির রাজপাট স্থাপনে প্রবৃত্ত হয়, যদ্বিবরণ আমরা পশ্চাৎ বলিব। ভারতবর্ষ বীরদিগের জন্মদাতা, ধনের আকর, শস্যের মহা ক্ষেত্র, বাণিজ্যের মহা আগার। ভারতবর্ষ কবিদিগের উৎপত্তির স্থান, কবিতার জন্ম ভূমি, জ্যোতিষবেত্তা আখ্যাচার্য, এবং দর্শন শাস্ত্রবেত্তা গৌতমের বাস স্থান—ভারতবর্ষ সকলের স্পৃহজনক, সকলেই ভারতবর্ষ দেখিতে, ভারতবর্ষ লুটিতে, ভারতের অধিপতি হইতে, আকাঙ্ক্ষা করেন। গ্রীশীয় আকেজান্ড্র, ফরাসীস নেপোলিয়ন এবং রুশীয় নিকোলাষ, ভারত লইতে অভিলাষ করিতেন। যদিও বিজাতীয়েরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিতেন, তথাপি ভারতবর্ষীয়েরা বাণিজ্যার্থ অন্য প্রদেশে গমন করেন নাই, তাহারা মিশর প্রভৃতি স্থানে কচিং গমন করিতেন। ইতিহাসবেত্তারা কহেন, যে বৈশ্যেরা মিশর দেশে দৈর্ঘ্যরূপে ব্যবসায়

করিত। ইহা যেরূপ হউক, ফলে বৈশাদিগের বাণিজ্যে উপকীৰ্ণক ছিল: মন্বাদি তাহা কহিয়াছেন।

হিন্দুরা নাবিক বিদ্যায় অতি অপটু, ভারতবর্ষে কোন কালে, ভারতবর্ষের কোন নরপতি, এই বিদ্যা উন্নতি করিতে যত্ন প্রকাশ করেন নাই, ভারতবর্ষে কোন কালে বিখ্যাত নাবিক জন্মায় নাই। অর্থাৎপোত কি প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয় অদ্যাবধি হিন্দুবা জানেন না। পূর্বকালে নৌকা অবলম্বনে হিন্দুরা সামুদ্রিক গমনাগমন সমাধা করিতেন; কিন্তু ভারতীয় সমুদ্র ব্যতীত তাঁহারা অপর কোন সমুদ্রে গমন করিতেন না, করিবারও কোন প্রয়োজন ছিল না। তথাপি তাঁহারা বাণিজ্যার্থ আফ্রিকার অনেক স্থলে গমন করিতেন। আরব দেশে ও পারস্য অর্থাৎ জলপথ দিয়া গমনাগমনের প্রথা ছিল। হেনরি, জন, এমালুএন, প্রভৃতি পর্তুগীয স্থপতিদিগের সময়ে ভারতবর্ষের দক্ষিণস্থ কালিকাট প্রদেশে বিলক্ষণ বাণিজ্য হইত, তথায় নানা দেশের বণিকেরা জাহাজারোহণে বাণিজ্যাকাঙ্ক্ষায় আগত হইত। তৎকালের জাহাজসকল অতি সামান্য ছিল, বর্তমানের জাহাজের নায় সৃগঠন, সূদৃশ্য, বা বৃহৎ ছিল না। আলেকজান্ডার সময়ে সিন্ধুনদের কূলে জাহাজীয় আড্ডা ছিল তদ্বারা নাবিক বিদ্যা উন্নতি হইবার সূত্র হয়।

ইংলণ্ডীয় ঐশ্বর্যকর্তারা কহেন, যে সংস্কৃত ভাষায় ‘হিন্দু’ শব্দ নাই, এতৎ শব্দ পারস্য ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ‘হিন্দুস্থান’ এই নামটা ‘হেন্দ’ ও ‘স্থান’ এই পারস্য শব্দদ্বয় হইতে উৎপন্ন হয়। ‘হেন্দ’ শব্দের অর্থ হিন্দু; ‘স্থান’ শব্দের অর্থ স্থান। অর্থাৎ ইহা হিন্দুদিগের বসতি স্থান। ইহা আগাদিগের অসত্য বোধ হয়। যদিও হিন্দু শব্দ সংস্কৃত ভাষায় না থাকিতে পারে, তথাপি ‘স্থান’ শব্দটি যে সংস্কৃত ভাষায় প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। ডাউ সাহেবের হিন্দুস্থানের ইতিহাসে প্রকাশ আছে, যে ভারতবর্ষস্থ এক শ্রেণীয় ভূপালবৃন্দ চন্দ্র বংশোদ্ভব ছিলেন, তাঁহারা হিন্দু অর্থাৎ চন্দ্র হইতে অবতীর্ণ হইবাতে তাঁহাদিগকে ‘হিন্দু’ বলিয়া উক্ত করা যায়। ইহাই সম্ভব যোগ্য; ‘হিন্দু—স্থান’ হইতে হিন্দুস্থান উৎপন্ন হইয়া থাকিবেক পারস্যেরা ‘হেন্দ’ ‘স্থান’ শব্দ বোধ হয় পূর্বেপ্ত সংস্কৃত শব্দ দ্বয় হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিল এবং পারস্য ভাষায় সংকলিত হইবাতে উচ্চারণের ব্যতিক্রম হইয়াছে। কিন্তু এতদেশ ভারতবর্ষ ব্যতীত হিন্দুস্থান নামে খ্যাত ছিল না, পরে পারস্যেরা যখন ইহা পবাজয় করে তখন তাহা

সংস্কৃতোদ্ভব 'হিন্দু' 'স্তান-হিন্দুস্থান' করিয়া এ দেশের নামকরণ করে। 'ভারতবর্ষ' এই নামটা হিন্দীনাথিপতি দ্বয়স্তু পুস্ত্র ভরত হইতে সমুদ্ভব হইয়াছে। ভরত এতদেশাধিপতি ছিলেন।

এই ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্থান উত্তর সীমা মহাপর্কত হিমালয় দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে, দক্ষিণ সীমা ভারতীয় মহাসাগর, পূর্ব, বঙ্গালার অধাত, এবং পশ্চিম সীমা আফগানীস্থান ও ভারতীয় মহাসাগর দ্বারা অংশীকৃত আছে। ইহা দীর্ঘ ৯০০ ক্রোশ প্রস্থ ৭৫০ ক্রোশ। হিন্দুস্থানের উত্তরে হিমালয় পর্কত নিকটস্থ দেশে হিম ক্ষতুর অত্যন্ত চর্যা প্রাচুর্য; ভূমি বরফ দ্বারা সদা আবৃত থাকে। স্থান বিশেষ একরূপ শীতল, যে তথায় মনুষ্যের গমন বিধি দুষ্কর; স্থান বিশেষ অত্যন্ত শীত প্রভাবে, তথা কথিত বরফাকীর্ণ থাকতে তথায় কোন আহারীয় দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় না। তাহা সিংহ বাঘাদি ভীষণ বন্যপশু দ্বারা অধিকৃত। সর্প এক একটা ঈদ্রশবৃহৎ যে চলৎশক্তি রহিত হইবাতে মনুষ্যেরা নিশেঙ্কার তৎ গাত্রোপরি গমনাগমন করে। ঐ সকল স্থল অসভ্য জাতি কর্তৃক বাসিত হইয়াছে। দক্ষিণাংশ তাড়ন নহে, এস্থলে সভ্য জাতিরা বাস করেন। ভারতীয় মহা সমুদ্র দেখিতে অতি বিচিত্র, ইহা পথিককে শংকাকৃত করে। এস্থানে নানা স্বাভাবিক খাদ্য দ্রব্য সমৃৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশাল ক্ষেত্র শস্য-পূর্ণ থাকে। হিন্দুস্থানের পূর্বাংশ বিশেষরূপে বিখ্যাত, যদি বরণ বিস্তার বর্ণনের অপেক্ষা করে। পূর্বই সর্বোত্তম, পূর্বই সর্বাধম, পূর্বই অপূর্ব, পূর্বই সর্ব শোভাযিত। ইইরোপীয়েরা পূর্বের গুণাগুণ বিশেষ অবগত আছেন, তাঁহারা ইহাকে 'জাঁক জমকীয় পূর্ব' বলিয়া জানেন। সে পূর্ব কোন্ পূর্ব? কোন্ পূর্ব উক্ত প্রয়োগের প্রকৃত যোগ্য? ভারতবর্ষের পূর্বই ঐ প্রয়োগোপযুক্ত। কারণ? এস্থানে সর্বৈব কদাচার সর্বৈব কু ব্যবহার প্রচলিত দ্রষ্ট হয়, এস্থলে বিবিধ দোষাযিত ও গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি পাওয়া যায়। কি দুঃখী, কি ধনী, কি বিদ্বান, কি অবিদ্বান, কি চোর, কি সাধু, উত্তমোত্তম সকলেই এস্থলে বিদ্যমান। হিন্দুস্থানের পশ্চিম সীমা শারীরিক স্বাস্থ্যদায়ক বায়ু জন্য বিখ্যাত এবং সাহসী সচ-রিত্র জনগণে পুরিত। এই অংশের কতক প্রদেশ অদ্যাবধি হিন্দু ভূপাল-সমূহের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে, কিন্তু ঐ ভূপালেরা স্বাধীন নহেন।†

* গ্রীকেরা এতদেশকে 'ইন্ডিয়া' বলিত, তাহা 'ইন্দু' হইতে উৎপন্ন হইতে পারে।

† গোয়া, বেগাল, বুটান চম্পনগর, পশ্চিচরি, ইত্যাদি ব্যতীত সমস্ত হিন্দুস্থান ইংরাজদিগের অধীন হইয়াছে।

যাহা হইক, এক্ষণে হিন্দুজাতীয়ের প্রাককালীক রাজ্য শাসনের বিবরণ হিন্দুস্থান কোন্ কোন্ জাতীয়ের দ্বারা কি প্রকারে পরাজিত বা অধিকৃত হইয়াছিল, ইহাব পূর্বকালের সহিত বর্তমান কালের তুলনা প্রয়োজন হইয়াছে। হিন্দুস্থান পূর্বকালে হিন্দু জাতির দ্বারা শাসিত হইত, ইহারা অতি প্রাচীন জাতি, মিশর ও ফিনিশিয়া দেশীয়দিগের অপেক্ষা প্রাচীন। হিন্দুস্থানে সর্গদাদী সভ্যতা বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, ঋক, জয়, অথর্ব, সাম, এই চারি বেদ হোমরের * গ্রন্থ সমস্তের পূর্বে লিখিত হইয়াছিল সন্দেহ মাত্র নাই।

এতদ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে হিন্দু জাতিরা তৎকালে অতি সভ্য ছিল, বিদ্যাও দৈর্ঘ্যরূপে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। হিন্দু শাস্ত্রে কথিত আছে, যে উক্ত বেদ চতুর্ভুজ তাবৎ গ্রন্থের পূর্বে প্রণীত হইয়াছিল, ইহা ব্রহ্মার মুখাং হইতে বহির্ভূত হয়, পরে বাস লেখনি নিবদ্ধ করিয়া ভূমণ্ডলে প্রকাশ করেন। পৃথিবী প্রলয় কালে জলমগ্ন হইলে বিষ্ণু এই বেদ চতুর্ভুজ উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণা রহিয়াছে, ঋকাদি বেদ অতি প্রাচীন কালে প্রকটিত হইয়াছিল। হিন্দু জাতিরা যে বহু প্রাচীন তথা চতুর্ভুজ অতি প্রাচীন কালে লিখিত হইয়াছিল, এতদ্বিষয়ের এক দ্রুত প্রমাণ রহিয়াছে। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম পুস্তকে লেখে, এই পৃথিবী এক কালে জলমগ্না হইয়াছিল তাহাতে প্রায় সমস্ত জীবনিকব হত হয়। ঐ সময়ে নোয়া নামে এক মহাত্মা ঈশ্বরাদেশান্তর্য্যারে তদীয় স্ত্রী পুত্রাদি ও কতকগুলি জীবচয় লইয়া এক বৃহৎ জাহাজোপরি উঠিয়া উদ্ধার পাইয়াছিলেন। পরে পৃথিবী পুনঃ শুষ্ক হইলে তিনি জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রজ্ঞানিকর বুদ্ধি ও ব্রহ্মাদি আরোপণ করিয়া মেদিনী ফলোশালিনী করিয়াছিলেন। এই ঘটনা ২৯ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল। অবিকল বর্ণন পুরাণে পাওয়া যায়। পৌরাণিকেরা লেখেন, এই অবনিমণ্ডল জল প্রাণিত হইলে মনু নামা এক মহোদয় বিষ্ণুর আদেশানুসারে এক বিস্তীর্ণ তরণী উপরি উঠিয়া কিয়ৎ জীব জন্তু সঙ্গে করিয়া তথা বেদ চতুর্ভুজ লইয়া রক্ষিত হইয়াছিলেন। পরে জল শুষ্ক হইলে ঐ তরণী হইতে নাগিয়া উক্ত জীবচয় সহকারে বস্তুগতি পুনরুৎপাদনের পূর্বক নায় শোভিতা ও বুদ্ধিশীলা করিয়াছিলেন। এতদ্বারা বোধগম্য হইতেছে যে, বেদসমস্ত অতি পুরাতন, ইহা ৩০০১ খ্রীষ্টাব্দের আগে প্রকটিত হইয়াছিল। নোয়া এবং মনুর মহা বন্যা কালীন তাবৎ

* এক সর্বোৎকৃষ্ট গীক্ কবি, ২০০ কলেগতঃ জন্ম গৃহণ করিয়াছিলেন।

+ শাস্ত্রানুযায়ী কলির পারদে।

ঘটনা ঐক্য, কিছু মাত্র প্রভেদ নাই; কেবল নাম মাত্র অনৈক্য। পরন্তু নোয়া এবং মল্ল এক ব্যক্তি ছিলেন কি না এতদ্বিষয় নির্ধারণ করিতে হইলে বিশাল তর্কের অপেক্ষা কবে, ফলতঃ যৎকালে তাবৎ বিষয় এক কেবল নাম মাত্র ভিন্ন হইল, তখন বোধ হইতেছে মল্ল ও নোয়া একই ব্যক্তি হইতে পারেন। মহা বন্যা কালিক মল্ল ও নোয়া এতদ্ব্যবসায় মধ্যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা কি প্রকারে দুই ভিন্ন জাতির দ্বারা দুই ভিন্ন ভাষায় লিখিত হইয়াছে এ বিষয় গিমাংসা করা সুকঠিন। এক প্রধান গিমাংসা এই, যে হিন্দু জাতীয়েরা কোন কালে দেশ ভ্রমণ করেন নাই, অতএব কি প্রকারে নোয়ার ঘটনা জানিয়া তদ্বিষয় উদ্ধৃত করিয়া স্বদেশীয় ভাষায় প্রকটন করিবেন। অপর জাতির এতদ্দেশে আসিতে পারেন, আসিয়া বন্যাকালিক মল্লের বৃত্তান্তসকল অবগত হইয়া আপন ভাষায় প্রচার করিতেও পারেন। হিন্দুদিগের তদ্রূপ হইবার কোন প্রমাণ নাই; তাঁহারা কোন দেশেই জন্ম নাই, স্বদেশ ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য দেশ আছে কি না জানিতেন না। তাঁহারা ভারতবর্ষের সম্রিকট কয়েক দেশ জানিতেন যথা; সিংহল, সুপ্রদেশ, ইত্যাদি। সে যাহা হউক, হিন্দুস্থান পূর্বকালে হিন্দু ভূপালদিগের কর্তৃক শাসিত হইত। এই ভূপালের ক্ষত্রি ছিলেন, ইহাঁদিগের সাতিশয় পরাক্রম ও বিক্রম ছিল—রাজ্য অতি যত্ন সহকারে, ধর্ম্ম অদলদ্বন পুরস্কার শাসন করিতেন। স্বধর্ম্মে ইহাঁদিগের সাতিশয় অমুরতি ছিল, কেহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম্মাচুষ্ঠান করিলে তাহাকে গুরুতর শাস্তি দিতেন। যদিও উক্ত কর্ম্মাচরণ শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইয়াও অন্যায় নহে, তথাপি কর্ম্ম-কর্ত্তা পরিহাণ পাইত না। রাজ্য শাসনের কোন স্থাপিত আইন, আদালত, ছিল না। কলিকাতার বর্ত্তমান রাজকীয় ব্যবস্থাপক সভার ন্যায় তৎকালে কোন সভা ছিল না। রাজা বুদ্ধি-কৌশলে ও মন্ত্রী পরামর্শানুসারে রাজ্য কর্ম্ম সমাধা করিতেন, দুইকে শাস্তি দিতেন। তাহা অন্যায় হউক ন্যায়ই হউক, কেহ আপত্তি করিতে পারিত না। ইহাঁরা বিপ্রকে সাতিশয় মান্য করিতেন, বিপ্র কুকর্ম্ম করিলে তৎপ্রতি দণ্ড বিধান ছিল না। সে কর্ম্ম যেক্রপ গর্হিত হউক, বিপ্র অন্যায়সে তাহা হইতে জ্ঞাণ পাইত। কিন্তু ঐ কুকর্ম্মাচারিত বিপ্রের কেহ কোন অনিষ্ট করিলে বা তাহাকে কৃপা কহিলে সে বর্ণনাভীত দণ্ডাই হইত। ইহাতে পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে দোষ করিলেই দণ্ডবিধান হইত না। সুধি গ্রহকর্ত্তারা বিপ্র জাতির অসামান্য মান বাড়াইয়াছেন, তাঁহারা কহেন, যে ব্রাহ্মণ অপর বর্ণের দ্রব্যাদি ব্যবহার করিলে কোন

বাধা নাই এবং তাহাতে দোষোক্ত্য হইতে পারে না, তিনি অনায়াসে অপরের বস্ত্রাদি পৰিধান, অন্নাদি ভোজন করিতে সক্ষম হইবেন, কারণ পরিদৃশ্যমান বাবৎ পদার্থ ব্রাহ্মণের, তিনি যাচা করিবেন তাহাই হইবে। অত্যাচাৰ্য্য বর্ণ তদীয় অমুপ্রেহেতেই প্রতিপালিত হইয়া থাকে এবং যে সকল দ্রব্য তাহারা ব্যবহার করে তাহা প্রকৃত মতে ভাহাদিগের নয়। মহাত্মা মল্ল ব্রাহ্মণ জাতিব এবম্প্ৰকার মৰ্যাদা করিয়াছেন, যথা;—

“বস্মেব ব্রাহ্মণোভুষে, স্বস্বস্তে স্বন্দদাতিচ।

আনুশংসাদ্বাঙ্গনস্য, ভুঞ্জতে হীতরে জনা”।

ইহা এক্ষণে কি রূপ উপহাসজনক বোধ হয় এবং তৎকালে এতদ্বারা রাজ্য কি রূপ বিশৃঙ্খলরূপে শাসন হইত বলা যায় না। পাপের কি বিশেষ আছে? উৎকৃষ্ট বর্ণ পাপ করিলে কি সে পাপী নয়, না দণ্ড যোগ্য হয় না? যাহারা লোককে উপদেশ দিবে, কুর্কর্ম হইতে তাহাদিগকে নিবারণ করিবে। (কারণ ব্রাহ্মণেরা তৎকালে সমস্ত উপাধির মেগ্যা, ইহাদিগকে বাহা বল সকলি ছিলেন; রাজাই বল, ব্রজাই বল, প্রভুই বল) তাহারা পাপ করিলে কি দণ্ডনীয় নহে? অবশ্য, প্রভুত ওকৃতর দণ্ডনায় হয়। রাজাদিগের রাজ্য শাসনের এ প্রকার ব্যবস্থা ছিল। তাহারা যে কোন কালে ভারত ভূমি একাধিপত্য করিয়া ছিলেন এমন কোন দৃঢ় প্রমাণ নাই। ভারতবর্ষ পূৰ্ব্বকালে অসংখ্য নৃপচয় দ্বারা শাসিত হইত। যদিও কোন কোন নৃপতি অসংখ্য ভূপাল-বৃন্দকে পবাজয় করিয়া ছিলেন, তথাপি তাহাদিগের রাজ্য আত্মাধীন করেন নাই; এ বিষয়ের কেবল দুই এক মাত্র প্রমাণ পাওয়া যায়। পরন্তু কেহই সমাগরা ধরাধিপ ছিলেন না। আনরা হিন্দু ভূপালদিগের রাজ্য শাসনের ব্যবস্থাদি বর্ণন করিয়া তাহাদিগের রাজ্য অবশ্যই বিজ্ঞাতিয়েরা কি প্রকারে ভারত সিংহাসনে আত্ম প্রভুত্ব প্রকাশ করে বলিতে প্রস্তুত হইলাম এবং হিন্দুস্থান কোন্ কোন জাতিগের দ্বারা কি মতে অধিকৃত বা পরাজিত হইয়াছিল ইহা প্রকাশার্থে লেখনি পরিচালন করিলাম।

সপ্তম অধ্যায়।

হিন্দু রাজাদিগের বিষয়।

এক্কে হিন্দু রাজাদিগের বিষয় উল্লেখ করি। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই যুগ চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন্ কোন্ ভূখণ্ড ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছিলেন তথা তাঁহাদিগের ক্রিয়া কলাপ যথা সজ্জপে বর্ণন করিব। কিন্তু আমরা তাবৎ নৃপতিদিগের নাম গ্রহণ করিব না, তাঁহাদিগের মধ্যে যাহারা কোন বিষয়ে বিখ্যাত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের নামই গ্রহণ বিধেয়, নতুবা অকর্মণ্য সমূহ নরপালের নাম গ্রহণে গ্রন্থ স্থলাকার তিরিহাকীর্ণ হয় এবং পাঠকদিগের কোন উপকার দর্শে না।

মহাবন্যা লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে স্বায়ম্ভুব মনু স্মৃতি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। মনু প্রণীত স্মৃতি শাস্ত্র অদ্যাবধি অবদনী মধ্যে প্রকাশমান আছে। ঐ শাস্ত্রের দ্বারা দেশীয়দিগের তাবৎ কর্ম সম্পন্ন হইত এবং উহা তৎকালে তৎকালের ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদিগের সুভাগ্য উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু মনু অধিক কাল রাজ্য ভোগ করেন নাই, তিনি প্রিয়ব্রত নামা স্ত্রীর তনয়কে রাজ্য তার্পণ করিয়া অরণ্যবাসী-দেব-উপাসী হইলেন। উত্তানপাদ নামে প্রিয়ব্রতের কনিষ্ঠ সহোদর প্রিয়ব্রতের উত্তরাধিকারী হইলেন এবং তাঁহার ক্রব নামে বিখ্যাত পুত্র জন্মে। ক্রব বালাকালেই তপাচর্য্যগী হইলেন এবং ক্রিয়ৎকাল রাজ্য শাসন করিয়া লোকান্তরগত হইলেন। ক্রবের ক্রিয়ৎ পরে বিখ্যাত বেণ রাজ্য শাসন করেন। বেণ অতি কদাচারী ও নাস্তিক ছিলেন। তিনি আপনাকে দেব-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া প্রজাদিগকে তদীয় অর্চনা করিতে আদেশ করিলেন। তদীয় রাজত্ব কালীন বর্ণ ও জাতির বিচার থাকে না এবং বর্ণশঙ্করের উৎপত্তি হয়। কথিত আছে যে, তুরঙ্গ প্রভৃতি স্নেহেরা ঐ সময়ে উৎপন্ন হইয়াছিল।

অনন্তর ঋষিগণ বেণকে ছ্যসহ কদাচারী দেখিয়া ক্রোধে তাহার দক্ষিণ বাহু মস্তন করিলেন তাহাতে মহা তেজস্বী পৃথু ধনুর্ভাণ ও কবচ-ধারী হইয়া সমুদ্ভব হইলেন। ঋষিগণ তাঁহাকে সৎপাত্র বিবেচনা করিয়া রাজ্য স্থাপন করিলেন। পৃথু ঋষার্ক হিন্দুদিগের মধ্যে প্রথম রাজা ছিলেন, কথীকর্ম তাঁহা হইতে বিপুল বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং তাঁহা-

হইতে ভূধরার 'পৃথিবী' এই সংজ্ঞা হয়। পৃথুর পরে প্রাচীনবর্হি নামে এক বিখ্যাত নরনাথ হইল। পূর্বকালে এতদেশ জম্বুদ্বীপ বলিয়া খ্যাত ছিল, কিন্তু ভরত ইহার অধিস্থাণী হইলে ইহাকে ভারতবর্ষ বলা গেল। ভরত ঋষভ নৃপতিব ঔরসে জম্বুদ্বীপ* গর্ভে জন্ম পরিগ্রহণ করেন। কিন্তু রামায়ণে উক্ত হইয়াছে, ভরত সূর্য্যবংশীয় ধ্রুবসন্ধি নৃপতির পুত্র ছিলেন এবং মহাভারত অমুখ্যায়িক তিনি চন্দ্রবংশোদ্ভব দুহ্মন্ত নৃপতির তনয় মহাভারতের প্রমাণ যুক্তিযুক্ত; মহা কবি কালীদাস শকুন্তলা নাটকে ইহা সিক্ত করিয়াছেন। মেঘ ওয়ার্ড ঋষভ ও জম্বুদ্বীপ পুত্র ভরত হইতে 'ভারতবর্ষ' উৎপন্ন হয় কহিয়াছেন। ইহা সত্য নয়, কারণ ঐ ভরত আদি স্বায়ম্ভুব মনুর বংশাবলি ছিলেন, তাঁহার রাজ্য কালীন এতদেশকে জম্বুদ্বীপ কহা যাইত। 'ভারতবর্ষ' নাম বন্দ্রবংশোদ্ভব দুহ্মন্ত পুত্র ভরত হইতে উৎপন্ন হয়, সন্দেহ নাই। নানা গ্রন্থে ইহার প্রমাণ আছে। পরন্তু ভরত সূর্য্যবংশীয় ধ্রুবসন্ধির তনয় রামায়ণে কি প্রকারে লিখিত হইল এবং ঐ ভরত হইতে ভারতবর্ষের কি প্রকারে নামকরণ হইতে পারে?—কদাচ হইতে পারে না, এ কেবল রামায়ণ অমুবাদকের ভ্রম। কীর্ত্তিবাস অবিবেচনায় এতদ্রূপ বর্ণন করিয়াছেন। ভরত সূর্য্যবংশীয় ধ্রুবসন্ধির আত্মজ হইতে পাবেন, কিন্তু ঐ ভরত হইতে ভারতবর্ষের নামকরণ হয় নাই। দুহ্মন্ত পুত্র চন্দ্রবংশীয় যে ভরত তাঁহা হইতেই 'ভারতবর্ষ' নামটির উৎপত্তি হয়। সে যাহা হউক, ভারতের অনেক কাল অগ্রে জম্বুদ্বীপে সত্যজিত নামে এক নবপাল হইলেন। সত্যজিত, স্বায়ম্ভুব মনু বংশের শেষ রাজা ছিলেন এবং তাঁহা হইতে মনুর বংশ শেষ হয়। প্রথম মনুস্তরেব এই সকল রাজা ঐ মনুস্তরে কশ্যপের দ্বারা দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্বাদি সৃষ্টি হয়। আগরা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, এই কয়েক মনুস্তরের ভূপালদিগের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিব না, এই পঞ্চ মনুস্তরে কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা বা কোন প্রসিদ্ধ রাজা হন নাই; অতএব তদ্বিষয় হইতে ক্রান্ত হইলাম। এক্ষণে সপ্ত, অথবা বৈবস্বত মনুস্তরের বিবরণ ছলে সূর্য ও চন্দ্র বংশের

* কোন কোন গ্রন্থে ভরত জম্বুদ্বীপ গর্ভস্থ জাত প্রদর্শিত আছে

† Ward on the Hindus.

বিবরণ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। বৈবস্বত মন্তর* নয় পুত্র জন্মে, তিনি ভারতবর্ষ (তৎকালে জম্বুদ্বীপ) নয় অংশে বিভাগ পুরস্কার প্রত্যেক অংশ এক এক পুত্রকে প্রদান করেন, তন্মধ্যে ইক্ষাকু মধ্য স্থান প্রাপ্ত হন। ইতিহাসে কথিত হইয়াছে যে, ইক্ষাকু অযোধ্যা রাজধানী স্থাপন করেন। ইক্ষাকুর রাজ্যান্তে, দীর্ঘ কাল পর্যন্ত কেহ প্রসিদ্ধ নরপাল ভয়েন নাই, পরে নাক্ষাত্রা অবলীর্ণ হইলেন। নাক্ষাত্রা সাতিশয় প্রতাপাশ্রিত ছিলেন এবং দীর্ঘ কাল বাজ্র করিয়া ছিলেন। নাক্ষাত্রাব রাজ্য অনাঙ্গচনীয় শক্তিমান ছিল এবং তিনি দীর্ঘ কাল বাজ্র করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নাম উগমার স্বরূপ হইয়াছে। নাক্ষাত্রার পরে সগর নামে সূর্য্য বংশীয় এক নৃপতি গঙ্গাসাগর নামা স্থল শাসন করেন। সগর এক বীণাশালী নরপাল ছিলেন এবং তাঁহা হইতে 'সাগর' (সমুদ্র) নাম সমুদ্ভব হয়। সগরের এক স্ত্রী হইতে বহু সহস্র পুত্রোৎপন্ন হয়, অন্য স্ত্রী এক মাত্র পুত্র প্রসব করে। পরন্তু ঐ ষাটি সহস্র তনয় দৈব বিপাকে এক কালে নিপাতিত হইয়াছিল। কথিত আছে, সগর মহা ধর্ম্মাত্মরক্ত ছিলেন, তিনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ছিলেন। অবশিষ্ট যজ্ঞের মনসে তিনি অশ্ব রক্ষার্থ নিজ ষাটি সহস্র পুত্রকে রাজ্যের বহির্ভাগে প্রেরণ করিলেন, তাহাতে ঐ পুত্রেরা মতর্করূপে সত্তত ঘোটক রক্ষা করিতে লাগিল। দৈবায়ং ইন্দ্র তাহাদিগের শত্রু হইলেন, তিনি ভাবিলেন, সগর ৯৯ অশ্বমেধ সম্পন্ন করিয়াছেন, শত অশ্বমেধের এক মাত্র অবশিষ্ট আছে; তাহা সাধন হইলে সগর অনায়াসে তাঁহার স্বর্গীয় রাজ্য লইতে পারিবেন, অতএব তাঁহাকে নিতান্ত বাধ্য দেওয়া কর্তব্য। দেবরাজ ইত্যাদি কল্পনা করিয়া, একদা ষাটি সহস্র নৃপনন্দনকে অমতর্ক দেখিয়া ঘোটক লইয়া পাতালে কপিল নামক সিদ্ধেব সম্মুখে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজপুত্রেরা চেতন প্রাপ্তানন্তর তুরগ অদর্শনে সাতিশয় ব্যাকুল হইল এবং ইতস্ততঃ নানা স্থান সন্ধান করতঃ অবশেষে মুক্তিকা খনন করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল। পাতালে প্রবেশ করিয়া দেখে, অশ্ব কপিলের সম্মুখে রহিয়াছে। তাহার তদর্শনে স্বধিকে দোষী সিদ্ধান্ত করিয়া তদ্রূপে পদাঘাত করিল। স্ববি নয়ন উন্মীলন করিলে—তাহারা ভয়া রাশী হইল। সগর, নারদ

* মনু, সূর্য্য পুত্র ছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইলা পৃথ্বীধর হয়েন, কিন্তু পার্ক-ভির অভিধানে স্বী হইয়াছিলেন। তদীয় গর্ভে বুধের ঔরবে পুরুষবা উৎপন্ন হন, তিনিই চক্ৰবংশের আদি পুরুষ।

প্রমুখ্যৎ ইহা অবগত হইয়া তদীয় প্রপৌত্র অংশুমানকে কপিলায় নিকটে অশ্ব প্রার্থনার্থে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে অংশুমান কপিলা স্বামীর নিকটে গমন করতঃ নানা স্তবস্তুতি কবিতা অশ্ব প্রার্থনা করিলেন এবং কি প্রকারে পিতৃগণের সন্ধানি হইবে জিজ্ঞাসিলেন। কপিলা তাঁহাকে অশ্ব প্রভার্ণন করিয়া গজার দ্বারা কোমার পিতৃগণ উদ্ধার হইবে এবং ভগীরথ মর্ত্তে গঙ্গা আনয়ন করিবেন বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। সগবের শত অশ্বমেধ সনাপ্ত হইল। কামান্দে ভগীরথ রাজা হইলেন এবং তিনি হিমালয় পর্বতোপরি দিয়া গঙ্গা আনয়ন করিলেন আনিতে আনিতে জল্প মুনি গঙ্গা পাণ কবিলেন। তদ্বারা তদবধি গঙ্গার নাম জল্পবী হইল। ভগীরথ হইতে গঙ্গার ভাগী রথী নাম হয়। তৎ পরে সূর্য্যবংশের রমু নামে নরপতি হয়েন এবং তাঁহা হইতে রঘুবংশ স্থাপন হয়। তদন্তে ময়াতি রাজা হইলেন। আমবা ময়াতির বিবরণ চন্দ্রবংশ বর্ণনের সময়ে বলিব। কালান্তে দশরথ জন্ম গ্রহণ করেন। দশরথের প্রতাপে সকলেই শশঙ্কিত থাকিত, তাঁহার একপ বিক্রম ছিল যে, শনি পর্য্যন্ত তাঁহার ধ্বংস সাধনে পরা-জুগ হইয়াছিল। দশরথের চারি পুত্র হয়, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। রামের সময়ে হিন্দুদিগের ইতিহাস জন্ম গ্রহণ করে। আমরা রামের চরিত্র, তদীয় রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা ও নানা ঘটনাদি সূক্ষ্মরূপে বর্ণন করিব। রাম বাল্যকালে শান্তশীল ও বুদ্ধিমান ছিলেন, বালক কালে তিনি বহু পরিশ্রমে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হইয়াছিল। আমরা তদ্বিবরণ পশ্চাৎ কহিব। কিঞ্চিৎ বয়ো-ধিক হইলে দশরথ রাজা মিথিলাধিপতি জনকের নন্দিনী সীতার সহিত শ্রীরামের বিবাহ দিলেন। জনক চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলেন। দশরথ শ্রীরামের সহিত সীতার, লক্ষ্মণের সহিত উর্ধ্বিলার এবং কুশধ্বজ নানা জনকের সহদরের ক্রতকীর্ত্তি, মাণ্ডবী নাম্নী কন্যা দ্বয়, তন্মধ্যে ভরতের সহিত ক্রতকীর্ত্তির এবং শত্রুঘ্নের সহিত মাণ্ডবীর বিবাহ দিয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন। দশরথ রাজ্যে গমন কবিতা কিয়ৎকাল রাজ্য শাসন করেন, ইতিমধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে অভি-লাষ করিলেন এবং সূত দিন স্থির করিয়া অধিবাসের দিন স্থির করাইলেন। কিন্তু ভরতের মাতা কৈকেয়ী তাঁহার প্রতিবাদিনী হইল, সেই দুই স্ত্রী নিজ স্বামী দশরথের কোন উপকার করিয়া ছই বর প্রদানে রাজাকে বচন-বদ্ধ করিয়াছিল। আপন পুত্র রাজা না হইয়া রাম রাজা হইবেন এই হিংসা তাহার অন্তরে জাগরুক রহিল এবং

অবিলম্বে প্রতিহিংসার সময় পাইল। কামিনী অভিমানিনী হইল, তাহাতে দশরথ তাহার বিবিধ সাধ্যসাধনা করিলেন—কিছুতেই মান ভঙ্গ হইল না। অবশেষে মানিনী রাজার সমীপে দুই বর প্রার্থনা করিল। এক বর এই যে, ভরত রাজা হইবে, অপর বর এই যে, রাম চতুর্দশ বর্ষ বনে থাকিবে। বর প্রার্থনার রাজার দীর্ঘ বায়ু বহিতে লাগিল, তিনি আকুলিত হইলেন, কিন্তু কি করেন, অবশেষে রামকে বন মধ্যে প্রেরণ করিয়া ভরতকে রাজ্যার্পণ করিলেন। রামের সহিত লক্ষ্মণ ও সীতা বনে গমন করিলেন। তাঁহারা দীর্ঘ কাল নানা বনে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে পঞ্চবটীর বনে অবস্থিত হইলেন। একদা তাঁহাদিগের মহা বিপদ উপস্থিত হইল, লঙ্কাধিপতি রাবণ নানা রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগের বন্য কুটীরে আগমন করিল। রাবণের সূৰ্পনখা নামী এক ভগিনী ছিল, সে ক্রম্বিনকালে পঞ্চবটীতে আসিয়া রামের সুচারু রূপ দর্শনে বিমুগ্ধা হইয়া রামকে আলিঙ্গন করিতে অভিনাবী হইল। রাম স্ব সহধর্মিণী বর্তমানের তাহা মনোযোগ করিলেন না। সূৰ্পনখা লক্ষ্মণকে অত্যা কুঅভিনায ব্যক্ত করিল। লক্ষ্মণও পরাভূত হইলেন। তখন সে সীতাকে সর্ব প্রতিবন্ধকের কারণ জানিয়া তাঁহাকে গিলিতে ধাবমানা হইল, তাহাতে লক্ষ্মণ তাহার নাসিকা ছেদন করিলেন। সূৰ্পনখা অবমান প্রাপ্ত হইয়া রাবণকে কহিল, রামচন্দ্র সীতার সহিত পঞ্চবটীতে আগমন করিয়াছে। সীতা পরমানন্দরী এক্ষণ তাহাকে তোমার জন্য আনিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, কিন্তু রাম আমার এই দুর্গতি করিলেক। রাবণ সীতার রূপ মাধুরী প্রবণে অতি সত্বরে পঞ্চবটীতে মারীচ নামা অশুচবের সহিত আগত হইল এবং মারীচকে স্বর্ণমৃগ দেহ ধারণ করিতে আদেশ করিল। সীতা বহুরূপী স্বর্ণমৃগ দর্শনে রামকে তাহা ধরিতে কহিলেন। রাম মৃগ ধরিতে গেলেন এবং তদ্ব্যাজে এক শর নিক্ষেপ করিলেন। মায়াকার মৃগ 'ভাই লক্ষ্মণ' বলিয়া উর্দ্ধ স্বরে চিৎকার করিল, তাহাতে সীতা বিবেচনা করিলেন, রামের কোন বিপদ হইয়া থাকিবে, অতএব তাঁহার উদ্দেশে লক্ষ্মণকে পাঠাইয়া দিলেন। রাবণ একাকিনী সীতাকে দেখিয়া এই সুযোগে তাঁহাকে হরণ করতঃ স্ব ধামে লইয়া গেল। রাম লক্ষ্মণ কুটীরে আসিয়া সীতা অদর্শনে হতপ্রভাশা হইলেন এবং ইতস্ততঃ তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। নানা বন ভ্রমণান্তর একদা ঋষামুক পর্বতে উদ্ভীর্ণ হইলেন। ঋষামুককে নল, নীল, অুষেণ, সুগ্রীব, হস্তনাম নামে পাঁচটা বানর ছিল, রাম ভ্রমধ্যে সুগ্রীবের সহিত সখ্য

করিয়া তাহাদিগের সাহায্যে লক্ষ্যই উপস্থিত হইলেন এবং রাবণের সহিত মহা সমর করিয়া তাহাকে নিহত করিলেন ।

অনন্তর সীতাকে উদ্ধার করিয়া ভাতা ও সীতা সমভিব্যাহারে স্ব রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন । ইতি পূর্বে ভরত নামের পাণ্ডুক সিংহাসনে স্বাপন পূর্বক রাজত্ব করিতে ছিলেন, তিনি বাণের আগমন বার্তা শ্রবণে যথোপযুক্ত সন্মান পূর্বক তাঁহাকে আহ্বান করিলেন । রাম রাজা হইলেন । রাম রাজা হইয়া কিছুকাল রাজ্য শাসন করেন, উক্ত নন্দো সীতার সতীত্বের বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ জন্মিল, সেই সন্দেহ তাঁহার প্রজা ও সভাসদগণ আরো উন্নতি করিতে লাগিল । ভাতারা কছিল, সীতা যৎকালে এতকাল রাবণালয়ে ছিলেন, তখন তিনি নিশ্চয় দোষাশ্রিত হইতে পারেন । তজ্জ্বলে রাম লোক লজ্জা ভায় সীতাকে বন-বাসিনী হইতে পাঠাইয়া দিলেন । সীতা তখন পঞ্চম মাস গতিগী ছিলেন, রাম বনে পাঠাইলে তাঁহার আরো পবিত্রাণ বাড়িল । কি করেন! কোথায় যান! গবে তিনি তাঁহাদিগের চরিত্র-রসক বাস্মীকির আশ্রমে আশ্রয় লইলেন! বাস্মীকির আশ্রমে তাঁহার দুইটি যমজ পুত্র জন্মিল, একটির নাম লব, অন্যটির নাম কুশ । এই দুই বালক বাস্মীকি কতৃক শাস্ত্র বিদ্যায় ও শস্ত্র বিদ্যায় সম্যকরূপে দীক্ষিত হইল । ইহার মধ্যে রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করণাকাজ্ঞী হইয়া ঘোটক রক্ষার্থ শত্রু যুদ্ধে পাঠাইলেন । শত্রুয় ঘোটক সমভিব্যাহারে নানা দিগেশ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে বাস্মীকির ভূপোবনে উপনীত হইলেন । ঐ ভূপোবনে লব, কুশ, নানা সীতার নেই দুটি পুত্র জন্মিয়া কাল যাপন করিতেছিল, মনোহর অশ্বকে দেখিয়া তাহাদিগের মন প্রকুঞ্জিত হইল এবং তাহারা ঘোটকটিকে বন্ধন করিয়া রাখিল । ঘোটক বদ্ধ হইলে শত্রুয় আসিয়া লব, কুশ নিকটে তাহা প্রার্থনা করিলেন তাহাতে তাহারা প্রত্যর্পণে অস্বীকৃত হইলে শত্রুয় তাহাদিগের সম্বন্ধ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন—উভয়ে ঘোর যুদ্ধ হইল—শত্রুয় পরাজিত হইলেন । শত্রুয় ক্ষত বিক্ষত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন ।

অনন্তর তৎপশ্চাৎ লক্ষ্মণ, ভরত, অবশেষে রাম, বালক নাগার্ছে আসিলেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই যুদ্ধে পরাভব হইয়া ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরে আবিষ্ট হইবাতে মৃত্তিকা শয্যায় শয়ন করিলেন । কিৎপরে বাস্মীকি মুনি তত্রস্থলে আগত হইলেন, তিনি চারি ভ্রাতার দুর্ভাগ্য বিলোকনে রূপান্তরিত হইয়া তাঁহাদিগকে সচেতন করিলেন । ভাতা চতুষ্টয় বাস্মীকিকে অভিবাদন করিয়া ঐ বালক দ্বয়ের পরিচয়

জিজ্ঞাসু হইলেন, কিন্তু বাঙ্গালীকৃত্তকালে তাঁহাদিগের পরিচয় দিলেন না এবং রামকে বিদায় করিলেন। রাম রাজ্যে আসিয়া যজ্ঞ সমাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার যজ্ঞ দেখিতে অনেক ভূপতি, অনেক ঋষি আগমন করেন, তন্মধ্যে বাঙ্গালীক এবং লব, কুশও ছিলেন। বাঙ্গালীক সভা মধ্যে লব, কুশকে স্বকৃত রামায়ণ কাব্য গান করিতে আদেশ করিলেন, তাহাতে তাহারা এক্রূপ সুললিত স্বরে সংগীত করিল যে, সকলে মোহিত হইলেন। রাম তাহাদিগের কমনীয় স্বরে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগের পরিচয় প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে তাহারা তাহাদিগের জননী সীতার নামোল্লেখ করিলে, রামচন্দ্র একেবারে বিহ্বল হইলেন এবং তপোবন হইতে সীতাকে আনাইলেন। সীতা সভা মধ্যে উপস্থিত হইলে রামচন্দ্র লোকাপবশ নিবারণ ও তদীয় সত্যীভূত পরিষ্কার নিমিত্ত তাঁহাকে অগ্নি পরীক্ষা প্রদর্শনের আদেশ করেন, তাহাতে সীতা বারম্বার পরীক্ষা প্রার্থনায় সাতিশয় ত্রিয়না হইয়া ধরনীর অভ্যস্তরে প্রবেশ করিলেন, অর্থাৎ মুচ্ছাপন্ন, অচেতনা হইয়া কায়্য ত্যাগ করিলেন। তৎপরে রাম লক্ষ্মণকে সভা রক্ষার্থ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার মরণ সংবাদ শ্রবণে সংসারে জলাঞ্জলি দিলেন এবং লবকে অযোধ্যা ও কুশকে নন্দিগ্রামের সিংহাসনে স্থাপন করিয়া অমর সংসার হইতে অবসৃত হইলেন। বাঙ্গালীকির রামায়ণে রামচন্দ্রের চরিত্রের এই সংক্ষেপ বিবরণ কথিত আছে যে, রাম অদ্বিতীয় প্রজাবাৎসল্য ছিলেন এবং ভারতবর্ষে সর্বাদৌ তাঁহার সময়ে বিদ্যা অশূলীনও বৃদ্ধি হয়। রামায়ণ গ্রন্থকার বাঙ্গালীক, স্মৃতি শাস্ত্র প্রণেতা বিশিষ্ট, ধর্ম্মশ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার বিশ্বামিত্র, তাঁহার সমকালবর্তী, তাঁহার তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিতেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বাঙ্গালীক প্রশংসার ভাজন হইয়াছেন। রামায়ণ অমর হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। বাঙ্গালীক কবিদিগের মধ্যে আদি বা প্রথম কবি ছিলেন, পশ্চাত্তের প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে, তিনি কবিতার জন্ম দাতা ছিলেন, তাঁহার পূর্বে কবিতা অপ্ৰকাশিত ছিল। তিনি কখন কালে তমসা সরসীতে স্নান করিতে গমন করিয়া ছিলেন, স্নান করিতে করিতে যুগল ক্রৌঞ্চকে সরসী জলে কেলি করিতে দেখিতে পাইলেন। ক্রৌঞ্চেরা রস রঙ্গে কেলি করিতেছে—দৈবায়ং তথায় এক ব্যাধ উপস্থিত হইল এবং যত্নে তীক্ষ্ণ বীম সংযোজন পূর্বক যুগল ক্রৌঞ্চের মধ্যে একটিকে আঘাত করিল। ক্রৌঞ্চ আঘাতিত হইলে বাঙ্গালীক কোপাবিষ্ট হইয়া ব্যাধের প্রতি কটুক্তি করিলেন। কিন্তু ঐ উক্তি হৃদ্য নিবন্ধ ছিল, বদন হইতে

বিনির্গত হইলে বাঙ্গালীক সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিতে লাগিলেন “আমি ক্রোধের যাতনায় কাতর হইয়া একি উচ্চারণ করিলাম।” ঋষি ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া পার্শ্বস্থ ভরদ্বাজ নানা স্বীয় শিষ্যকে কহিলেন, আমার মুখাগ্র হইতে চারি চরণ সংযুক্ত যে উক্তি বহিস্কৃত হইল ইহা ‘শ্লোক’ হউক। বাঙ্গালীক এই বলিয়া আশ্রমে আসিলেন। ঋষি আশ্রমে আসিয়া ঐ শ্লোকের বিষয় চিন্তা করিতেছেন—ব্রহ্মা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি বাঙ্গালীককে ব্যাধের ভৎসনা সম্বলিত চারি চরণ বিশিষ্ট হৃন্দ উচ্চারণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে কহিলেন, “ঋষি চারি চরণ-বিশিষ্ট যে হৃন্দ তুমি, ‘শ্লোকই’ হউক।” বাঙ্গালীক ব্রহ্মা হইতে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া রামায়ণ রচনা করিলেন। কোন কোন স্বেথকেব দ্বারা কথিত হইয়াছে, রামায়ণ রামচন্দ্রের জন্মবার অগ্রে রচিত হয়, এ নিতান্ত অসম্ভব; রামায়ণ, নিঃসন্দেহ ব্রহ্মের রাজত্ব কালীন এবং কতক অংশ তদীয় মৃত্যুর অন্তে লিখিত হইয়াছিল। রামায়ণে বিদিত আছে, একদা দেবর্ষি নারদ বাঙ্গালীকির সহিত সন্দর্শন করিলে বাঙ্গালীক তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, পৃথিবীর মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, ধর্ম, কোন্ ব্যক্তি সর্ব্ব প্রাপ্ত? নারদ উত্তর করিলেন, অযোধ্যাবিশিষ্ট দশবাহুজ রামচন্দ্র সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত সকল বর্মে পারদর্শী। নারদ ইত্যাদি প্রকাশ উত্তর করিয়া রামচন্দ্রের বাল্যাবস্থা অবধি বুদ্ধাবস্থার চরিত্র, রাবণের সহিত তাঁহার যুদ্ধাদি ইত্যাদি সমস্ত আত্মপূরিক বর্ণনা করিয়া বাঙ্গালীককে রামায়ণ, অথবা রামের চরিত্র রচনা করিতে বলিলেন। বাঙ্গালীক সে অকুণ্ঠি রামায়ণ রচনা সমাপ্তকল্প করিলেন। এতদ্বারা বিশেষ বোধ হয়, রামায়ণ রামচন্দ্রের জন্মবার অগ্রে রচিত না হইয়া বরঞ্চ তাঁহার মরণান্তে, অথবা জীবিত কালীন রচিত হইয়াছিল। অল্প প্রমাণ এই, বাঙ্গালীক যখন রামায়ণ রচনা করেন তখন কুশ, লব, তাঁহার আশ্রমি ছিল। ঋষি তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া রামচন্দ্রের রাজসভায় লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় লইয়া গিয়া তাহাদিগকে স্কৃত রামায়ণ গান করিতে অনুরোধ করেন। বালকেরা তদনুসারে সুললিত কণ্ঠে গান করিতে লাগিল। তাহাতে তত্রস্থ উপস্থিত রাজা ও ঋষিগণ নবীন ললিত হৃন্দ নিবদ্ধিত কাব্য শ্রবণে সাতিশয় পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া কালকগণকে অনির্ধ্বচনীয় প্রশংসা করিলেন। ইহাতে প্রতীত হইতেছে, রামায়ণ রামচন্দ্রের জন্মপ্রাপ্ত প্রণীত হয় নাই, ইহার কিয়ৎ অংশ তাঁহার বর্ত্তমানে, কিয়ৎ অংশ তাঁহার মরণান্তে রচিত হয়।

ইহা যে রূপ হউক, এই রামায়ণ আদি গ্রন্থ এবং যাবৎ কাব্যের মধ্যে আদি এবং প্রধান কাব্য, ইহাতে বাল্মীকির বিশিষ্ট ক্ষমতা ও বিচক্ষণতা প্রকাশ হইয়াছে।

হোমর যে রূপ তাঁহার সমকালবর্তী রাজাগণের, সমকালবর্তী মনুষ্য সমূহের অসভ্যাবস্থার স্বাভাবিক প্রকৃত প্রকৃতি, চরিত্রাদি উৎকৃষ্ট বর্ণন করিয়াছেন, বাল্মীকিকেও ভদ্ররূপ করিতে দেখা যায়। রামায়ণ ভারতবর্ষের অসভ্যাবস্থার গ্রন্থ, সুতরাং ইহা নানা অদ্ভুত কাল্পনিক জল্পনায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন মানব শ্রেণীর আদি, অথচ অসভ্য অবস্থায় বুদ্ধির তাদৃশ প্রাথমিকভাবে বিবিধ প্রকার অলীক গল্পে মন সংযোগ করে এবং অদ্ভুত বশতঃ প্রীতি জন্মায়। প্রথম অবস্থায় তাবৎ জাতির প্রথম ইতিহাসে দেব দৈত্যের যুদ্ধ লিপিবদ্ধ আছে। ক্রমে সভ্য হইলে দেব দৈত্যের বিনিময়ে মানবগণের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ বিবরণ বর্ণিত হয়, কিন্তু কিয়ৎ অসভ্যাবস্থা প্রযুক্ত ইতিহাসবেত্তারা এই মানব সমূহের মধ্যে কাহাকেও দেব মধ্যে পরিগণন করেন। যে ব্যক্তি অধিক পরাক্রমী ও অসাধারণ যুদ্ধ-বিষারদ তাহাকেই দেব মধ্যে গণন করা যায়। কিন্তু এই মনুষ্যকে দেব বলি না। বাল্মীকির রামচন্দ্র ও ব্যাসের কৃষ্ণচন্দ্র আর কিছু নহেন, তাঁহারা গ্রীষীয় ও রোমীয় বীরদিগের ন্যায় দেবতা হইয়াছেন। বাল্মীকি অসভ্যাবস্থার মানব প্রকৃতি, স্মৃচাকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। নর বানর ও রাক্ষসের যুদ্ধ কেবল তৎকালীন চরিত্র মাত্র। রাক্ষস ও বানর অবশ্য কোন অসভ্য জাতি হইবে। রাক্ষস বা কনিবল (canibal) অনেক নিরাশ্রয়ী অসভ্য দেশে বর্ত্তমান ছিল, এখনও আছে। অতএব বাল্মীকির প্রণীত ইতিহাস নিতান্ত কাল্পনিক নয়, ইহাতে কিঞ্চিৎ সভ্য পদার্থ আছে। বাল্মীকির মানব চরিত্র অতি সুন্দর, সীতার স্বাভাবিকবনের দুঃখ সন্দর্শনে কোন ব্যক্তি না করুণায়িত হইবেন? রামায়ণে সর্ব চরিত্রাপেক্ষা সীতার চরিত্র পরিপাটি, এবং রামায়ণ তাঁহার এবং রামচন্দ্রের শোকেতে সমাপ্ত হইবাতে আরো মনোহর হইয়াছে। কিন্তু রামায়ণে রামচন্দ্রের চরিত্র উপযুক্ত বর্ণন হয় নাই। রাম এতাদৃশী বৃহৎ যুদ্ধে মহা পরাক্রমী রাবণকে যদিও সংহার করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে বীরের ন্যায় বোধ হয় না, বরঞ্চ রাবণের বিলক্ষণ বীরত্ব প্রকাশ হইয়াছে। রামাপেক্ষা রাবণ বীর পুরুষের মধ্যে গণ্য। বাল্মীকি প্রবঞ্চনা পুরুষ বধ করাতে রামচন্দ্রের শোঁচ্য আরো লক্ষ্য হইয়াছে। কিন্তু স্থানে স্থানে তাঁহার বীরত্ব

প্রকাশ আছে । ধর্ম্মভঙ্গ, এবং পরশুরামের ধর্ম্মকে গুণ সংযোজন করিয়া তাঁহার স্বর্ণ পথ অবরোধ করা বীরের কার্য্য বটে । রাম যাবৎ নৃপতির অপেক্ষা প্রজাবাৎসল বলিয়া লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার নতুপযুক্ত কার্য্য দেখা যায় না । তদ্বিষয়ে যুধিষ্ঠিরের চারু উপযুক্ত ; দান সূক্ত জনশ্রুতি বিশ্বাস করিয়া বিচার ব্যতীত জনককে বিবর্জিত করিতে তাঁহাকে প্রজাবাৎসল বলা যাইতে পারে না, প্রজ্যুজ এতদ্বারা তাঁহার অল্প বুদ্ধি প্রকাশ হইয়াছে । উপর্য্যী শূদ্রকে অমঙ্গলের কারণ জানিয়া তাঁহাকে হনন করাতেও তাঁহার প্রজাবাৎসল্য প্রচার হয় না, ইহাতে তাঁহার অধর্ম্ম পরিদৃষ্ট হইতেছে । নিবেদন করাই বিধেয় ছিল ।

পরন্তু অবস্থার বর্ণন কেবল কাল ধর্ম্ম বশতঃ হইয়াছে । শূদ্ৰদিগের কর্ম্ম ব্রাহ্মণ দেবো ম ত্র, মনু কর্ত্তক নিরুপিত হইয়াছে, কবিদিগের গ্রন্থও নূলে শুলে কদর্য্য হইয়াছে । ফলতঃ বাল্মীকি রাম কর্ত্তক শূদ্ৰের বিনাশ যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা তৎকালীন লোকাচার অনুযায়ী বিরুদ্ধ নয় । রামচন্দ্র যে গ্রন্থকারদিগের মতানুযায়ীক প্রজাবাৎসল ছিলেন না, তাহার অপরাধ প্রমাণ এই, যে তিনি রাবণ বিশ্বাসমানস্তুত ক্রিয়াকাল রাজা শাসন করিয়া ভ্রাতাদিগকে রাজ্যার্পণ করিলেন এবং অস্তঃপুরে মনুষ্যের সহিত মাতঃ সহস্র বর্ষ রম রম্ভে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন । এ প্রজাবাৎসল্যের চিহ্ন নয় । যুধিষ্ঠির এতদ্বিষয়ে নির্দোষী ছিলেন । রামের দীর্ঘ কাল রাজ্যাসনে অবস্থিত রামের সমুহ দুঃখ হইয়াছিল ইহাও কথিত হইয়াছে, অতএব তিনি কিরূপ প্রজাবাৎসল্য বিবেচনা কর ! তাঁহার এই নশিষ্ঠ স্বভাব ছিল যে, তিনি আপদ উপস্থিতের অগ্রে সতর্ক হইতেন না, আপদ উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিকার চেষ্টা করিতেন । লক্ষ্মণের চরিত্র কুতজ্ঞতা ও ভ্রাতার নিকটে বশীভূততার জন্ম বিখ্যাত । যদিও রামায়ণে দুই এক দোষ পাওয়া যায় তথাপি সে দোষ উৎকৃষ্ট কবিতা ছন্দে প্রচ্ছন্ন হইয়াছে এবং রামায়ণ আদি গ্রন্থ বলিয়া অধিক দোষাপন্ন হইতে পারে না । পশ্চাত্তের গ্রন্থকর্ত্তাদিগের অল্প দোষ থাকিতে পারে এবং তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা পূর্ক পূর্ক গ্রন্থাদির দোষ গুণ সংলগ্নাসংলগ্ন পরীক্ষা করিয়া আপনাদিগের গ্রন্থ সংশোধন করিয়াছেন ।

সে যাহা হউক, আমরা এক্ষণে সূর্য্য বংশের রাজাদিগের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া চন্দ্রবংশীয়দিগের বিষয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম । চন্দ্রের পুত্র

বুধ চন্দ্রবংশের উৎপাদক । তাঁহার অপৌত্র যযাতি* । এই যযাতি বড় বিখ্যাত রাজা ছিলেন, তিনি বহু বিচার কৌশলে রাজ্য শাসন করিতেন । কাল ক্রমে তিনি দানব গুরু শুক্রাচার্যের দেবযানী নাম্নী তনয়ার পাণিগ্রহ করিলেন । যযাতি ক্ষত্র ছিলেন এবং দেবযানী ব্রাহ্মণ উরসে জন্ম গ্রহণ করেন, সুতরাং তাঁহাদিগের তনয় বর্ণশুদ্ধ হয় । যাহা হউক, শুক্রাচার্য দেবযানীকে সম্প্রদান করেন । দেবযানীর শর্মিষ্ঠা নামিকা এক মহচরী ছিল, শুক্রাচার্য কন্যা সম্প্রদান করিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ ! আপনি শয়ন করিলে শর্মিষ্ঠাকে কদাচ আহ্বান করিবেন না । নৃপতি স্বীকৃত হইলেন এবং দেবযানী সমভিব্যাহারে স্বরাজ্যে আসিলেন । দেবযানীর সহিত শর্মিষ্ঠা আসিয়াছিল, রাজা অশোক বনে তাহার বাসস্থান নির্দ্দষ্ট করিলেন । কিছু কাল পরে দেবযানী এক পুত্র প্রসব করিলেন, নৃপতি তাহার নাম যদু রাখিলেন ।

অনন্তর ক্রিয়ৎ দিবস অতীত হয়, রাজা এক সময় অশোক বনে উপনীত হইলেন । শর্মিষ্ঠা তখন ক্ষতুমতী ছিল, সে ক্ষত বক্ষার্ণ রাজার নিকটে প্রার্থনা করিল । যযাতির দ্বারা শর্মিষ্ঠার ক্ষত সঞ্চার হইল এবং ক্রমশঃ জন্ম গ্রহণ করিলেন । ইতিমধ্যে দেবযানীর অপর এক পুত্র হয়, তাহার নাম তুর্দসু । শর্মিষ্ঠা অপর দুই পুত্র প্রসব করে, একটির নাম অম্বু, অন্মুটির নাম পুরু । নৃপতি সময় ক্রমে জরাগ্রস্ত হইলেন এবং পুত্রদিগকে জরা সমর্পণ করিতে বাসনা করিয়া এই স্থির করিলেন, যে যে পুত্র জরা গ্রহণ করিবে সে রাজা হইবে । কিন্তু শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র ব্যতীত কেহই জরা গ্রহণ করিল না, অতএব রাজা তাহাকে রাজ্যসনে স্থাপন করিয়া অপর পুত্রগণকে অভিসম্পাত করিলেন । দেবযানীর জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে এই অভিসম্পাত দিলেন, তোমার বংশে কেহ রাজা হইবে না, কনিষ্ঠ তুর্দসুকে এই শাপ দিলেন, তুমি জ্ঞেহুদিগের রাজা হইবে এবং তোমার বংশাবলী অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবে । রাজা শর্মিষ্ঠার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্রমশঃ এই শাপ দেন, যে দেশে চারি জাতির প্রভেদ থাকিবে না, তুমি সেই দেশে দণ্ডধর হইবে এবং তোমার সর্গাভিলাষ নষ্ট হইবে । যযাতি, কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে রাজ্য ভার দিয়া তপশ্চারণে অহরত হইলেন ।

* কৃত্য ও চন্দ্রবংশের রাজাদিগের আনুপূর্বিক নাম জানিতে আবশ্যক হইলে মহাভারত, রামায়ণ এবং মেঘ ডাউয়ের “হিন্দুস্থান” দেখ । পৃষ্ঠা ৭ গ্রন্থে অশ্বক রাজার প্রণীত আছে ।

পরন্তু যশাতি অপর জনয়গণকে যাহা শাপ দিয়া ছিলেন তাহা সত্য হউক বা না হউক, ফলে তুর্বাষু ও অন্ত্র হইতে স্বেচ্ছজাতি বিশেষ উৎপন্ন হইয়া থাকিবে, যশাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যত্ন হইতে যত্নবৎশেব উৎপত্তি হয় এবং ক্ষত্রিয়, তৌজ বংশ উৎপন্ন করেন। পুত্রের দ্বন্দ্ব নামে এক বিখ্যাত উক্তরাধিকারী হইলেন। দ্বন্দ্বের জগৎ বিদ্যা তা শকুন্তলাকে বিবাহ করেন। দ্বন্দ্বের চরিত্র বড় বিচিত্র এবং শকুন্তলার উপাখ্যান কালিদাস নাটক ভলে অমর করিয়াছেন। শকুন্তলা হইতে ভরত জন্ম গ্রহণ করেন এবং ভরত হইতে জন্মদাপ 'ভারতবর্ষ' বলিয়া উল্লেখ হয়। ভরতের পথে হস্তী নামে এক নরপতি হইলেন, তাহা হইতে হস্তীনা নগরী স্থাপিত হইয়াছিল। তৎকালীন অন্তরে কুরু, হস্তীনার রাজা হইলেন এবং 'কুরুক্ষেত্র' তীর্থ নির্মাণ করাইলেন। তদনন্তর শান্তনু ভারত সিংহাসনে বসিলেন। শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে ভীষ্ম উদ্ভব হইলেন, তিনি পিতার সহিত পাইবর কন্যা সত্যবতীর বিবাহ দিলেন। সত্যবতী অসম্মী ছিল, পরাশর তাঁহার অবিবাহিতায় সন্তোষ নষ্ট করেন, তদ্বারা বেদব্যাস জন্ম পরিগ্রহণ করিলেন। শান্তনুর দ্বারা সত্যবতীর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামে দুই পুত্র হয়, কিন্তু তাঁহার অসময়ে কাল করালে পতিত হইবাত্তে তাঁহারি সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। অপর ভীষ্ম কোন কারণ বশতঃ বিবাহ না করিলে তাঁহারও কোন সন্তানের সম্ভাবনা হইল না, এহেতু কুরু বংশ লোপ হইবার উপক্রম হইল,—তাহা তাহার উপায় করিলেন। ব্যাস সত্যবতীর আদেশে বিচিত্রবীর্যের প্রথম স্ত্রী অম্বিকার ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্রকে এবং দ্বিতীয় স্ত্রী অম্বালিকা'র ক্ষেত্রে পাণ্ডুব উৎপন্ন করিয়া অম্বালিকার সখীর ক্ষেত্রে বিদুরকে উৎপন্ন করিলেন। পাঠকেরা! আমরা এই পুত্রদিগকে কোন্ বর্ণের মধ্যে পরিগণন করিব? ব্যাসকেই বা কোন্ জাতি বলিব? 'দেবরোণ স্তুতোঃ পশ্চি'—ব্যাস তো অশ্বিকাদির দেবর ছিলেন না। কি কদাচার! 'যাহা হউক, শাস্ত্র মতে ব্যাস ব্রাহ্মণ হইলেন। যশাতির পুত্র যত্ন কত্রিয় হইলেন, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু এবং শূদ্র ক্ষেত্র জাত বিদুরও কত্রিয় বলিয়া উল্লেখিত হইল। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোগ্যধন প্রভৃতি একশত পুত্র হইল, কুন্তীর গর্ভে পাণ্ডুর যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন, এবং মাদ্রির গর্ভে নকুল ও সহদেব নামা পঞ্চ পুত্র জন্মিল। কিন্তু এই পঞ্চ পুত্র পাণ্ডুর ঔরষজাত পুত্র নহে, ইহঁরা পঞ্চ দেব হইতে উৎপন্ন হন। বিদুরের পুত্রাদি হইল না। পাণ্ডু এবং ধর্মিষ্ঠ, প্রভাগশীল নরপতি

ছিলেন। তাঁহার লে কাস্তুর প্রাপ্তি হইলে তদীয় পুত্র যুধিষ্ঠির হস্তীনা রাজ্য শাসন করেন।

যুধিষ্ঠির পুত্রেরা বিশেষতঃ দুৰ্য্যোধন অতি বল ছিল, তাহার পঞ্চ পাণ্ডবের বিনাশ সাধনার্থ সমধিক যত্ন পাইয়া ছিল। তাহার পরাক্রমী ভীমের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া তাঁহাকে ব্যাল্যাবস্থায় মিষ্টান্নে বিষ মিশাইয়া খাওয়াইল, তাহাতে ভীম অনেক কষ্টে উদ্ধার পাইলেন। দুৰ্য্যোধন হস্তীনা হস্তগত করণ প্রত্যাশায় তথা পঞ্চ জ্যোতার বিনাশ সাধনার্থ 'জতু গৃহ' নির্মাণ করেন। ঐ জতুগৃহের চতুর্দিকে ঘৃত কুম্ভ লুকাইত ছিল, যুধিষ্ঠিরে ঘৃত ও তৈল দেওয়া ছিল, অগ্নি দিলে পলায়নের পথ ছিল না, যে দিকে যাও সে দিকেই নিপদ। স্থানে স্থানে অস্ত্র শস্ত্র স্থাপিত হইল, তথায় গমন মাত্র অঙ্গ ছেদনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। দুৰ্য্যোধন এই ভীষণ গৃহ নির্মাণ করাইয়া কোণলে কুন্তীব সহিত পঞ্চ পাণ্ডবকে তথায় সুখে বঞ্চিত পাঠাইলেন। তাঁহার জতুগৃহে কিয়ৎ দিবস অবস্থিতি করেন, ইতিমধ্যে তাঁহার দুৰ্য্যোধনের চাতুরী এবং তাঁহাদিগের নাসার্থ জতুগৃহ প্রস্তুত হইয়াছে টের পাইলেন। কিন্তু পলাইবার কোন উপায় পান না। বিদুর তাঁহাদিগকে এশঙ্কটে ত্রাণ করেন; তিনি খনক নামক এক শিল্পীকে যুধিষ্ঠিরের নিকটে পাঠান। খনক জতুগৃহ পার্শ্বে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া পাণ্ডবদিগের মুক্তির পথ করিল। যে দিবস জতুগৃহ অগ্নি প্রদান করিবে, যুধিষ্ঠির খনক কর্তৃক সেই নির্দ্ধারিত দিবস অবগত হইয়া রাত্রি কালে তাঁহাদিগের নিমুক্ত নাশক পুরোচনের গৃহে অগ্নি প্রদান পুরস্কার সুড়ঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন এবং গঙ্গা তীরে উদ্ভীর্ণ হইয়া বিদুর প্রেরিত তরণী করিয়া গঙ্গা পার হইলেন। তদনন্তর তাঁহার হিড়িম্বক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই অরণ্যে হিড়িম্ব নামে এক নিশাচর ছিল, ভীম তাহাকে নষ্ট করিয়া হিড়িম্বা নামিকা তদীয় ভগিনীকে বিবাহ করেন। তৎপরে পাণ্ডবেরা বামচক্র নামা নগরে এক ব্রাহ্মণালয়ে বসতি করিলেন। তথায় বক নামে এক নিশাচর ছিল, সে প্রাণশূন্য এক এক ব্যক্তির নিকটে এক এক দিন কর স্বরূপ পায়সার ও নরবলি গ্রহণ করিত, যে ব্যক্তি তাহা দিতে সমর্থ হইত না, নিশাচর সপরিবারের সহিত তাহাকে বিনাশ করিত। পাণ্ডবেরা যে বিগ্রহ গৃহে বসতি করিতেন, এক দিবস বকের কল্প তাঁহার অংশে প্লাবিত হইল, অতএব তিনি সাতিশয় শোকাকুল হইলেন, কিন্তু তিনি ঐ বককে নাশ করিয়া তাঁহাদিগের শোক নিবারণ করিলেন।

পাণ্ডবেরা কিয়ৎকাল বিপ্রালায়ে থাকেন, ইতিমধ্যে পঞ্চাল রাজা দ্রুপদ দ্রৌপদীর সযশ্বর সংবাদ শুনিয়া তাঁহারা সযশ্বর দেখিতে পঞ্চালে গমন করিলেন এবং এক কুম্ভকারের গৃহে আশ্রয় লইলেন । দ্রুপদ বাজার তনয়া দ্রৌপদি অতি সৌন্দর্য্যময়ী ও সুন্দরী ছিলেন, দ্রুপদ বাসাদেশায়সারে এক “লক্ষ” নির্মাণ করিলেন, এই লক্ষেতে এক খানি চক্র ক্রমশঃ ঘূর্ণায়মান হইতেছিল, তন্মধ্যে একটি ছিদ্র ছিল । সেই চক্রের অনতিদূরে একটি স্তূর্ণ মৎস্য স্থাপিত হইল, তাহার চক্ষু দ্বয় হীরক মণ্ডিত । দ্রুপদ রাজা এবম্পকারে লক্ষ নির্মাণ করিয়া এই ঘোষণা করিলেন, যে ব্যক্তি চক্রের ছিদ্র দিয়া মৎস্যের চক্ষু ভেদ করিতে পারিবে সে দ্রৌপদি লাভ করিবে । দ্রুপদ, কন্যার সযশ্বরে একুণ লক্ষ নির্মাণ করিলেন নানা দেশের রাজারা মৎস্য পাইয়া তদ্রাজ্যে আসিলেন । সযশ্বর দেখিতে অনেক ঋষি, ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন । যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা তাঁহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণবেশ ধারণে ব্রাহ্মণ সমাজে ভুক্ত হইয়া বসিলেন । রাজকন্যা সভা মধ্যে উপস্থিত হইলেন । তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই মোহিত হইলেন এবং অনিবেশ নখনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । রাজারা তদীয় পাণি গ্রহণার্থ ব্যগ্রহাতিশয়ে ধূকটকার পূর্বক লক্ষ বিক্রিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু কেহই ফল প্রাপ্ত হইলেন না । অনেক পরাশ্রুত হইলে ভীষ্ম গাত্রোত্থান করিয়া ধনুর্ধার ধারণ করিলেন, কিন্তু তিনি অমঙ্গল-প্রদ দ্রুপদ পুত্র নপুংসক শীর্ণভাবে দেখিয়া ধনুর্ধার পরিত্যাগ করিলেন । ভীষ্ম ধনুর্ধার পরিত্যাগ করিলে আর কেহ সাহস পূর্বক অগ্রবর্তী না হইলে দ্রুপদ পুত্র ধূকটু উচ্চ স্বরে কহিলেন, চারি বর্গের মধ্যে যে ব্যক্তি লক্ষ ভেদ করিবে সে আমার ভগিনী প্রাপ্ত হইবে । দ্রোণাচার্য্য ধনু ধারণ করিলেন এবং ‘আমি লক্ষ বিক্রিবে দুর্ঘ্যোধন দ্রৌপদীর স্বামী হইবে’ কহিলেন । কিন্তু কৃষ্ণের প্রতারণাতে তিনি ফল প্রাপ্ত হইলেন না । অনন্তর কর্ণ উঠিলেন, তিনিও কৃষ্ণের কুহকে পতিত হইলেন । অতঃপর অর্জুন উঠিয়া লক্ষ ভেদ করিলেন । বিপ্রবেশী অর্জুন লক্ষ ভেদ করিলে দ্রৌপদী তদীয় পাশ্বে আসিলেন, তাহা দেখিয়া নৃপতিগণের সাতিশয় কোপ হইল, তাঁহারা একত্র মিলিত হইয়া অর্জুনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন । অর্জুন সকলকে পরাজয় করিলেন । ভীষ্ম তাঁহাকে সাহায্য করিলেন । তদনন্তর পঞ্চ ভ্রাতা দ্রৌপদি সহ কুম্ভকারের নিকেতনে প্রবেশ করিলেন । কুন্তী তাঁহাদিগের বিলম্বে খিমননা হইয়া ভাবিলে ছিলেন, এক্ষণ সময়ে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন । ভীষ্ম কুন্তীকে কহি-

লেন। অদ্য কুলহেতে নিযুক্ত থাকিবাকে অধিক রাজি হইল, কিন্তু উত্তম ভিক্ষা পাওয়া গিয়াছে

কুলী কাহিলেন। তোমরা পঞ্চ ভ্রাতায় ঐ ভিক্ষা অংশ করিয়া লহ। তৎপরে দ্রৌপদিকে দেখিয়া তাঁহার বিস্ময় জন্মিল। তিনি যুধিষ্ঠিরকে কাহিলেন, অজ্ঞানত আমি কুলায় করিয়াছি। দ্রৌপদিকে ভিক্ষা জানে তোমাদিগকে অংশ করিতে বলিয়াছি। তিনি অতি ধর্ম্মজ্ঞ, অতএব ইহার ইতিহাস বিবেচনা কর। মাতৃ বাক্য হেলন না হয়। যুধিষ্ঠির তোমর বাক্য কদাচ উল্জ্ঞান হইবে না বলিয়া অর্জুনের অতিপ্রায় জানিবার জন্য অর্জুনকে কাহিলেন, 'তাই! অনেক কষ্টে লক্ষ ভেদ করিয়া দ্রৌপদি লব্ধ করিলে, অতএব ইহাকে বিবাহ কর।' অর্জুন উত্তর করিলেন, জ্যেষ্ঠ বর্জ্জমানে কনিষ্ঠের বিবাহ বিধেয় নয়, অতএব আমি অগ্রে বিবাহ করিব না। তাহাতে যুধিষ্ঠির সান্ত্বিত পরিতুষ্ট হইলেন। পরদিবস তাঁহারী দ্রুপদের রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। দ্রুপদ পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে প্রত্যেককে (অর্থাৎ বাহ্যাব ইচ্ছা হয়) দ্রৌপদির আনিগ্রহণ করিতে বলিলেন, কিন্তু তাঁহারী পঞ্চ জনেই দ্রৌপদিকে বিবাহ করিতে অতিপ্রায় প্রকাশ করিলে দ্রুপদ অতীব চিন্তাকুল হইলেন। পরে ঋষিরা আসিয়া দ্রৌপদির পঞ্চ স্বামীর বিবরণ দ্রুপদকে স্মৃত করিয়া পঞ্চ ভ্রাতাকে কন্যা দান করিতে আদেশ করিলেন। দ্রুপদ পঞ্চ পাণ্ডবকে কন্যা সপ্তদান করিলেন। তাঁহারী দ্রৌপদির সমভিব্যাহারে স্বদেশে আসিলেন। জড়ুগৃহ দাহ কালীন কুরু বংশীয়েরা অমৃত্যুব করিয়া ছিলেন, পাণ্ডবেরা মরিয়াছেন, কিন্তু সময়ের কালে অর্জুন ও ভীষ্মের বিক্রম দেখিয়া তাঁহাদিগের বিলক্ষণ বোধ হইল, পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন, অতএব রাজ্যে আসিলে তাঁহারী পাণ্ডবদিগকে ও দ্রৌপদিকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিলেন। যুধিষ্ঠির তদবধি ক্রিয়ংকাল অর্জু রাজ্য ইন্দ্রপক্ষে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্রিয়ংকাল অতীত হইলে যুধিষ্ঠির মহা সমারোহ পূর্বক রাজসূয় যজ্ঞ করিলেন, তাহাতে পাণ্ডবদিগের অপরিমিত শোভাগা দেখিয়া দুর্যোধনের হিংসা জন্মিল, তিনি পাণ্ডবদিগের নাসার্থ বড়যন্ত্র করিয়া পাশক ক্রীড়া পাণ্ডবদিগের নাস সাধক স্থির করিলেন এবং কলে কোশলে যুধিষ্ঠিরকে পাশায় পরাস্ত করিয়া তাঁহার সমস্ত রাজ্য হস্তগত করণানন্তর সভা মধ্যে দ্রৌপদির অপমান করিয়া পাণ্ডবদিগকে বনে পাঠাইলেন। পাণ্ডবেরা ইতস্তস্ত বনে বনে ছাদশ বর্ষ কালযাপন করিয়া এক বৎসর বিরাট রাজ্যধরের

রাজবাটীতে কালহরণ করিলেন। বিরাট রাজ্যের সহিত কুরুদিগের বিগ্রহ হয়, তাহাতে ভীমার্জুন কুরুদিগের সবলকে একে একে পরাজয় করেন। বিরাট রাজ্যে পাণ্ডবেরা অস্বাভাবিকপে সংস্রবের কাল বাস করিয়া ধৃতবাকীকে দ্রুত দ্বন্দ্ব আত্মাদিগকে রাজ্য প্রত্যাপন করিতে অবগতি করিলেন, কিন্তু ধৃতবাকী অস্বীকৃত হইলে, তাঁহার যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণে নিদ্রা হইল, তথায় পাণ্ডব ও কুরু উভয়ে আপন আপন শিখির নির্মাণ পূর্বক যুদ্ধ সজ্জা করিতে লাগিলেন। কুরুদিগের একাদশ অক্ষৌহিনী প্রস্তুত হইল, পাণ্ডবেরা সাত অক্ষৌহিনী প্রস্তুত করিলেন*। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, ভগদত্ত, ভর্যোথনের প্রধান সহকারী হইলেন, এবং শল্য প্রভৃতি অস্থপূর্বিক সেনানীর কর্ম স্বীকার করিলেন। পাণ্ডবদিগের নল্লকৈরুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কৃষ্ণ সহিলেন। প্রথমে ভীষ্ম কোবদীদিগের সেনানী হইয়া যুদ্ধ করিলেন। অর্জুন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম অসামান্য ধনুর্ধর ছিলেন—অর্জুন তাঁহাকে পরাজয় করিতে বিলক্ষণ উপায় করিলেন, সমুদয় নিষ্ফল হইল। অর্জুন অল্প অমনোযোগী হইলে, ভীষ্ম একেবারে দশ সহস্র প্রাণী নাশ করিতে লাগিলেন, তাহাতে দশ দিনের মধ্যে পাণ্ডবদিগের এক লক্ষ সৈন্য ক্ষয় হইল। অর্জুন ভীষ্ম নাশে অসমর্থ হইয়া তাঁহার নিকটে স্বয়ং গিয়া তাঁহার পতন বান প্রার্থনা করিলেন। আমরা পূর্বেই বহিষ্কারি, ভীষ্ম অমঙ্গল দর্শনে ধনুর্ধর ত্যাগ করিতেন, অর্জুন তাঁহার পতন বান প্রার্থনা করিলে, তিনি ক্রপদ পুত্র অমঙ্গলজনক শিখণ্ডীকে যুদ্ধ কালীন সময়ে রাখিতে বলিলেন। যুদ্ধ কালীন অর্জুন ভীষ্ম সম্মুখে শিখণ্ডীকে রাখিলে, তিনি ধনুর্ধর পরিভ্যাগ করিলেন। অর্জুন এই সুযোগে বান দ্বারা তাঁহাকে ভূমিস্যাং করিলেন।

ভীষ্মের পরে দ্রোণ কুরু সেনানী হইয়া অর্জুনের সহিত যোঁর যুদ্ধ করিলেন। অর্জুন তাঁহাকে কোন প্রকারে নষ্ট করিতে পারিলেন না। অনন্তর কৃষ্ণ চাতুরী করিয়া “দ্রোণ পুত্র অশ্বখানি করি-

* এক অক্ষৌহিনীতে “এক বিংশতি সহস্র, অষ্ট শত সপ্ততি বৃথ এবং উক্ত সংখ্যক হস্তী থাকে। অপর তন্মধ্যে পদাতির সংখ্যা এক লক্ষ নয় হাজার তিন শত পঞ্চাশ, আর তাহাতে পঞ্চাশটি সহস্র, ছয় শত দশটি অশ্ব থাকে”—সর্বার্থ পূর্বচজ—২ সংখ্যা।

রাছেন" দ্রোণের প্রত্যক্ষে প্রকাশ করিতে বলিলেন, কিন্তু ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাহাতে সম্মত হইলেন না। তৎকালে কুরুদিগের অশ্বখামা নামে এক করী মরিয়াছিল। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে "অশ্বখামা হতঃ গজ ইতি" কহিতে আদেশ করিলেন। যুধিষ্ঠির তদন্তরূপ করিবারে দ্রোণ ভ্রম ক্রমে আত্ম পুত্রের মরণ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া শোকে বিহ্বল হইলেন। এমত সময়ে ক্রপদ পাত্র ধূতীদ্রুম খড়্গ দ্বারা তাঁহার শিরোচ্ছেদ করিলেন। তৎপরে কর্ণ কুরু পক্ষের সেনাপতি হইয়া অর্জুনের সহিত মহা যুদ্ধ করিলেন এবং অর্জুন হস্তে পতিত হইলেন। তদনন্তর শল্য সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করেন এবং যুধিষ্ঠিরের দ্বারা সংহাবিত হয়েন। এ দিগে ভীম কর কুল, কুরু সৈন্য ক্ষয় করেন। দুর্যোধনাদি শত ভ্রাতা তাঁহার হস্তে নিপাতিত হয়েন। এ যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের পক্ষে অভিমত্যা, ক্রপদ, ধূতীদ্রুম, শিখণ্ডাদির নাশ হয়। আগ্নি পূর্বেই বলিয়াছি, হিন্দু যোদ্ধা ইউদ্যোত্ময়দিগের ত্রায় ব্যাহ রচনা করিতে পারিত, অর্জুন পক্ষে অভিমত্যা এই ব্যাহে প্রবেশ করিয়া আত্ম প্রাণ নাশ করিয়াছিলেন। অভিমত্যাকে দ্রোণ, কর্ণ, প্রভৃতি সপ্ত মহা বীর বেঁটন করিয়া নষ্ট করেন। যুদ্ধ শেষ হইলে অশ্বখামা পাণ্ডবদিগের শিবিরে প্রবেশ করিয়া দ্রোণদিগ পক্ষ পুত্রকে পক্ষ পাণ্ডব জ্ঞানে হনন করেন, তাহাতে অর্জুন ক্রুপিত হইয়া তাঁহার শীরাগ্র ভাগ ছেদন করিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অষ্টাদশ অকৌহিনীর মধ্যে কেবল নয় ব্যক্তি জীবিত ছিল, পঞ্চ পাণ্ডব, সাত্যকি, অশ্বখামা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্মা, ইত্যাদি। উক্ত অষ্টাদশ অকৌহিনীর মধ্যে দুর্যোধনের ১২০২৮৫০ পদাতিক, ৭২০৭১০ তুরগ, ২৪০৫৭০ রথ, এবং ২৪০৫৭০ হস্তী ছিল। ৭৬৫৪৫০ পদাতিক, ৪৫৯২৭০ তুরগ, ১৫৩০৯০ রথ, এবং ১৫৩০৯০ হস্তী, যুধিষ্ঠিরের সপ্ত অকৌহিনীর সংখ্যা। কিন্তু এতাদৃশী অগণনীয় ব্যক্তির মধ্যে কয়েক ব্যক্তি মাত্র পরিভ্রাণ পায়। কি আশ্চর্য্য! মনুষ্যদিগের কি অববেকতা! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অষ্টাদশ দিবস মাত্র হয়, কি আশ্চর্য্য এত অল্প দিনের মধ্যে এত লোক কাল হস্তে পতিত হয়! সে বাহা ইউক, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে, যুধিষ্ঠির সমস্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে অধিক কাল রাজ্য ভোগ করিতে হইল না, তিনি জাতি, বন্ধু, পরিজনদের মরণে একাকী হইলেন, এবং সেই সুহৃদ কৃষ্ণের মৃত্যুতে তাঁহার শোক আগুনের ত্রায় প্রক্ষালিত হইল। বৃত্তি, অশ্ববা যদ্বংশ আত্ম বিচ্ছেদে সমুলে নির্মূল হইলে যুধিষ্ঠির

ভারতবর্ষের ইতিহাস

সংবাদ-পাইয়া চারি ভ্রাতা ও দ্রৌপদি-সহ রাজ্য পরিভ্রাণ পূর্বক 'মহা
 প্রস্থান' করিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা সংসার পবিত্রাণ পূর্বক ব্রহ্মচারী-
 দিগের সদৃশী পারত্রিক কার্য্যে নিরত হইয়া হিমালয় শৃঙ্গাতিমুখে
 চলিলেন। ব্যাস কহিয়াছেন, যুধিষ্ঠির নিজ পুণ্যবলে সশরীরে
 স্বর্গারোহণ করেন। তিনি কাল করভলে পতিত হউন, সম্যাস-প্রাশ্রম
 গ্রহণ করুন। আমরা এতদ্বিষয় মিমাংসা করিতে সমর্থ নাই। যুধিষ্ঠির
 আশ্চর্য্যরূপে ধর্ম্মশীল ছিলেন, ব্যাস তাঁহার চরিত্র উপযুক্ত বর্ণন
 করিয়াছেন; কিন্তু যুধিষ্ঠির যেরূপ ধর্ম্মিষ্ঠ ছিলেন তদ্রূপ হওয়া অসীম
 কঠিনকর। ব্যাস পুত্র শুকদেবের চরিত্র অসম্ভব বোধ হয়, শুকদেব
 ভূমিষ্ঠ না হইতেই সংসারে তাঁহার বিরক্তি জন্মিল, ভূমিষ্ঠ হইয়া মাত্র
 (অর্থাৎ বাল্যকালেই) তিনি মায়া-মোহ পরাজয় করিয়া পরব্রহ্মে
 মন সংলগ্ন করিলেন। তাঁহার চরিত্রের দ্বারা বিশেষ প্রতীয়মান
 হয় তিনি প্রকৃত ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি সনাতন ধর্ম্ম বিলক্ষণ হৃদয়-
 স্তম করিয়াছিলেন, এবং ষড় ঋণ পরাজয় করিয়া ইন্দ্রিয় সমস্তকে কুপথে
 ধাবমান হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম বিষয়ক চরিত্র
 সামান্য নহে। তাঁহার চরিত্র যদিও অসম্ভব অমূল্য হয়, তথাপি রিশু-
 গ্রীক্টের ন্যায় অসম্ভব নয়। গ্রীক্টিয়ানেরা দূরে থাকুক অহ্মদেশীয়
 নব্য দলমণ্ডলি সমাহসে কহেন, গ্রীক্টের চরিত্রের ন্যায় সাধু চরিত্র
 কোন ধর্ম্মে পরিদৃষ্ট হয় না, বাইবেলের ন্যায় নীতি শাস্ত্র নাই।
 অজ্ঞানেরা শুকদেব ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্র পর্যালোচনা করুক, তখন
 বলুক, ভারতবর্ষের কবিগণ সচ্ছরিত্র বর্ণন করিতে পারেন নাই; অথবা
 গ্রীক্টের চরিত্রের ন্যায় সাধু চরিত্র কোন ধর্ম্মে পরিদৃষ্ট হয় না। অজ্ঞা-
 নেরা সংস্কৃত ভাষার সমস্ত নীতি শাস্ত্র পাঠ করুক, তখন দেখিবে বাই-
 বেলের ন্যায় নীতি শাস্ত্র আছে কি না। যদিও আমরা দিগের সংস্কৃত
 নীতিশাস্ত্র পৌত্তলিক ধর্ম্মে নিমিত্র আছে, যদিও যুধিষ্ঠিরের সশরীরে
 স্বর্গারোহণ, তাঁহার চারি ভ্রাতার মরণ ও পুনঃ জীবন প্রাপ্তি, তাঁহার
 প্রতি ধর্ম্মের চারি প্রশ্ন, কলিত গল্প স্বরূপ বোধ হয়, তথাপি গ্রীক্টের
 চরিত্রে, তদপেক্ষা সহস্রাধিক কলিত গল্প পাওয়া যায়। মায়াকারের
 মায়াবিদ্যা স্বরূপ তাঁহার অলৌকিক কার্য্য, তাঁহার ভবিষ্যৎ বচন,
 তাঁহার মরণান্তে নবম দিবসে পুনরুত্থান কোন বুদ্ধিমান বিশ্বাস
 করিবেন? মনুষ্য কি নিমিত্র গ্রীক্টকে দেব বলিয়া মানিবে? শুকদেব ও
 যুধিষ্ঠিরকে অপরাধ করিয়াছেন, যে তাঁহারা পাপাত্মা মনুষ্যের মধ্যে
 গণ্য হইবেন? যদি বল গ্রীক্ট অতি ধার্ম্মিক মনুষ্য ছিলেন, তিনি ষড় ঋণ

অধীন করিয়াছিলেন। শুকদেব তাহাতে অপটু কই? কিন্তু শুক-
 দেবের বিশেষ ধর্ম ছিল, তিনি আপনাকে দেব-স্বরূপ জ্ঞান করিতেন না,
 আমি ভবিষ্যৎবক্তা তাহাও বলিতেন না, বাঁকা, অথবা গাঙ্গে হস্তা-
 র্পণ দ্বারা কাহার অমুক্তনীয় রোগ উপশম করেন নাই। গ্রীষ্টের সে
 ধর্ম কোথায়? গ্রীষ্ট বড় ঋণ সম্পূর্ণ অধীন করিতে পারেন নাই, উক্ত
 রূপ আচরণে প্রতীত হইল। যে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ বচন বলিত, আপ-
 নাকে ভবিষ্যৎবক্তা জ্ঞান করিত, তাহার নিকোঁধতা, তাহার গর্বতা
 কি লুপ্ত হইয়াছে? ঈশ্বর যদি তোমাকে সৃষ্টি করিলেন, তবে তুমি
 ঈশ্বরকে সর্বাংগে প্রার্থনা কর। শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে তাঁহাকে সর্বাংগে প্রার্থনা
 অর্চনা কি নিমিত্তই বা না কর? কেমন হিন্দু জাতি 'ছুট' এখন হিন্দু
 জাতীয়ের গৌরব দেখ! অন্য কথায় আবশ্যক নাই। শুকদেব
 ও যুধিষ্ঠির যে তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন তাহার সন্দেহ কি? তবে যে সশরীরে
 যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ এবং তাঁহার সময়ে যে অবৈধ ধর্মের আচার
 দেখা যায় তাহা কেবল স্বভাবের গুণে হইয়াছে। ব্যান মূলে মূলে
 আপনার সমকালীক মনুষ্যদিগের চরিত্রাভ্যাসিক যুধিষ্ঠিরের অবৈধ
 ধর্ম প্রকাশ করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির পৌত্তলিক ছিলেন না, তাঁহার
 রাজত্ব কালীন পৌত্তলিক ধর্ম প্রকাশ ছিল না, বরঞ্চ রামচন্দ্রের
 রাজত্ব কালীন পৌত্তলিক ধর্ম প্রকাশমান দেখা যায়। রাবণের
 সহিত যখন যুদ্ধ হইয়াছিল, রামচন্দ্র তৎকালে দুর্গার প্রতিমা পূজা
 করিয়া ছিলেন। রাবণও করিয়াছিল। বর্তমানে হিন্দুরা রামকে ও
 কৃষ্ণকে দেব জ্ঞানে অর্চনা করে। যুধিষ্ঠির তক্রপ করেন নাই। বরঞ্চ
 মূলে মূলে একপলিখিত আছে, যে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিয়াছেন,
 অর্চনাও করিয়াছিলেন। আমরা এক সময়ে কহিয়াছি যে, বীরেবা
 মরণান্তে দেব স্বরূপ হইত এবং ব্যক্তির তাহাদিগকে পূজা করিত,
 তাহা এখন প্রচলিত হইল। কিন্তু যুধিষ্ঠির অতিরিক্ত ধর্ম বশতঃ রাজার
 পক্ষে অহুপযুক্ত হইয়াছিলেন। গ্রীষ্মদেশীয় বিচারপতি ডেকো অশুৎ
 ছিলেন না, যে সময়ে তিনি গ্রীষ্মের ব্যবস্থাপক ছিলেন তৎকালে
 কেহই তাঁহার জায় ধার্মিক ছিল না, কিন্তু তিনি ধর্মের প্রমত্ত
 হইয়া অতি অহুপযুক্ত ও কঠিন ব্যবস্থা প্রস্তত করেন, এবং দেশের
 সুখ ক্ষয় না করিয়া দুঃখানল বৃদ্ধি করেন। যুধিষ্ঠির যে তক্রপ
 ছিলেন তাহা আমরা কি প্রকারে বলিব, যাবৎ হিন্দু ভূশালজিগের
 মধ্যে তিনি সুনিয়মে রাজ্য শাসন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কার্য
 বিশেষে অসম্মানজনক, তিনি রাজ্য শাসনে সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন না।

যখন দুঃশাসন দ্রোণদিকে সভা মধ্যে উলঙ্গ করিল, তদ্বশে তিনি দুষ্টকে প্রতিফল দিতে অপারগ হইলেন। যখন ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে জতুগৃহে পাঠাইলেন, তৎকালে তিনি ঐ গৃহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া দ্বাদশ বর্ষ বন-পরিভ্রমণ করিলেন। তিনি তৎকালে কি নিমিত্ত রাজ্যে প্রত্যাগমন না করিলেন? কি নিমিত্ত রাজ্য উদ্ধারে সম্ভ্রবান না হইলেন? যখন কীচক, বিরাট বাজের বাটীতে দ্রোণদির প্রতি যৎপরোনাস্তি অন্যায় আচরণ করে, তৎকালে ভীমকে দুষ্ট দমনার্থ কি হেতু ইঞ্জিত না করিলেন? এরূপ কঠিন ধর্মাচরণে কোন ব্যক্তি রাজ্যের পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারেন না। পরন্তু রাজ্য পশ্চাতে রাখিয়া যদি এক সামান্য ব্যক্তির ধর্ম গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের অসামান্য সহিষ্ণুতা প্রকাশ হইবে। গ্রীষ্ট মানবের হিতার্থ আত্ম দেহ নাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু পাঠকেরা জানিবেন, তাঁহাকে অপারগে দেহ নাশ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার কোন ক্ষলতা ছিল না, একারণ তিনি অন্যের হস্তে জীবন সমর্পণে বাধ্য হইয়া ছিলেন, নতুবা তাহা স্বৈচ্ছামত নয়। যুধিষ্ঠিরের এরূপ সহিষ্ণুতা যে, তিনি জাতি মান, পরিবারের মান, নাশ করিয়াছেন, পাশক ক্রীড়া করিলে রাজ্য হারাবেন জানিয়াও শ্রেষ্ঠ জনের আক্সা উল্লংঘনে অসমর্থ হইয়া আত্ম ক্ষতি স্বীকারে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দুর্ব্যোধন তাঁহার কি না অনিষ্ট করিয়াছেন এবং তিনি অবলৌল্যক্রমে কি না সহিয়াছেন*? যুধিষ্ঠিরের এ প্রকার সহিষ্ণুতা ছিল। এলফিনষ্টন প্রভৃতি কতকগুলি ইতিহাসবেত্তা ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ (১৭০০ কল্যাদ) যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব কাল নিরূপণ করেন। তাঁহারা আরো কহেন, রামায়ণের সুক্রাপেক্ষা ভারত যুদ্ধ অনেক সম্ভব যোগ্য। ফলে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বিশ্বাস-যোগ্য বটে; এতদ্বিষয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় এবং ভারতবর্ষের স্থলে স্থলে ইহার অনেক চিহ্ন দেখা যায়। যুধিষ্ঠির যে ভারতবর্ষের যথার্থ রাজা ছিলেন তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণ আছে। এক প্রধান প্রমাণ এই, যে তাঁহার দ্বারা বিখ্যাত অন্ধ নিদ্রক্ট হয়, অতএব ব্যাসের কাব্য, অথবা কাব্য সম্বলিত ইতিহাস বাস্ম্যিকির কাব্যাপেক্ষা অধিকাত্মে সত্য। মহাভারত অতি চমৎকাররূপে লিখিত হইয়াছে, ইহাতে অনির্কটনীয় বুদ্ধি কোশল প্রকাশ পাইয়াছে। আরব্য উপন্যাসের সমস্ত উপন্যাস যেমত এক সূত্র হইতে অল্পক্রমে উৎপন্ন হই-

যাচ্ছে, মহাভারতের তাবৎ ঘটনা, ইতিহাস, যুদ্ধাদি, তরুণ এক স্ত্রী
 হইতে সমুদ্রত পরিদৃষ্ট হয়। মহাভারতের অপর এক বিশেষ গুণ
 এই যে সর্বত্র প্রকৃতি ও সহস্র সহস্র ঘটনা কেবল দুই ব্যক্তির দ্বারায়
 সমাপ্ত হইয়াছে;—জনমেজয় প্রশ্ন করিতেছেন এবং বৈসম্পায়ণ
 তাহার উত্তর দিতেছেন। মহাভারতের সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে আ-
 মরা যে স্থান পাঠ করি না, অত্যন্ত ব্যতীত প্রায় সমস্ত স্থলেই দেখিব,
 জনমেজয় ও বৈসম্পায়ণে বাদায়াবাদ হইতেছে। আরব্য উপন্যাস
 এ বিষয়ে তাদৃশী কৌশলবদ্ধ হয় নাই। আমরা এ গ্রন্থের কিস্তি উপন্যাস-
 সে বক্তা শিবজকে দেখিতে পাঠি এবং গ্রন্থের অবসানে এক বার
 তাঁহাকে দৃষ্টি গোচর করি, নতুবা অন্য সমস্ত স্থলে কে বক্তা, কে
 শ্রোতা, আমরা নির্ধারণ করিতে হতঃবুদ্ধি হই। সে যাহা ইউক,
 দুই গ্রন্থই শৃঙ্খলাক্রমে অলঙ্কৃত; কিন্তু আরব্য উপন্যাস কেবল
 এক বিষয়ই, অর্থাৎ মনোরম্য উপন্যাস বিষয়েই উদ্ভাবিত হইয়াছে,
 মহাভারতের আরো প্রশংসা এই, যে ইহাতে তাবৎ বিষয়ই, কি
 প্রেম রস, কি প্রণয় রস, কি নীতি রস, কি বিগ্রহের রক্তিম রস,
 সকলই পাওয়া যায়। মহাভারতের নানা ঘটনা সন্দর্শনে বোধ হয়,
 মহাভারত সূক্ষ্ম ব্যাসের দ্বারা লিখিত হয় নাই, অনেক বুধগণ উক্ত
 গ্রন্থ লিখিয়াছেন, ব্যাস তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান হইয়া তাঁহাদিগের
 হইতে সাহায্য পাইয়াছেন। অনেক ব্যক্তি মহাভারত রচনা
 করিলে সূক্ষ্ম ব্যাসের নাম কি নিমিত্ত জাজ্ঞান্যমান হইল? অপর সমস্তের
 নাম লুপ্ত হইলই বা কেন? ইহার কারণ এই, যে ব্যাস তাঁহাদিগের
 সকলের মধ্যে প্রধান ছিলেন এবং অসীম জ্ঞানসম্পন্ন প্রযুক্ত সকলের
 নাম আপনার নামের দ্বারা পরিষ্কার করিয়াছেন। পরন্তু ব্যাস মহা-
 কাব্য মহাভারত যদি একক রচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে স্থিরী-
 কৃত হইবে, তাঁহার জ্ঞান বুদ্ধিমান, বহুদর্শী ও বিচক্ষণ ভ্রমণে জন্ম
 পরিগ্রহ করেন নাই। মহাভারতে শঠ, অশঠ, ধার্মিক, অধার্মিক,
 বুদ্ধিমান, নিবুদ্ধি; সকল প্রকার চরিত্র পাওয়া যায়। বিশেষতঃ কাব্যের
 প্রধান ব্যক্তিদ্বয়ের চরিত্র অতি মনোহর। যুধিষ্ঠিরাদির হৃৎপদে
 হৃৎপাদে সুন্দর বর্ণন হইয়াছে। অর্জুনের ধীশক্তি, ও ধর্ম্মবীর্য, রা-
 মের অপেক্ষা সুন্দর। যদিও কুম্ভকর্ণের শরীর ভীষণ, তথাপি তাহার বীরত্ব
 তদনুযায়িক প্রকাশ হয় নাই। ভীষ্মের বীরত্ব উপযুক্ত হইয়াছে।
 বরুণ বাহ্মণিক রাবণের বীরত্ব চক্রে বর্ণন করিয়াছেন। দ্রৌপদীর
 চরিত্র যদিও উজ্জ্বল, তথাপি সীতার চরিত্র তাঁহার অপেক্ষা মরল।

সরলতা যোগাগণের অলঙ্কার । স্থলে স্থলে দ্রৌপদির অলঙ্কার দেখা যায় । দ্রৌপদি ইয়গার্থ জয়দ্রথকে প্রেরণ, দুর্যোধনের এই কদাচার এবং দ্রৌপদির প্রতি দুর্যোধনের অসৎ ব্যবহার, সীতার প্রতি রাবণের অসদাচার অপেক্ষা গুরুতর । রাবণ সীতাকে যদিও হরণ করিয়া তাঁহাকে নানা যন্ত্রণা দিয়াছিল, তথাপি সে ভৎ গাত্র স্পর্শ করে নাই এবং সীতার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না । কিন্তু দুর্যোধন, দুর্যোধন ও জয়দ্রথ, আত্মজন হইয়া দ্রৌপদির প্রতি কদাচার করিবারে তাহাদিগের অসদাচার গুরুতর প্রকাশ হইয়াছে । গান্ধারীর সতীত্ব চমৎকার । ব্যাস, ভিন্ন প্রকার চরিত্র এবং পুঙ্কারে বর্ণনা করিয়াছেন । অনেকেই কহেন, ব্যাস যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্তী ; ইহা স্থির করা কিঞ্চিৎ কঠিন বোধ হয়, কারণ নহীর্ষি বিশ্বামিত্র যোগবাশিষ্ঠ রামচন্দ্রের নিকটে যৎকালে ব্যাস পুত্র শূকের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তৎকালে, বিশেষ প্রতীত হইতেছে, ব্যাস যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্তী না হইয়া রামের সমকালবর্তী ছিলেন, তাহা না হইলে যোগবাশিষ্ঠে কদাচ এরূপ লিখিত হইত না ! অপর, ইহার এক প্রতিলক্ষ্য এই, যে ব্যাস যদি যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্তী না হইলেন, তবে তিনি কুরুক্ষেত্রের রণ কি প্রকারে বর্ণন করিতে পারিলেন । এতদ্বারা ব্যাসের অবস্থানের কাল স্থির করা কঠিন হইয়াছে । ইহার দুই মিম্যাংসা পাঠকবর্গের গোচরার্থ প্রদর্শন করিতেছি ; এক মিম্যাংসা এই, যে ভারতবর্ষে দুই ব্যাস ছিলেন, এক ব্যক্তি রামচন্দ্রের সমকালবর্তী, অপর ব্যক্তি যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্তী । কিন্তু এক রূপ নাম হওয়াতে দুই ভিন্ন ব্যক্তি একত্রিত হইয়াছেন । অপর মিম্যাংসা এই, যে রামচন্দ্র যুধিষ্ঠিরের অধিক কাল পূর্বে রাজত্ব করেন নাই, ব্যাস তাঁহার রাজত্ব কালীন অবস্থিত থাকিবেন, এবং রামের কিয়ৎকাল পরে যুধিষ্ঠির রাজা হইবারে তিনি তাঁহার সমকালীন হইয়া ছিলেন । ব্যাস দীর্ঘায়ু হইবেন সন্দেহ নাই, এবং পূর্বকালের মনুষ্যেরা প্রায় সহস্র বর্ষ পর্যন্ত জীবিত থাকিত আমরা কহিয়াছি, অতএব উভয়ের সমকালবর্তী হইবেন আশ্চর্য্য কি ? আমরা এ স্থলে চন্দ্রবংশের প্রধান শাখার বৃত্তান্ত শেষ করি । যুধিষ্ঠির মহা প্রস্থান কালীন অর্জুন পৌত্র পরিক্রিতকে রাজ্যার্পণ করেন । পরিক্রিত কিয়ৎকাল উৎকৃষ্টরূপে রাজ্য শাসন করিলেন, কিন্তু দৈবাঘৎ সর্প দংশনে তাঁহার প্রাণ নাশ হইল । পরিক্রিতের পুত্র জনমেজয় পরিক্রিতের উত্তরাধিকারী হইলেন ।

জনমেজয়ের দুই পুত্র হয় : শতানীক ও শকু, ইহারা অন্তর্কমে ইন্দ্র-
প্রস্থের রাজা হইলেন। শতানীকের মেধদত্ত নামে পুত্র হয়।

কিন্তু জনমেজয়ের পরে পাণ্ডুবংশে কেহ বিখ্যাত নরপতি হইলেন
নাই। কিয়ৎকাল অন্তরে চন্দ্রবংশে পুরু নামা এক রাজা হস্তিনার
অনন্তী পশ্চিমস্থ পাঞ্চালে রাজ্য শাসন করেন। ইংলণ্ডীয় ইতি-
হাসবেত্তারা তাঁহাকে “পোরস” বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহারা আরো
কহেন যে, তিনি পাণ্ডবদিগের এক উত্তরাধিকারী ছিলেন। তাহা
যে রূপ হউক, পুরু তৎকালে ভারতবর্ষের মধ্যে মহা বিক্রমশালী
নরপতি ছিলেন, সন্দেহ নাই। এই পুরু জগদ্বিখ্যাত যোদ্ধা আলেক-
জান্ডারের সহিত সমর করেন, অতএব তাঁহার কিরূপ অসাধারণ
শুরত্ব ছিল সকলেই অনুভব করিতে পারেন। ২৭৭৩ কল্যাকে
(৩২৭ খ্রীষ্টাব্দ) আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ পূর্বক সিন্ধু নদীতে
উত্তীর্ণ হইলে, পুরু তাঁহার মহৎ প্রতিবন্ধক হইলেন। তিনি আলেক-
জান্ডারকে দেশে প্রবেশ হইতে নিবারণার্থ সিন্ধু নদী কূলে আপন সৈন্য দল
স্থাপন করিলেন। তাহাতে আলেকজান্ডার পথ না পাইয়া অন্য দিক্
দিয়া প্রবেশেষ্টুক হইয়া এই যুক্তি স্থির করিলেন—তিনি খাদ্য সামগ্রী
সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিব প্রচার করিলেন, এবং শত্রুদিগের বিশ্বাস
জন্মাইবার জন্য নিজ সৈন্যদিগকে কোলাহল করিতে ও অস্ত্র শস্ত্রে
প্রস্তুত হইতে কহিলেন। ইদৃশী আদেশে তাঁহার তদন্তে যুদ্ধ করিবার
কোন অভিলাষ ছিল না। তবে তিনি কি নিমিত্ত এমন আদেশ ক-
রিয়াছিলেন। তাঁহার এই অভিপ্রায় ছিল, যে সৈন্যদিগকে প্রত্যহ
উজ্জ্বল আচরণ করিতে বলিলে শত্রুরা যুদ্ধার্থ অবশ্য অগ্রসর হইবে,
কিন্তু তিনি তাহাদিগের সহিত পুংন পুংন যুদ্ধ না করিলে তাহারা আর
সতর্ক থাকিবে না, অপিচ তাহাদিগের বিশ্বাস জন্মিবে যে, বিপক্ষেরা
যুদ্ধ করিবে না। এই যুক্তি ফলবতী হইয়াছিল। আলেকজান্ডার
সৈন্যেরা সন্তোষিত হইয়া কেবল কোলাহল করিলে, পুরু সৈন্যেরা
অনুমান করিল, বিপক্ষেরা যুদ্ধে পরাধীন হইয়াছে, অতএব তাহারা
সতর্ক রহিল না। এদিকে আলেকজান্ডার তাহাদিগকে অসাবধানী
দেখিয়া অর্দ্ধ সৈন্য জেমিটারস নামা সৈন্যাদিকের নিকটে রাখিয়া অবশিষ্ট
সৈন্য সমভিব্যাহারে অনন্তী দুরন্ত এক দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলেন। ভারতীয়
নরপতি তাহার সংবাদ পাইয়া তদীয় পুত্রকে যুদ্ধার্থ পাঠাইলেন। উভয়
পক্ষে বিজাতীয় সংগ্রাম হইল এবং পুরুর পুত্র যুদ্ধে হত হইবাতে
ভারতবর্ষেরা পরাজিত হইলেন। পুরু এই দুর্ঘটনা কর্ণগোচর

ভারতবর্ষের ইতিহাস ।

করিয়া রাজ্য রক্ষার্থে বুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অশ্ব, গজ, রথী, পদাতিক শৃঙ্খলারূপে উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করিলেন। তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে পুরু বলপূর্ব্বক সবেগে আক্রমণে নিযুক্ত হইলেন। দীর্ঘ কাল লগ্ন হইল, দীর্ঘ কাল কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না।

অনন্তর স্বপক্ষ সৈন্য, বসপূর্ব্বক আক্রমণ করিবাতে পুরু পরাজিত হইলেন। আলেকজান্দ্র বিজয়ী হইয়া দূত দ্বারা পুরুকে অধীন হইতে বলিলেন। পুরু আপনাকে অক্ষম জানিয়া এবং বুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত প্রযুক্ত পরিভাপিত হওয়াতে স্বীকৃত হইলেন। আলেকজান্দ্রের সমীপে তাঁহাকে উপস্থিত করিলে আলেকজান্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তিনি কি রূপ ব্যবহৃত হইতে বাঞ্ছা করেন?’ পুরু অলৌকিক সাহস এমনতর পূর্ব্বক উত্তর দিলেন, “নৃপতির ন্যায়।” তিনি জান্য কিছু প্রার্থনা করেন পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করাতে—ঐ শব্দেতে সকলই আছে, পুরু এই প্রত্যুত্তর করিলেন। আলেকজান্দ্র পুরুকে আত্ম সদৃশী সাহসী দেখিয়া তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে অর্পণ করিলেন, এবং ঐ রাজ্য বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। তৎকালে ভারতবর্ষীয়েরা এবম্পৃকার শৌর্য্যসম্পন্ন ছিল। পরন্তু হে বিশ্বপতে! সেই পুরু কি পুনঃ ভারত ভূমে জন্ম পরিগ্রহ করিবেন? আর কি তিনি পৃথ্বীজয়ী আলেকজান্দ্রকে নিঃশঙ্কায় আক্রমণ করিবেন?

আলেকজান্দ্র জয়ী হইয়া হৈমপেসিস নদী ভীরে উত্তীর্ণ হইলেন। এই স্থলে তাঁহার সৈন্যেরা অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহী হইল এবং আর অধিক গমন করিতে অসম্মতি প্রদান করিল। আলেকজান্দ্র উপায় বিনা তাহাদিগের মতের বশবর্ত্তী হইলেন এবং হৈদসপেস নদীতে আসিলেন। তথায় বহু বৃহৎ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে গমনাশয়ে জাহাজ প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। এই স্থলে মুলতান দেশীয়দিগের সহিত তাঁহার সংগ্রাম হইল। মুলতান্দ দেশীয়েরা জর্জবলী ছিল না, তাহারা সবলে রণে প্রবর্ত্ত হইল।

অবশেষে আলেকজান্দ্র তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া বেলিসন রাজ্যে গমন করেন। ৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে তথায় তাঁহার প্রাণ ত্যাগ হয়। আলেকজান্দ্র এক বিখ্যাত যোদ্ধা, বিখ্যাত রাজা, বিখ্যাত পৃথিবীজয়ী ছিলেন। তিনি অত্যাচারী ছিলেন না এমনত নহে, তাঁহার দ্বারায় অনেক প্রদেশ অসীম লোক ধ্বংস হইয়াছিল। পরন্তু তাঁহার দ্বারায় অনেক প্রদেশ ও অসীম লোক শ্রীমন্ত ও ভাগ্যবন্ত হয়। তদীয় দ্বারা অনেক নব

রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। কুম্বী কর্ণ, বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য তিনি সমধিক উৎসাহী ছিলেন। গ্রীষ্ম ও ভারতবর্ষ, এতদ্ব্যতীত প্রদেশ বাণিজ্য সহকারে সংযোগ এবং উভয় দেশীয়দিগের পরস্পর অপর দেশে গমনাগমনের উপায় করিতে তিনি বিবিধ চেষ্টা প্রযত্ন করিয়া ছিলেন। আলেকজান্দ্র হিন্দুস্থান হইতে প্রস্থান করিবার আগে নিয়ার-কস নামক প্রিয় সেনানীকে সিন্ধু নদীর অন্তর্ভাগ হইতে পারস্য অর্থাৎ পর্যন্ত জাহাজ করিয়া অমূল্যদান করিতে পাঠাইয়া ছিলেন। এই অমূল্যদানের হেতু সুদ্ধ বাণিজ্য বৃদ্ধি করণ। তিনি অণবপোত অবলম্বন পূর্বক সামুদ্রিক গমনাগমন বিধি প্রচলিত করিবার নিমিত্ত স্থানে, বিশেষতঃ সিন্ধু নদীর নিকটস্থ স্থানে জাহাজীয় অভয়া নিদ্রুই করিয়াছিলেন। তিনি নাবিক বিদ্যা উন্নতি করণ হেতু সাতিশয় প্রযত্ন প্রকাশ করিতেন। এতদ্বারা প্রমাণ হইল, তাঁহার চরিত্র দোষ গুণে সমভাবে মিশ্রিত ছিল।

এস্থলে চন্দ্রবংশ পুরু হইতে শেষ হইল। চন্দ্রবংশ লুপ্ত হইলে হস্তিনার রাজ্য ধ্বংস হইল, কিন্তু তথাপি ভারত রাজ্য মগধ দেশে বৃদ্ধিশীল হইতে লাগিল।

বাহুদরথবংশ।

বাহুদরথ বংশ মগধেশ্বর বৃহদ্রথ হইতে উৎপন্ন হয়। মহারাজ জরাসন্ধ তাঁহার ভ্রাতৃ। জরাসন্ধ যুদ্ধাভিীর সমকালবর্তী ছিলেন, ভারতবর্ষে তৎকালে তৎকৃত্য বীর্যবান নরপতি প্রায় ছিল না। তিনি নিজ বাহু বলে প্রায় সমস্ত নৃপচয়কে অধীন করিয়াছিলেন। জরাসন্ধের ক্রিয় পেরে নন্দ নামে এক নরপাল হয়েন। তিনি শূদ্রাণী গত্তজাত ছিলেন, কিন্তু তদর্থ সিংহাসন গ্রহণে ও রাজ্য শাসনে পরামুখ হন নাই। অসীম প্রতাপ হেতু তাঁহার সমকালজ ভারতবর্ষীয় রাজারা তাঁহাকে সমধিক মান্য করিতেন। যে সময়ে আলেকজান্দ্র পুরুকে পরাজয় করেন তৎকালে নন্দ ২০০০০ স্বর্ণ ২০০০০০ পদা-তিক লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। পরন্তু আলেকজান্দ্রের সৈন্যের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইবামতে আলেকজান্দ্র ভারতবর্ষ পরিহার করণে বাধ্য হইলে, নন্দের সহিত যুদ্ধের প্রত্যাশা রহিল না। এতদ্বারায় সম্পূর্ণ অস্থিত হইতেছে, নন্দ বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। নন্দ ক্রিয়াকাল স্তম্বেশ্বর্য্য সন্তোষ করিয়া ২৭৭২ কল্যাণে প্রাণ ত্যাগ করেন। নন্দের নবম পুত্র ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিষসার নরপাল হইলেন। চন্দ্রবংশ বিষসারের ঐমাত্রের জাতা ছিলেন। বিষসার তাঁহাকে কোন রাজ্যের অধিকার দিলেন না এবং

অপর নপ্ত জাতগণ সহ পিতৃ রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন,* অপর চন্দ্রগুপ্তকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া সম্বৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হইলে প্তিসার তাঁহাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হন, তাহাতে চন্দ্রগুপ্ত সশংক হইয়া পঞ্চালে পলায়ন করেন।

আলেকজান্দ্র ঐ সময়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত জাত বিপক্ষে তদ্বিকটে সাহায্যের প্রত্যাশায় আবেদন করেন, কিন্তু আলেকজান্দ্র তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করিলেন না।

চন্দ্রগুপ্ত তৎপরে হিমালয় পর্বতীয় পার্শ্বতক নরপতির সহিত সন্ধি করিয়া তৎ সনতিবাহারে জাত সহ যুদ্ধার্থে মগধে উপস্থিত হইলেন, এবং নিজ বাহু বজ্র ও চাণক্য নামক রাজ পণ্ডিতের সহায়তায় জাতকে নষ্ট করাইয়া ২৭৭৫ কল্যাব্দে রাজ্য উদ্ধাবানুব পাটলিপুত্র নগরে রাজপাট স্থাপন করিলেন।

ঐ সময়ে সিলুকস নামক আলেকজান্দ্রের এক সৈন্যাধ্যক্ষ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য আক্রমণ করেন। আলেকজান্দ্রের পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাঁহার সমস্ত রাজ্য তাঁহার সেনাপতিদিগের মধ্যে বিভাগ হয়, তথাপি সিলুকস সিরিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হন, এবং ঐ রাজ্য অধিকরণ কালে ভারতবর্ষে আগমন করেন। কিন্তু সিলুকস ভারতবর্ষ অধীন করিতে পারেন নাই। কথিত হইয়াছে যে, তিনি চন্দ্রগুপ্ত নৃপতির সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহাকে আপন তনয়া সম্পদান করেন এবং ৫০০ করী বিনিময়ে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। তদবধি দীর্ঘকাল সিলুকসের বংশের সঙ্গে মৌরী বংশের সখ্য নিবদ্ধিত থাকে। চন্দ্রগুপ্ত চতুর্বিংশতি বর্ষ নির্ব্বিয়ে রাজ্য সম্পদ সম্ভোগ করিয়া ২৮০৮ কল্যাব্দে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বিন্দুসার রাজ্যেশ্বর হন, কিন্তু আমরা তদীয় ইতিহাস জ্ঞাত হই না, অতএব তৎ জিপি নিবন্ধনে ফলু হইলাম, এক্ষণে চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক রাজার ইতিহাস বর্ণনা আরম্ভ করি।

* “কোন কোন গ্রন্থে এমত উক্তি আছে যে, চন্দ্রগুপ্ত দাসী সম্ভানি, নাপিত কন্যা গর্তজাত। অপর এই বাদ আছে যে, তিনি নাপিত পুত্র, নন্দ বংশজ নহেন। কিন্তু এ বিষয়ের ষাধার্থ নিরূপণ করা এই সময়ে অসাধ্য। বোধ হয় যে, প্রথম পক্ষীয়দিগের উক্তি প্রামাণিক, কারণ নন্দের সহিত চন্দ্রগুপ্তের নৈকট্য সম্বন্ধ না থাকিলে তিনি যে হঠাৎ রাজ্য প্রাপ্তির চেষ্টায় ব্যগ্র হইবেন, এবং রাজ-পণ্ডিত চাণক্য রাজপুত্রদিগকে বধ করিয়া এক নাপিত পুত্রকে রাজ-সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করিবেন, ইহা সম্ভব যোগ্য হয় না। চন্দ্রগুপ্তের মাতার নাম সুরা, এবং তৎকালীন তাঁহার বংশের নাম মৌরী বংশ হইয়াছে।”—
বিশিধার্থ সংগ্রহের টীকা।

অশোক রাজা ।

অশোক বিন্দুসারের পুত্রা ছিলেন। তিনি পিতৃ মরণান্তে রাষ্ট্র প্রাপ্ত হইয়া কিয়ৎকাল সদিচার অবলম্বনে প্রজাপালন করিতে আগিলেন। প্রথমে হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁহার মহতি অনুরাগ ছিল। কথিত আছে যে, তিনি প্রত্যহ যষ্টি সহস্র ব্রহ্মণকে ভোজন করাইতেন। কালক্রমে তাঁহার সে অনুরাগ বিরাগ হইল এবং তিনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইলেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অশোকেব বেরূপ অত্যন্ত আস্থা অল্পবাগ হইয়াছিল, আমরা ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে অদ্যাবধি তদ্রূপ অনুরাগ দৃষ্টি করি না—প্রাচীন রাজাদিগের মধ্যেও বিরল দেখি। মহাত্মা রামমোহন বায়ের অপেক্ষা অশোক অধর্ম বিস্তার করণার্থ বিলক্ষণ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া ছিলেন। তাঁহার সময়ে অদ্যাপি আসিয়া খণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বাসীরা বৌদ্ধধর্ম নার্নের পথিক হইয়াছে। ধর্ম উন্নতির জন্য ইদানীন্তন ইংলণ্ডীয়দিগকে যদ্রূপ যত্নশীল দেখি, তদ্রূপ কাহাকেও সম্ভবে না, সে এখন কেবল অশোকেতে দেখিতে পাই। অশোক নিজ ধর্ম বিস্তার করিবার জন্য আসিয়া খণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন দেশে ধর্ম-দূত প্রেরণ করিতেন। এই দূতেরা তাঁহার দ্বারায় যথা বিহিতরূপে পুরস্কৃত হইতেন। তাঁহারা বিদেশীয় জনগণকে সরলভাবে নানা উপদেশ দিয়া কলে কোশলে তাহাদিগের মন হরণ করিয়া তাহাদিগকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী করিতেন। ভারতবর্ষের সর্বত্র ধর্মদূতেরা প্রেরিত হইত। কথিত আছে, মহাধর্মরক্ষিত নামে এক জন ধর্ম-দূত মহারাষ্ট্রে যাইয়া এক লক্ষ সপ্ততি সহস্র ব্যক্তিকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী করিয়া ছিলেন, এবং তাহাদিগকে ধর্মোপদেশ প্রদানার্থ দশন সহস্র ধর্মশিক্ষক নিযুক্ত হয়। নরপতি বৌদ্ধ সম্প্রদায়দিগের মতের অনৈক্যতা দেখিয়া এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত পণ্ডিত মণ্ডলী আহ্বান করেন। এই বৌদ্ধেরা পরস্পর তর্ক করিয়া পরস্পরের অনৈক্যতা নিষ্পত্তি করেন, এবং বৌদ্ধ ধর্মের গ্রন্থ সমস্ত শোধন করেন*। অশোক ধর্ম উন্নতির জন্য গ্রীষ্ম ও শিশির প্রভৃতি যবন রাজ্যে ধর্ম-দূত প্রেরণ করেন, এতদ্রূপও কথিত হয় এবং তাহা অসম্ভব নয়; কারণ ভারতবর্ষে সিলুকসের আগমনাবধি ইউরোপীয়দিগের সহিত যৌরী বংশীয় রাজাদিগের দীর্ঘ কাল প্রণয় নিবন্ধ থাকে এবং পরস্পরে অপর কোনে দূত প্রেরণ করেন। সিলুকসের দূত মেগস্থিনেস পাটলিপুত্রে বহুকাল অবস্থিতি করেন, অপর রোমীয়দিগের সহিত ভারতবর্ষীয়দিগের মিলন থাকে। বিক্রমাদিত্যের এক জন উত্তরাধিকারী

* এই গ্রন্থসকল প্রাচীন পালি ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। তৎকালে ঐ ভাষা বিশেষ আদর ছিল।

রোমীয় সম্রাট অগস্তাসের নিকটে দ্রুতের দ্বারায় এক লিপি প্রেরণ করেন। অপিচ বৈশ্বেরা* অৰ্ণবপোতারোহণে আরব ও মিশর দেশে বাণিজ্যার্থ গমন করিত, ইহার প্রমাণ নানা ইতিহাসে পাওয়া যায়। তথা মিশর, আরব ও রোমীয়দিগের সহিত কালিকট রাজ্যের বাণিজ্য উপলক্ষে সংশ্রব ছিল। সে যেক্রপ ইউক, মহারাজ অশোক নানা উপায়ের দ্বারা নানা স্থানে বৌদ্ধ ধর্মের বীজ রোপণ করিয়া রাজ্য মধ্যে অসংখ্য কিস্তী স্থাপন করিতে লাগিলেন। তিনি তুফাতুরদিগের তুফা নিবারণার্থ স্থানে স্থানে কূপ, পুষ্কর্যাদি জলাশয় খনন করান, এবং পুষ্কর্যাদির চতুর্পার্শ্বে বৃক্ষ সমূহ রোপণ করাইয়া পরিশ্রান্ত ব্যক্তিদিগের সুরম্য বিশ্রামের স্থান করিয়া দেন। বৌদ্ধদিগের “অহিংসা পরনোদ্বিগ্নঃ” অতএব অশোক “পশু পক্ষি প্রভৃতি সকল জীবের রক্ষার্থে ধর্মশালা স্থাপন করিয়াছিলেন।” বদান্ততা তাঁহার এক প্রধান গুণ ছিল। তিনি ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, দুঃখীকে, বিপুল অর্থ দানে বিশেষরূপে সন্মত করিতেন। তিনি প্রতিহিংসায় সম্যক প্রকারে বিরত ছিলেন। যথা পাপাচারী, হত্যাকারীও তাঁহা হইতে প্রাণ দান পাইত, কিন্তু তাহা বিচার মতে রাজার পক্ষে উপযুক্ত নয়। “প্রাণ লইলে, প্রাণ লইবে” এই বাক্য সার—এই সদ্ভিচার। অশোক ধর্মোতে অবিরত রত হইয়াও যুদ্ধে অপণ্ডিত ছিলেন না। তিনি কাশ্মীর প্রভৃতি অনেক দেশ জয় করেন।

“অশোক এই রূপে সুখে রাজ্য ভোগ করিয়া তাঁহার রাজ্যের ৩৭ বৎসরে পরলোকগামী হন। তিন বৎসর পুর্বে তাঁহার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী প্রথমা স্ত্রী অসংমিত্রার মৃত্যু হয়। অতস্তর তিনি ঐ রাজনহিষীর এক সহোদরাকে পরিগ্রহণ করেন। অশোকের পরলোকানন্তর তাঁহার পুত্রেরা ভারতরাজ্য বিভাগ করিয়া লন। কুনাল নামক তাঁহার পুত্র পঞ্জাবের রাজা হন; দ্বিতীয় রাজকুমার জনৈক কাশ্মীরের রাজ্য গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম পরিবর্তে শিবপূজা প্রচার করেন, এবং তৃতীয় পুত্র পাটলিপুত্রের রাজা হন।” আমরা তাহার সবিশেষ জ্ঞাত নহি, অতএব এক্ষণে মৌরী বংশের ইতিহাস মুদিত করিলাম।

বিক্রমাদিত্য ।

ধার নগরে ধাররাজা নামে এক নরপাল ছিলেন। তাঁহার এক সর্ব গুণাবিতা পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল গন্ধর্ব প্রধান গন্ধর্বসেন ঐ

* ইংরাজীতে Banians.

† ধাররাজ প্রমারীর বংশোদ্ভব। পুরাণে লিখিত আছে যে, পরশুরাম

কর্তার পানি পরিগ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্য তাঁহাদিগের আত্মজ।
 গন্ধর্বসেনের ভর্তৃহরি নামে অপর এক পুত্র ছিল এবং তিনি ঐ পুত্র-
 কে পত্নীর এক সহচরীর ক্ষেত্রে উৎপাদন করেন। ধাররাজ বিক্রমা-
 দিত্যকে বহু আগ্রহে বিদ্যোপার্জন করাইয়া ছিলেন এবং তাঁহার
 সাধারণ গুণ ও বুদ্ধি, কৌশল, নিরীক্ষণে তাঁহাকে মালয়া দেশের
 নরপতি করিতে মনস্ত করিলেন। কিন্তু বিক্রমাদিত্য জ্যেষ্ঠ ভর্তৃহরি
 বর্তমানে সিংহাসন পরিগ্রহণ অবিধেয় জানে তদ্বিষয় হইতে ক্রান্ত হই-
 লেন। কালক্রমে ধাররাজ পরলোক গমন করিলেন এবং ভর্তৃহরি
 উজ্জয়িনী, মালুয়া, প্রভৃতির নরপতি হইলেন, বিক্রমাদিত্য তদীয়
 মন্ত্রী স্বরূপে রাজকীয় কার্য্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ভর্তৃ-
 হরি অতিরিক্ত স্ত্রী-পরায়ণ প্রযুক্ত রাজ্য শাসনে নিতান্ত পদাংমুখ
 হইয়াছিলেন, অতএব বিক্রমাদিত্য রাজ কার্য্যে মনোনিবেশে বাধ্য
 হইলেন। তথাপি শাসন বিষয়ে রাজার অমনোযোগে রাজ্য স্তব্ধ-
 স্ত্রে ও নিরাপদে শাসিত হইতে পারে না; বিক্রমাদিত্য ইহা সম্যক
 বুঝিলে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভাতাকে ঔদ্রগতা হইতে বিরত করিবার জন্য
 তাঁহাকে নানা উপদেশ দিলেন। কিন্তু মূঢ়, দুষ্টি প্রকৃতি নরপতি,
 তাঁহার উপদেশ অবজ্ঞা করতঃ তাঁহাকে দেশান্তর করিলেন। বিক্র-
 মাদিত্য অবমানিত হইয়া গুজ্জররাষ্ট্রে আসিয়া তথায় কিয়ৎ সময়
 বাস করিলেন। ইতিমধ্যে ভর্তৃহরি প্রেমাপ্পদা মহিষীয় কপট প্রেম
 অবগত হইয়া সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া রাজ্য পরিহার করিলেন।
 উজ্জয়িনীর রাজধানী অল্প কাল রাজহীন রহিল, পরে বিক্রমাদিত্য
 এতদ্বিবরণ অবগত হইবামাত্র রাজ্যে আসিয়া সিংহাসনে সমারূঢ়
 হইলেন।

এক বিংশতি বার ধরনী নিষ্কর্জা করিলে চারিদিক হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল,
 অন্ধরেরা প্রবল হইয়া দেব বিপক্ষে যুদ্ধারম্ভ করিল, তাহাতে দেবতারা
 মহাব মশঙ্ক হইলেন। ইতিমধ্যে মহাবী বিশ্বামিত্র আবু নামক গর্ভতে যজ্ঞা-
 রম্ভ করিলেন। কত্রোৎপাদন ঐ যজ্ঞের মূল কারণ ছিল। দেবতারা ঐ যজ্ঞে
 অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং ইজ্ঞ হোতা হইয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধার
 সঙ্কেত দিয়া একদী কৃত্রিম পুস্তলিকা নির্মাণ করিয়া অগ্নি কুণ্ডে প্রদান করিলেন এবং
 সজীবনী মন্ত্র পাঠে তাহা সজীব করিলেন। মন্ত্র পাঠ মাত্র অগ্নি কুণ্ড হইতে
 ধূমধারী এক বীর ভীষণ শব্দ করতঃ বহির্গত হইল এবং তাহার মহির্ময়
 হইল। তিনি ধার আবু এবং উজ্জয়িনী রাজ্য সমূহ আশ্রয় হইয়া কত্র
 করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কৃত্ত, ইজের ন্যায় অবিকল আচরণ
 করিতে ঐ যজ্ঞ হইতে অপর বীরজন্য উৎপন্ন হয়েন।

“উৎকালে শক নামে বিখ্যাত সিদ্ধিয়ানেরা ভারতবর্ষ পশ্চিমাংশে জয় করতঃ অতিশয় উৎপাত করিয়াছিল, বিক্রমাদিত্য তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া শকারি নাম প্রাপ্ত হইলেন।

“ঐ সময় যুধিষ্ঠিরের পূর্বতন রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ শকাব্দের শাসনে ছিল, বিক্রমাদিত্য নানা দেশ জয় করিয়া নবরত্ন শকাব্দের যুদ্ধে বধ করিয়া ভারতভূমি একচ্ছত্রা করিলেন।”

রাজা বিক্রমাদিত্য, ভারতবর্ষ বাহু বলে আত্মাধীন করিয়া সন্ধিচার অবলম্বনে প্রজাপুঞ্জ শাসন ও পালন করিতে লাগিলেন এবং বিদ্যার প্রতি সাতিশয় অনুরাগ প্রকাশে তাহাদিগকে তদ্বিষয়ে উৎসাহ করিলেন। আমাদিগের পূর্বতন ভূপালেরা বিশেষরূপে বিদ্যোন্নতি করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির বিশেষরূপে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। পরন্তু বিক্রমাদিত্য এতদ্বিষয়ে সর্বাধিক প্রাধান্য, তাঁহার তুলা বিদ্যোৎসাহী ভারত সিংহাসনে আরুঢ় হইলেন নাই। তিনি আপনিও শাস্ত্র, শস্ত্র, শিল্প, প্রভৃতি নানা বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন, এবং রোগীয়া সস্ত্রাট অগস্ত্যের স্ত্রায় পণ্ডিত মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত থাকিতেন। ‘নব রত্ন’ নামে তাঁহার এক প্রসিদ্ধ সভা ছিল এবং যক্ষ-ভর, বরকুচি, বরাহ মিহির, বেতাল ভট্ট, কালিদাস, ক্ষণপক, অমর-সিংহ, শঙ্ক, প্রভৃতি বৃদ্ধগণ তাঁহার সভ্য ছিলেন। এই সভার সভ্যত উচ্চাভিলাষের চকুপাশ বর্তী হইয়া শাস্ত্রালাপ ও শাস্ত্র বিযয়ে তর্ক করিতেন। ইহাদিগের মধ্যে কালিদাস কবিতা শক্তিতে প্রধান হইয়াছিলেন, রঘু, শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, প্রভৃতি কাব্যের দ্বারায় তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু কালিদাস বাণ্যাবস্থায় বিদ্যোপার্জন করেন নাই, তিনি বাণ্যাবস্থায় কবিতা-দেবীর (স্বরস্বতী) দ্বারায় উৎসাহিত হইয়াছিলেন। অস্বদেশে—প্রত্যুত ইংলণ্ড ব্যতীত প্রাধিবীন্দ্র কোন দেশে কেহই তাঁহার তুলা মাটক রচনা করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ তাঁহাকে সেক্সপিয়ারের সমতুল্য করেন। নব রত্নের অপর সভ্য বরকুচিও এক কবি ছিলেন, কথিত আছে যে, তিনি “বিদ্যা-সুন্দর গল্পের রচক ছিলেন।” অমর সিংহ এক ক্রীড়া অভিধান প্রণয়ন করেন এবং তিনি এক ঈশ্বরবাদী ছিলেন। বরাহ মিহির এক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষবেত্তা ছিলেন এবং জগৎ-মান্য খনা তাঁহার পুত্রবধু ছিলেন। বেতাল ভট্ট, বেতাল পঞ্চবিংশতি রচনা করেন। নব রত্নের অবশিষ্ট সভ্যদিগের বিবরণ আমরা বিশেষ অবগত নহি, অন্ততঃ তাহাদিগের বিবরণ লিখিতে পারিলাম না।

বিক্রমাদিত্যের শাসনে প্রজাগণ বর্ণনাভীত সুখ লব্ধ করিয়াছিল, রাজ্যে অবিচার ছিল না। বিক্রমাদিত্য, আরবেশ্বর কালিফ হারন আ-
তারশেদের ন্যায় প্রজাগণের দোষ, গুণ, পরিকার নিমিত্ত ছদ্ম বেশ
ধারণ পুরঃসর রাজা মধ্যে সময়ে সময়ে পরিভ্রমণ করিতেন, কাহার
অত্যাচার দেখিলে তাহাকে যথোপযুক্ত প্রতিকূল দিতেন, গুণজ্ঞকে পুর-
স্কার করিতেন। বিক্রমাদিত্য ইংলণ্ডায় আলকেড ভূপতির ন্যায়
নীতি-পরায়ণ, সভ্যশীল ও ধার্মিক ছিলেন, কিন্তু ধর্ম বিষয়ে তাহার
কথঞ্চিৎ কাপট্য ছিল। তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম
বিশ্বাস করিতেন না এবং আকবর সম্রাটের ন্যায় বাহ্যিকে তাবৎ
ধর্মের প্রতি অনুরাগ প্রকটন করিতেন, কিন্তু আস্তরিক্যে এক ঈশ্বর
ব্যতীত কিছুই মানিতেন না। বিক্রমাদিত্য, ভারতবর্ষে একচ্ছত্রা করি-
য়া সংবৎ নামে অক্ষ প্রচলিত করিলেন, পরে প্রায় এক শত বর্ষ পরম
সুখে যাপন করিয়া প্রতিষ্ঠান পুরীর শালিবাহন ভূপতির দ্বারায় হত
হইলেন।

বিক্রমাদিত্য ভূপতি রোমীয় জুলিয়স সিজরের সমকালবর্তী
ছিলেন। কাহার মতে তিনি অগস্ত্যের, কাহার মতে পারস্যাদিপতি
সাপুরের সমকালীন। তাহা যথার্থ ধার্য্য নাই। তিনি যে অগস্ত্যের
সমকালীন ছিলেন না, তাহার প্রমাণ এই, যে বিক্রমাদিত্যের সংবৎ
অক্ষের ৫৬ বর্ষ পরে যীশু খ্রীষ্টের জন্ম হয় এবং তদাঙ্গ আরম্ভ
হয়। যদিও ঐ সময়ে অগস্ত্য রোমীয় সম্রাট ছিলেন, তথাপি বিক্র-
মাদিত্য তদীয় সমকালীন হইতে পারেন না, কারণ বিক্রমাদিত্য ৫৬
বর্ষ রাজত্ব করেন নাই, তিনি ৩২ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইতিহাস-
বেত্তারা কহেন যে, বিক্রমাদিত্যের ৫৬ বর্ষ পরে পুরু নামে তাহার
এক উত্তরাধিকারী উজ্জয়নী হইতে অগস্ত্যকে এক লিপি লেখেন।†

* Marshman.

† Dow.—মেং মিলের মতে বিক্রমাদিত্য পারস্যাদিপতি ছিলেন, এবং
ব্রাহ্মণেরা তাঁহার গুণ মর্যাদা দর্শনে তাহাকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া বাক্য
করেন। তিনি বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহনের উপর কাল্পেন উইলকোর্ডের প্রবন্ধ
হইতে এক স্থল উদ্ধার করিয়াছেন, যাহাতে প্রমাণ্য হইয়াছে, বিক্রমাদিত্য
পারস্যাদিপতি সাপুর নামে বিখ্যাত ছিলেন এবং বিক্রমাদিত্যের জন্ম বিষয়ে
তাঁহাতে হিন্দুদিগের ন্যায় এক অসম্ভব গল্পও লিখিত হইয়াছে। বিক্রমাদিত্য
যে সাপুরের সমকালীক অথবা স্বয়ং সাপুর ছিলেন না তাহার প্রমাণ এই, যে
সাপুর ২৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যাদিপতি হন, যথা বিক্রমাদিত্য খ্রীষ্টের অনেক
অগ্রে ভারতবর্ষের অধিপতি ছিলেন।

বিক্রমসেন ।

বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিক্রমসেন পিতার পরলোকে উজ্জয়িনীর অধীশ্বর হইয়া রাজকার্য্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন । আমরা এই ভূগতির বিবরণ সম্যক অবগত নহি, এইমাত্র শ্রুত আছে, তিনি প্রতাপ-শীল ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন ।

ভোজ রাজা ।

ভোজ রাজা প্রমার্য্য বংশে জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁহার পিতা সিন্ধুলা দ্বারা রাজধানী শাসন করিতেন । কিয়ৎকাল শাসনের পর সিন্ধুলার মৃত্যু হয় । ঐ সিন্ধুলার মৃত্যু নাগে এক কনিষ্ঠ ভাতা ছিল, মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্বে তিনি নিজ মূর্খতাকে ভ্রাতৃ বশস্ত ও অবিস্ত্র ভ্রাতৃ-নিঃ ভ্রাতৃকে রাজা ভাষ্যপণ বিবেচ্য ছিল করিলেন, এবং মূর্খকে নিকটে রাখান করিয়া তাঁহাকে রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্তির সমস্ত ভার দিয়া ভোজকে তাঁহার অধীনে সমর্পণ করিলেন ।

অনন্তর বুদ্ধ রাজার মৃত্যু হইলে মূর্খ রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে ভোজ বুদ্ধি সাগর নামক রাজ মন্ত্রিকে অপদম্ব করিবাত্তে, মূর্খ বিবেচনা করিলেন যে, এ বালক যৎকালে রাজ মন্ত্রিকে পদচান করিল, তৎকালে আনাকে নক্রপনা করিবে সমস্ত সম্মানে না । এখন কি করা যায়, কি প্রকারে শঙ্কা হইতে উদ্ধার হউ ! ইত্যাদি ভাবিয়া রাজা বঙ্গ দেশের বংশ্য নামক বাজাকে আনয়ন করাইলেন এবং ভোজের অসম্মত কর্ম্ম তাঁহাকে জ্ঞাত করিয়া তাঁহাকে ভোজ বিনাশের আজ্ঞা দিলেন । বৎসরাজ তৎ শ্রবণমাত্র মূর্খকে ভীষণ জাতি বধ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বিবিধ উপদেশ দিলেন ও বিবিধ ধর্ম্মনীতি প্রদান করিলেন । মূর্খ তাহা হৃদয়ঙ্গম না করিয়া ক্রোধ-প্রজ্বলিত হইয়া ভোজ বিনাশার্থে বৎসরাজকে বারবার অহুরোধ করিলেন । বৎসরাজ বদাজ্য উল্লসনে অসমর্থ হইয়া দূতের দ্বারা ভোজকে নিকটে আসিতে কহিলেন ।

ইহাতে বৎসরের কত অনৈক্যতা পাঠকেরা বিচার করুন । মিলের অস্তুর রচনায় আরো দৃষ্ট হয়, বিক্রমাদিত্য ১১৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যারম্ভ করেন । অপর বিক্রমাদিত্য নামবাচক শব্দ-মাত্র বাহা যেখানেতে সকলের উপর ব্যবহৃত হইতে পারে ।

ভোজ দুতের বাক্য মনোযোগ করিলেন না। বৎসরাজ ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে বল পূর্বক গৃহ হইতে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহাকে দেবীর নিকটে বলি প্রদানার্থ রাজ্যের অদূরস্থ তদ্রকালীন নন্দিরের সমিধি লইয়া গেলেন। রাজ্য আফ্লাদ-শূন্য হইল, কারণ প্রজাগণ সকলেই ভোজের বশীভূত ছিল। বৎসরাজ ভোজকে লইয়া গিয়া তদীয় শিরশ্ছেদের সংকল্প করিতেছেন, এমন সময়ে তদীয় কনিষ্ঠ ভোজব নীতিপরতা ও নিদোষতা, দর্শনে দর্শিত হইয়া অপ্রজ্ঞাক শাস্ত্র সমন্বিত ও যুক্তি সমন্বিত উপদেশ প্রদর্শন করিলেন। কহিলেন, ভোজকে নষ্ট করিয়া তোমার কিছু মাত্র মজল হইবে না, বেবল চুরায়া মুগ্ধ রাজার সন্তোষার্থে মানব-ঘাতী হওয়া যুক্তিসিদ্ধ হয় না। বৎসরাজ এ উপদেশ ল্যাব্য জ্ঞান করিয়া ভোজকে হনন করিলেন না, এবং তাঁহার নিকটে কন্য প্রার্থনা করিলেন। অপিচ রাজার তৃষ্টির জন্য শিল্পির নৈপুণ্যেব প্রযত্নে ভোজের ল্যাব্য অধিকল এক কৃত্রিম মুগ্ধ নির্মাণ করাইয়া রাজাকে দেখাইলেন এবং ভোজকে গুপ্ত ভাবে রাখিলেন। মুগ্ধ দর্শন কালে মুগ্ধ রাজা প্রশ্ন করিলেন, “খড়্গোত্তোলন সময়ে ভোজ কি কোন প্রকার মিনতি বা কোন বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল?” বৎসরাজ কহিলেন, “ভোজ তৎকালে ২ট পত্রে কেবল একটা কবিতা লিখিয়াছিল, এবং তাহা আপনাকে প্রদান করিতে আদেশ করে।” মুগ্ধ জিজ্ঞাসিলেন, সে কবিতা কৈ? বৎসরাজ “গ্রহণ করুন” বলিয়া প্রদান করিলেন। রাজা ঐ কবিতা পাঠ করিলেন, যথা:—

“মাক্ষাতা চ নহীপতিঃ কৃতযুগে লঙ্কার ভূতো গতাঃ

সেতুর্ধেন মহোদধৌ বিবতিত কাসৌ দশশ্যাস্ত্রকঃ।

অনোচাপি যদ্বিষ্ণিঃ প্রভৃতয়োঃ যে চাত্তবন ভূভূতা

নৈকেনাপি সমঙ্গতা বঙ্গমতির্মন্যে দ্বন্দ্বা যাস্যতি” ॥

অম্বার্থ। “পূর্বে সত্যযুগে এই পৃথিবীতে অতি প্রতাপী মাক্ষাতা প্রভৃতি মহান রাজা সকল হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা সকলে একাকী পরলোকে গমন করেন; ত্রেতাযুগে অপার বারিধিতে প্রস্তরময়-সেতুবন্ধন, রাবণাদি বধ, ইত্যাদি অদ্ভুত কার্য্য করণে সমর্থ শ্রীরামচন্দ্রও স্বধানে একাকী প্রস্থান করিয়াছিলেন; এতদ্ভিন্ন অপর যুধিষ্ঠিরাদি ভূরি ভূরি মহারাজাও একাকী লোকান্তর হইয়াছেন। এই পৃথিবী কাহারও সঙ্গে যায় নাই; কিন্তু বোধ করি ইহা তোমার সঙ্গে কাইতে পারিবে”।

এই কবিতার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া মুঞ্জ রাজা শান্তিশয় শোকা-
কুল হইলেন। আত্মপুলের অকাল, অন্তায় মৃত্যু সাধন অতি অন্তায়
কর্ম স্থির করিলেন এবং পাপ হইতে মুক্ত হইতে কোন প্রকার
প্রাতিশ্রুতির ব্যবস্থা জানিতে আকাঙ্ক্ষী হইয়া পণ্ডিতদিগকে আনয়ন
করাইয়া তাঁহাদিগকে এতদিনের কর্তব্যাকর্তব্য জিজ্ঞাসিলেন। পণ্ডি-
তেরা কহিলেন, অগ্নি প্রবেশ ইহার যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত। মুঞ্জ রাজা
এই ব্যবস্থা সদ্যবস্থা জ্ঞান করতঃ পণ্ডিতদিগকে কহিলেন, অপরাধী
আত্মীয় ঘাতকের প্রতি অগ্নি প্রবেশ করাটী মুক্তিদায়ক। রাজা
এই বিষয়ের তর্ক করিতেছেন, ইত্যবসরে কমণ্ডলুপারী এক যোগী
আসিয়া রাজ সভায় অধিষ্ঠান করিলেন। মুঞ্জ রাজা যথোপযুক্ত সৎ-
কার করিয়া তাঁহাকে অধ্যাসীন করাইলেন এবং যোগী অধ্যাসীন হইলে
তাঁহাকে সন্নিহয়ে জিজ্ঞাসিলেন, “নহাশত! নরাধম আত্মীয় বিনা-
শকের বাণীতে কি অতিপ্রায়ে আগমন করিলেন?” যোগী কহিলেন,
“রাজেন! ভোজের জন্য আপনাকে শোকাবিহ্বল হইতে হইবে না,
কল্য প্রাতঃকালে ভোজ আপনার সম্মুখানে আগমন করিবেন। আপ-
নি বুদ্ধিসাগর সমুদ্রকে হোমীয় দ্রব্যাদি লইয়া বজ্রনী যোগে শ্মশানে
যাইতে আদেশ করুন। অনন্তর আমি উক্ত স্থলে উপস্থিত হইয়া
বিশেষ দেবোদ্দেশে হোম করিব, তাহাতে ভোজ পুনর্জীবিত হইবেন।
মুঞ্জরাজা যোগীর প্রার্থনানুযায়িক বুদ্ধিসাগরকে আজ্ঞা দিলেন। পর-
দিবস প্রত্যুষে বুদ্ধিসাগর রাজ্যে ঘোষণা করিলেন, “যোগীর আত্ম-
কৃত্য ভোজ পুনর্জীবিত হইয়াছেন।” ইহা শুনিয়া তাবৎ জনগণ
চনৎকৃত হইল। সকলেই ভোজ সন্দর্শনে তানন্দপূর্ণ হইয়া অগ্রসর
হইল। বুদ্ধিসাগর ও যোগী ভোজকে মুঞ্জ রাজার নিকটে নীত করিলে,
মুঞ্জরাজার আনন্দাশ্রু পতিত হইতে লাগিল, তিনি তাঁহাকে আলি-
ঙ্গন করিয়া যোগীকে সন্মান করিলেন এবং তম্বিকটে কৃতজ্ঞতা স্বী-
কার করিলেন। পরন্তু ঐ যোগী কেবল কৃত্রিম যোগী মাত্র, বুদ্ধি-
সাগরের বুদ্ধি-কৌশলে তিনি “নকল” যোগী হইয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, মুঞ্জ রাজা ভোজকে পাইয়া পরমাক্সাদিত হইলেন
এবং তাঁহাকে সিংহাসনে অধ্যাসীন করাইয়া, তদীয় হস্তে রাজ্যার্পণ
করিয়া, পত্নী সহ বন পয়ান করতঃ তপশ্চারণ আরম্ভ করিলেন। কেহ
কেহ কহেন,* তিনি সৈন্য দল সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করেন,

কিন্তু তিনি দক্ষিণ দেশ লইতে পারেন নাই, তিনি তথায় পরাজিত হইয়া বহুতর কষ্টে যাপন করেন।

ভোজ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া পিতার ন্যায় স্নেহ প্রকাশে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। বিদ্যার প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ হইল, তিনি অহর্নিশ পশ্চিম গঙ্গার তীরে বসিয়া বিদ্যা বিষয়ে বাদান্তবাদ করিতেন। তিনি পণ্ডিতদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিতেন। তন্মত বিদ্যোৎসাহী ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। কাব্য শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল; কবিতায় তিনি অধিক প্রিয় ছিলেন। কেচন সুতন কবিতা রচনা করিয়া শুনাইলে তিনি তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিতেন। লোকপ্রসিদ্ধ আছে, ভোজ রাজা ক্ষত্র কুলের অধিপতি শেখ রাজা ছিলেন।

এ স্থানে আমরা হিন্দু রাজাদিগের ইতিহাস শেষ করিলাম।

হিন্দুদিগের রাজত্ব কালীন যদিও ভারতবর্ষে সময়ে সময়ে যুদ্ধ হইত এবং যদিও তন্মারা সাধারণের নানা বিপদ ঘটিত, তথাপি এতদ্বারা হিন্দু ধর্ম নষ্ট হয় নাই। কালক্রমে এক সময় উপস্থিত হইল, যখন হিন্দুস্থান রক্তে প্রাণিত হইবে, নগর, পল্লি পুংস হইবে, তীর্থসকল নানা ভায়াচাবে সমাকীর্ণ হইবে, দেব মন্দির সকল মুক্তি-কাম্য হইয়া যাইবে, হিন্দু জাতির দানব শৃঙ্খল বহন করিবে এবং মোসলমানেরা তাহাদিগের নৃপতি ও প্রভু হইবে। মোসলমানেরা কি প্রকারে ভারতবর্ষ পরাজয় করে এক্ষণে আমরা বলিতে আরম্ভ করিলাম। ভারতবর্ষের অনতি পশ্চিম ভাগে গাজনি নামা এক রাজধানী ছিল, তথায় এবিস্তেজি নামে এক নরপাল ছিলেন। এবিস্তেজি ঐ গাজনি রাজ্য কিয়ৎকাল শাসন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। এবিস্তেজির মৃত্যু হইলে আইজেক নামক তদীয় পুত্র গাজনির রাজা হইলেন। আইজেক অধিক কাল রাজ্য ভোগ করেন নাই, দুই বর্ষ পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। পুত্রোক্ত এবিস্তেজির স্ত্রবজাজি নামক এক সেনানী ছিল, আইজেকের মৃত্যু হইলে তিনি গাজনির সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি ৬৮৪ সালে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তৎকালে লাহোরে জয়পাল নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি মোসলমানদিগের আক্রমণ বাঁচা প্রবণ করিয়া যুদ্ধার্থে সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। স্ত্রবজাজি জয়পালের যুদ্ধ সজ্জার সংবাদ পাইয়া লাহোরে উপনীত হইলেন। ইতিহাসবেত্তারা কহেন যে, এই সময়ে এক ব্যক্তি স্ত্রবজাজিকে কহিল যে, জয়পালের শিবির মধ্যে এক জলাশয় আছে,

ঐ জলদীপ্তিতে কেশবরত নামক ঔষধ নিক্ষেপ করিলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করিয়া প্রবল ঝড় উত্থিত হইয়া শীলাবৃষ্টি হইবে। সুবক্তাজি তদন্তরূপ করাতে চতুর্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, শীলাবৃষ্টি হইতে লাগিল, চঞ্চলা সৌদামিনী প্রকাশ হইল, কুশিল ঘোর নিনাদ আরম্ভ করিল। সর্প শুল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিল, সকলকে ভীত করিল। তাহাতে উভয় দলের সহস্র প্রাণী শমন ভবনের অতিথি হইল। কিন্তু গাজনো সৈন্যেরা অধিক শক্তিবান হইয়াতে তাহার সমধিক ক্লেশ পায় নাই, জয়পাল প্রাতঃকালে আপন সৈন্যদিগকে বাড়ে (যাহা স্বাভাবিক হইয়াছিল নায়ী বিদ্যার দ্বারা নয়) অতিশয় দুর্বল দেখিয়া পাছে সুবক্তাজি তাহার ছুরবহুয় সন্ধান পায়, ইত্যাদি দ্বারা তাহার সহিত সন্ধির প্রার্থনায় এক দূতকে পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাকে স্বর্ণ ও হস্তীর তেঁট এবং কর প্রদান করিতে সম্মত হইলেন।* সুবক্তাজি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন না, কিন্তু তাহার পুত্র মহমদ আগন পিতাকে তাহা গ্রহণ করিতে বারণ করিলেন। কিন্তু সুবক্তাজি অবশেষে জয়পালের অভিমত বাৎসরিক কর গ্রহণে সম্মত হইলেন, জয়পাল তাহাকে তাহার কিয়দংশ প্রদান করিলেন, তিনি সমস্ত অর্থ একেবারে প্রদানে অপারগ হইয়া সুবক্তাজিকে লাহোরে দূত পাঠাইয়া অবশিষ্ট লইতে কহিলেন। সুবক্তাজি তাহাতে সম্মত হন। জয়পাল আপন রাজ্যে আসিয়া সুবক্তাজির দেশ গমন সংবাদ অবগত হইয়া নিদ্রিত কর প্রদানে পরাংমুখ হইলেন এবং মহমদের প্রেরিত দূতকে বন্দী করিলেন। সুবক্তাজি লাহোর নৃপের বিশ্বাসঘাতকতা এবং মাত্র সৈন্য সমেত জয়পালের রাজ্যে সবেগে উপস্থিত হইলেন। জয়পাল সৈন্য সামন্তের সহিত প্রস্তুত হইলেন। দিল্লী, আজমির, কজিঙ্গ এবং কান্যকুব্জের রাজারা তাহাকে সাহায্য কবিলেন। জয়পাল এক লক্ষ অশ্বরুঢ় সৈন্য এবং দুই লক্ষ পদাতিক লইয়া রণে প্রবিষ্ট হইলেন। ভূমূল বুদ্ধ হইল। সুবক্তাজি অসাধারণ পরাক্রম প্রকাশ করিলেন এবং হিন্দুদিগের অসংখ্য সৈন্যকে মর্দন করিলেন। হিন্দুরা নীল নদী পর্য্যন্ত তাড়িত হইলেন এবং অনেকে জলে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। সুবক্তাজি জয়ী হইয়া, অতুল সম্পত্তি লাভ করিয়া, পেশওয়ার দেশ

আজ্ঞা রাজ্যে ভুক্ত করিলেন। অনন্তর সুবজ্রাজির পরলোক প্রাপ্ত হইলে তৎপুত্র মহমদ, গাজনির সিংহাসন অধিকার করিলেন। তাহাকে গাজনী মহমদ, অথবা মহমদ গাজনী কহা যায়। তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণে অভিলষী হইয়া, দশ সহস্র অশ্ব লইয়া, পেশওয়ারে উত্তীর্ণ হন।* পুরোক্ত লাহোরেশ্বর জয়পাল, দ্বাদশ সহস্র অশ্বরাক্ত, ত্রিদশ সহস্র পদাতিক এবং তিন শত হস্তী লইয়া যুদ্ধ করেন। মহমদ তাহাকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিলেন এবং অতুল সমৃদ্ধিশালী হইলেন। মহমদ তৎপরে গাজনিতে প্রত্যাগমন করিলেন। জয়পাল মোসলমানদিগের নিকটে দুই বার পরাস্ত হইলে, আপনাকে অক্ষয় জানিলেন এবং রাজ্যসন বিবর্জন করিয়া নিজ পুত্রী আনন্দপালকে তাহাতে স্থাপন করিলেন, অপিচ চিতারৌহন পুরুষক দেখ নাশ করিলেন।

মহমদ তৎপরে হিন্দুস্থানে দুই বার আসিয়া যুদ্ধ করেন, কিন্তু তাহা অধিক বিখ্যাত নয় বলিয়া আমরা তদ্বিবরণ লিখিলাম না। ৪১৫ সালে মহমদ এতদেশ পুনরাক্রমণ করিলেন, তাহাতে পুরোক্ত জয়পালের পুত্র আনন্দপাল গোয়ালিয়র, উজ্জয়িনী, কান্যকুব্জ, দিল্লী প্রভৃতির নৃপচরকে আহ্বান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কথিত আছে, যে হিন্দুরা ধর্ম নাশ-ভয়ে এতদ্রূপ উৎসাহশীল হইয়াছিলেন, যে অন্তঃপুরের মহিলারা স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরকাদির অজ্ঞাতরূপ বিক্রয় দ্বারা যুদ্ধ সাহায্য করিয়াছিলেন। হিন্দুরা বিপক্ষদিগকে সতেজে আক্রমণ করিলেন তাহাতে নিমেষ মধ্যে মহমদের ৪০০০ সৈন্য ধরাশায়ী হইল। ইতিমধ্যে হিন্দুদিগের করীবাহ বাণাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া পলায়ন প্রারম্ভ হইলে, তাহাদিগের দল মধ্যে ঘোর গোলযোগ উপস্থিত হইল, তাহাতে মহমদ সুযোগ পাইয়া তাহাদিগকে পরাভব করিলেন। হিন্দুরা পরাস্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে মহমদ পঞ্চাল দেশস্থ নাগরকোট নামে দেবমন্দির উৎপাটন করিতে অগ্রসর হইলেন। মহানহীম এলকিন্‌ফীন্ লেখেন যে, ভূমি হইতে শিখা উথিত হইবাতে ঐ মন্দির পবিত্র হইয়াছিল এবং ফেরিস্তার মতে উহাতে স্বর্ণ, রৌপ্য, জহর ইত্যাদি এতাদৃশ অধিক ছিল যে, পৃথিবীস্থ কোন রাজ ভাণ্ডারে কোন কালে তাদৃশ সংগৃহীত হয় নাই। মহমদ মন্দিরভাঙ্গুরে প্রবেশ পুরুষক ঐ সমস্ত ঐশ্বর্য লইয়া স্ব দেশে প্রস্থান করিলেন। তাহার

তিন বৎসর অন্তরে ৪১৮ সালে* তিনি ভারতবর্ষে পুনশ্চ আসিয়া দিল্লীর পশ্চিমে স্থানেশ্বরী নগর সমূলে নিশ্চুর করিয়া দিল্লী ধ্বংস করেন। তাহার সাত বৎসর পরে মহমদ কান্যকুব্জ অধীন কবিয়া মথুরার দেবমন্দির নষ্ট করিলেন। মহমদের শেষ যুদ্ধ ৪৩১ সালের ঘটয়াছিল। যৎকালে গুজ্জরাটের, সোমনাথের মন্দির নষ্ট হইয়া থাকে।

সোমনাথের মন্দির অতি খ্যাতপন্ন ছিল, দেব সেবার জন্য ২০০০ গ্রামের কর নিযুক্ত হইয়াছিল, ২০০০ পাশা দেব সেবা করিত, গায়িকা উক্ত সংখ্যা নৃত্য গীত করিত। মহমদ তথায় উপস্থিত হইলে, পাণ্ডারা তাঁহাকে মন্দির আক্রমণ করিতে দূত দ্বারা বারণ করিয়া পাঠাইলেন, যে এইরূপ আচরণ করিলে দেবতা ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে বিনষ্ট করিবেন। মহমদ তাহাতে ভ্রক্ষেপও না করিয়া নিঃশঙ্কায় মন্দির আক্রমণ করিলে, পাণ্ডারা তদদর্শনে অস্ত্রধারী হইয়া একরূপ যুদ্ধ করিলেন যে, বিপক্ষদিগকে পরাস্ত হইতে হইল। কিন্তু তথাপি তাহারা পলায়ন করিল না, পুনরাক্রমণারম্ভ করিল। অনন্তর কিয়দিবস তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে মহমদের ভাগ্য বল প্রবল হইল এবং তিনি স্রায় সৈন্যকে উৎসাহ করণার্থ অশ্ব হইতে অববোহন কবিয়া সবেগে ধাবমান হইলেন, তাহাতে সৈন্যগণ উৎসাহান্বিত হইয়া হিন্দুদিগের দল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেবমন্দির হস্তগত করিল। মন্দির হস্তগত হইলে মহমদ তন্মধ্যে প্রবেশ পুরঃসর দেবমূর্তিসমূহ বিধ্বংস করিতে উদ্যত হইলেন। মূর্তি নাশে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণেরা নিকরপায় হইয়া অষ্ট কোটি মুদ্রার দ্বারা তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে কহিলেন। তিনি তাহা না শুনিয়া প্রতিমূর্তি চূর্ণ করতঃ তন্মধ্যে হইতে বিস্তর বহু মূল্য রত্ন পাইলেন। ছুরাচারী মহমদ একপে ভারতবর্ষে দ্বাদশ বার আসিয়া ভীরা অভ্যাস করেন। হিন্দুস্থান জয়েছা অপেক্ষা হিন্দু ধর্ম নিমূল্যেছা তাঁহার প্রবল ছিল। কিন্তু পাঠক বৃন্দ মহমদের উল্লেখিত কদাচার দর্শনে জ্ঞান করিবেন না তাঁহার লায় নির্দয় মনুষ্য দুষ্সাপ্য। তিনি হিন্দুদিগের পক্ষে সাতিশয় নির্দয় ছিলেন সন্দেহ নাই, তথাপি তিনি নানা ক্রিয়া কলাপ করিয়াছিলেন, ইতিহাসবেত্তারা বলেন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিদ্বানদিগের প্রতি শাসিক বৃত্তি

* ১০১১ খ্রীষ্টাব্দ।

+ পুরাকালে কুরুক্ষেত্র বলিয়া জ্ঞাত ছিল।

‡ ১০২৪ খ্রীষ্টাব্দ।

নির্দোষ করিয়া দেন । বিশেষতঃ তাঁহার বিচার চমৎকার ছিল ।
 ক্ষত্রবরূপ একরূপ বর্ণিত আছে; যে, একদা এক ব্যক্তি আসিয়া
 তাঁহার জাতপুঞ্জের নামে এই অভিযোগ করিল, “হে ধর্ম্মাবতার!
 আপনার কোন সেনানী প্রেরণ করুন বশতঃ আমার পত্নীর নিকটে প্রত্যহ
 গমন করে এবং বলপূর্ব্বক আমাকে অশুভপুত্র হইতে বাহির করিয়া
 দেয় ।” মহম্মদ তৎ শ্রবণে উত্তর করিলেন, সে ভোমার ভবনে যখন
 আগমন করিলে, তখন আমাকে সংবাদ দিও । তদনুসারে ঐ ব্যক্তি
 কিয়দ্দিনান্তে তাঁহার সনীপে দণ্ডায়মান হইলে মহম্মদ করবাল লইয়া
 তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া আদৌ
 দীপ নির্বাণ পূর্ব্বক গম্ভীর পাশী আত্মীয়কে সংহার করিলেন,
 এবং অলোক আনিয়া শব নিরীক্ষণ করিয়া ঈশ্বরকে পরমাচ্ছাদে
 বস্তুবাদ দিলেন । এতাবৎ ব্যবহারে ঐ ব্যক্তি অতীব আশ্চর্য্য হইয়া-
 ছিল; মহম্মদ তাহার সে ভাব দূর করণার্থ তাহাকে কহিলেন, এই
 মৃত ব্যক্তিকে আত্মীয় জ্ঞানে আমি দীপ নির্বাণ করিয়াছিলাম । কেন
 না, তাহা না হইলে যেহ বশতঃ আমি ইহার প্রাণ হত্যা করণে বিরত
 হইতাম ।

যাহা হউক, মহম্মদ এতদ্দেশে একাধিপত্য করণে অপারগ হই-
 বাত্বে হিন্দু ভূপালদিগের নিকটে কেবল কর গ্রহণ করিতেন ।
 কিন্তু তিনি হিন্দুস্থানের মধ্যে আক্রমণ পর্ব্বান্ত করিতে অপারগ হই-
 গাছিলেন, অতএব সে দেশের কর পাইতেন না । মহম্মদের মৃত্যুর
 পরে মোসাউদ, মোদাদ, ইব্রাহিম, মোসাউদ দ্বিতীয়, বেরাম, কসরু
 প্রভৃতি তদীয় উত্তরাধিকারী গাজনির অধিপতি হন এবং হিন্দু-
 স্থান শাসনে রাখেন, কিন্তু গৌর-বংশীয়েরা তাঁহাদিগের রাজ্য উৎপাটন
 পূর্ব্বক হিন্দুস্থান ও গাজনির রাজা হইলেন । ৬০৩ সালে* গৌরী
 মহম্মদ হিন্দুস্থানে উপনীত হইয়া বারাণসী পর্য্যন্ত হিম ভিন্ন করিয়া
 বহু জীব হত্যা করিয়াছিলেন—তিনি গাজনীর মহম্মদের অপেক্ষা হিন্দু
 ধর্মে বিরক্ত ছিলেন । তৎ কর্তৃক আজমির ও কান্যকুব্জ পরাভূত এবং
 গৌরালিয়র গড় অধিকৃত হয় । মহম্মদ নানা স্থান বিলুপ্ত করিয়া
 ফুটব উদ্দীন নামে তদীয় অমুচরকে ভারত রাজ্য ভ্রমণ করিয়া গাজনিতে
 প্রেরণ করেন ।

লেন। মহমদের অপর অত্যাচার এই, যে তিনি এক সময়ে উন্মত্ত হইয়া নির্দোষী কান্যকুব্জ দেশীদিগকে নষ্ট করেন।

পূর্বতন হিন্দু ভূপালের মগরা করিতেন, অদ্যাবধি ইংলণ্ডীয়েরা বন্ধ্যা পশু শিকার করেন, কিন্তু মহমদ মানবজাতি শিকার করিতেন। তিনি পশুদিগের বিনিময়ে মনুষ্য শিকার করিতে সভ্যদিগকে অমুমতি দিয়াছিলেন। মহমদ এসম্প্রকারে রাজ্য শোকপূর্ণ করিয়া ৭৫৮ সালে* প্রাণ ত্যাগ করেন। কথিত আছে যে, মহমদ বিদ্যোমতি ও ধর্মোন্নতির জন্য যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন, সে ভণ্ড তপস্বীর চিহ্ন নাকি।

ফেরোজ।

টোকলাকের জাতপুত্র ফেরোজ সম্প্রতি দিল্লীর রাজ্যসন অধিকার করিলেন। ফেরোজ সংপ্রকৃতি ছিলেন, তিনি প্রজাদিগের সৌভাগ্যের জন্য বিবিধ উপায় করিয়াছিলেন। তিনি “ফেরোজাবাদ” নামে মহর এবং “ফেরোজ পুর” নামে দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার দ্বারায় অনেক খাল অসংখ্য জলাশয়, এক শত মসজিদ, ত্রিশটি বিদ্যালয়, এক শত চিকিৎসালয় এবং আর অনেক কীর্তি স্থাপিত হয়। বিদ্যোমতির বিষয়ে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল, নাগরকোট জয় করিলে তৎখাকার মন্দিরের অভ্যন্তরে এক পুস্তকাগার ছিল এবং তন্মধ্যে এক সহস্র, তিন শত সংস্কৃত গ্রন্থ দেখা গেল, ফেরোজ বিবিধ উৎকট শাস্ত্র সমন্বিত একখানি পুস্তক লইয়া পারস্য ভাষায় অনুবাদ করান। ফেরোজ ৩৮ বর্ষ, নয় মাস, রাজত্ব করিয়া ৭৯৫ সালে পরলোক প্রাপ্ত হইলেন।

টোকলাক দ্বিতীয়।

টোকলাক দ্বিতীয় তাঁহার পিতামহ ফেরোজের উত্তরাধিকারী হন। তিনি কুজীড়াহুষ্ঠান ও আমোদে কাল হরণ করতে রুক্ষ নামক এক ব্যক্তি তদীয় উজ্জীবের সহকারে তাঁহাকে হত্যা করে।

আবুবেকর।

ফেরোজের অপর এক পৌত্র আবুবেকর টোকলাকের পরলোকে তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন। এক বর্ষ ছয় মাসের পরেই মহমদ চতুর্থ তাঁহার রাজ্য বলপূর্বক হস্তগত করতঃ তাঁহাকে মন্ত্রী করেন।

* খ্রী ১৩৫১।

† খ্রী ১৩৮৮।

মহম্মদ চতুর্থ—হিমাউন।

মহম্মদ চতুর্থ ছয় বর্ষ, সাত মাস, রাজ্য ভোগ করিয়া কায়া ত্যাগ করেন এবং তাঁহার পুত্র হিমাউন রাজা হইলেন। পঞ্চবিংশতি দিবসের পরেই হিমাউনের মৃত্যু হয়।

মহম্মদ তৃতীয়—তৈমুরবেগ—সৈয়দ বংশের নৃপচয়।

হিমাউনের মরণান্তে মহম্মদের অপর এক পুত্র মহম্মদ তৃতীয় ভারতবর্ষাধিপতি হইলেন। তাঁহার সময়ে রাজ্য মধ্যে আত্ম বিবাদ হয় এবং অনেক অধীন হিন্দু ভূপালেরা স্বাধীন হন। রাজ্য সোপ-দ্রবে আকীর্ণ থাকে। তাঁহার সময়ে পাঠান বংশ লোপ হয় এবং তৈমুর বেগ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

৮০৫ সালে* তৈমুর বেগ নামা এক জন টাটরি দেশীয় হিন্দুস্থান আক্রমণ করিল। তাহাকে পরাজিত উল্লেখন করিয়া, বরফের উপর দিয়া আসিতে হইয়াছিল, অতএব সে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পায় এবং ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া এক লক্ষ প্রাণী বধ করে। ভারতবর্ষ তদীয় দ্বারায় রুধির-সাগর হইয়াছিল, সর্বদা হা হা ছ হা হা! ইত্যাদি কাতরোক্তি ব্যতীত কিছুই কর্ণগোচর হইত না। তৈমুর দিল্লী পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান ছিন্ন বিছিন্ন করিল। মহম্মদ ৪০০০০ পদাতিক ও ১০০০০ অশ্বারূঢ় লইয়া দিল্লীতে লুকাইয়াছিলেন, তৈমুর তাঁহার শঙ্কা দূরীকরণ ও তাঁহাকে যুদ্ধে নিরত করণার্থ কতকগুলি সৈন্যকে অগ্রে রাখিলেন এবং তাহাদিগকে ভয়ের চিত্র প্রকাশ্য করিতে কহিলেন। তাহারা ভদ্রমূরূপ করিলে মহম্মদ তাহাদিগকে অক্ষম জানিয়া রণে নিবিষ্ট হইলেন। তৈমুর তাঁহাকে পরাভব করিয়া দিল্লী অধিকার করিলেন। মহম্মদ গুজরাটে পলায়ন পরায়ণ হইলেন। মহম্মদ রাজ্যোদ্ধারার্থ উপায়ানুসন্ধান করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইল এবং মোসলমানের প্রতিনিধি কিসর সিংহাসন আক্রমণ করিয়া তৈমুরের প্রতিনিধির স্বরূপ হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কিসর সৈয়দ বংশ স্থাপক অথবা তৎ বংশের আদি পুরুষ ছিলেন। কিসরের পরে মবারিক, মহম্মদ, পঞ্চম, আলা দ্বিতীয়, বিলিয়ল, সেকন্দর প্রথম এবং ইবাহিম দ্বিতীয় প্রভৃতি দিল্লীর রাজা হইলেন। ইব্রাহিমের সময়ে তৈমুরের অভিবৃদ্ধি প্রপৌত্র বাবর হিন্দুস্থানে আসিয়া দিল্লী অধি-

কার করিলে কিসরের বংশ লুপ্ত হয়। গুলস্তান বাবর দিল্লী আক্রমণ করিলে ইব্রাহিম সন্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। যোঁব যুদ্ধ হইল এবং ইব্রাহিম যুদ্ধে পরিত্যক্ত হইবতে বাবর ১৫২৫ সালে* দিল্লীর সম্রাট হইয়া নব্বল বংশ স্থাপন করিলেন।

অষ্টম অধ্যায় ।

নব্বল বংশ ।

বাবর ।

বাবর রাজা অপহরণ করিলে ইব্রাহিমের ভ্রাতা মহম্মদ এক লক্ষ পাঠান সৈন্য সঙ্গে করিয়া তাঁহার সহিত সম্মেলন করিয়া হইলেন। বাবরের অত্যাচার নাজি সাদেশীয় সৈন্য ছিল, কিন্তু বাহারা ছিল তাহার সকলেই পাঠানদিগের অপেক্ষা রণবিশারদ। বাবর সৈন্যদিগকে উপযুক্ত স্থানে স্বাধীন স্থাপন করিয়া যুদ্ধ করিলেন, তাহাতে যুদ্ধ হইল। বাবর পরাজয় হইলেন। কিন্তু বাবর দীর্ঘকাল রাজা ভোগ করিতে পারিলেন না এবং ১৫৩৭ সালে† তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল। বাবর অসামান্য গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার চরিত্র অতি সৎ ছিল এবং তিনি কাব্যশাস্ত্রে বিলক্ষণ বিচক্ষণ ছিলেন। কিন্তু তিনি অতিবিক্ত সদ্যপান করিতেন।

হিমাউন ।

বাবর জ্যেষ্ঠ পুত্র হিমাউনকে উত্তরাধিকারী করিয়া যান। কিন্তু হিমাউন রাজা হইলে, তাঁহার ভ্রাতা দ্বয় কনর ও হিন্দাজ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে চেষ্টা করেন, তাহাতে ভ্রাতাদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। এই স্ত্রোমে সেয়র খাঁ নামে এক পাঠান সেনা-

* খ্রী ১৫২৫

† খ্রী ১৫৩০।

পতি দিল্লী আক্রমণ করে। হিমাউন যুদ্ধে অপারগ হইয়া পারস্ত দেশে পলায়ন করিলেন। এই পলায়নে তিনি অনির্কটনীয় যত্নশীল হইয়া ছিলেন, ক্রমশঃ বন মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে কষ্টকে তাঁহার শরীর কত বিকৃত হইয়াছিল, পিপাসায় জিহ্বা বিদীর্ণ হইতে ছিল। তিনি একরূপ ছরবস্থায় শুনিলেন তাঁহার বিখ্যাত পুত্র আকবর জন্মিয়াছেন। হিমাউন আত্ম প্রাণ রক্ষার্থ পুত্রের রক্ষার উপায় করিতে পারিলেন না,—পলায়নে বাধ্য হইলেন। তিনি পারস্য রাজ্যবাটীতে সমাগত হইলে পারস্তরাজ তৎপ্রতি বিহিত সম্ভ্রম প্রদর্শন করিলেন, এবং সাহায্যের নিমিত্ত তাঁহাকে দশ সহস্র সৈন্য দিয়া কাবুল আক্রমণ করিতে বলিলেন। কাবুল সে সময়ে তদীয় ভ্রাতা কনরগের অধিকার ছিল, সে হিমাউনের আক্রমণে ভয় প্রদর্শনার্থ তৎপুত্র আকবরকে প্রাচীরে এক চিতায় বান্ধিয়া এই ভয় প্রদর্শন করিল, যে হিমাউন্ আক্রমণ করিলে তৎক্ষণাৎ তদীয় পুত্রকে নষ্ট করিব। হিমাউন্ তাহা গ্রাহ্য করিলেন না এবং পাছে আকবরকে নষ্ট করে, একান্ত ভ্রাতাকে গম্ভীর ভাবে বারণ করিতে উপায় করিলেন। কনরগ রণে পরাংমুখ হইল এবং হিমাউন রাজ্যাধিকারী হইলেন। হিমাউন নয় বর্ষ কাল কাবুল শাসন করেন।

এদিকে সেয়র খাঁ দিল্লীর নরপতি হইয়া সুবিচারে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন, তাঁহার অধিকারে প্রজাপুঞ্জ সুখী হইয়াছিল। তিনি পথিকদিগের সুখে গমনের জন্য ভাগীরথী হইতে সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত এক বৃহৎ রাজপথ নির্মাণ করিলেন এবং পথিকদিগের বিশ্রাম জন্য তাহার দুই পাশে বৃক্ষসমূহ রোপণ করাইলেন, তথা এক এক ক্রোশ অন্তরে এক এক কুপ নির্মাণ করাইয়া দিলেন। অপর যাত্রীদিগের আশ্রম জন্য প্রত্যেক আড়ার এক এক 'সরাই' স্থাপন করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পঞ্চবর্ষান্তে তাঁহার পরোলোক প্রাপ্তি হইল এবং তৎপুত্র সেলিম রাজ্যাধিকারী হইলেন। কিয়ৎপরে তাঁহার পুত্র না হইবাতে মহম্মদ আদিল সুর ও ইব্রাহিম অম্বক্ষমে রাজ্য-শাসন করিলেন। এই দুই ব্যক্তির সময়ে রাজ পরিবারের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয় এবং রাজ্যের প্রধান কর্মচারীরা পরস্পর বিবাদ করেন। হিমাউন এই সুযোগে ১৫০০ অশ্বরুঢ় সৈন্য সঙ্গে করিয়া দিল্লী আক্রমণ করিলেন। সেয়র সার ভ্রাতৃপুত্র সেকন্দর দিল্লীর রাজা ছিলেন, দিল্লী আক্রান্ত হইলে তিনি ৮০০০০ সৈন্য লইয়া হিমাউনের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। এই যুদ্ধে আকবর অসাধারণ বিক্রম প্রকাশ করিয়া ছিলেন।

তখন তাঁহার বয়স্ক্রম ত্রয়দশ বর্ষ মাত্র ছিল, সৈন্যেরা তাঁহার সাহস দেখিয়া উৎসাহান্বিত হইল এবং স্বর্ণ বিলম্বে শত্রুদিগকে নিরস্ত করিল। সেকন্দর পরাজিত হইয়া পঞ্জাবের নিকটস্থ পর্য্যন্ত পলায়ন করিলেন। হিমাউন জয়ী হইয়া দিল্লীস্থর হইলেন। কিন্তু সাহসের মধ্যে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল। হিমাউন সজ্জরিত, সাহসী ও বিদ্যাবান ভূপতি ছিলেন। বিদ্যা বিষয়ে তাঁহার একপ উৎসাহ ছিল, যে তিনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অভ্যর্থনার নিমিত্ত সাতটি প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করিয়া তাহা সমস্ত গ্রহের নামে প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। বিশেষ পদবিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিশেষ প্রকোষ্ঠে অতিথিত হইতেন।

মহম্মদ আকবর ।

১৬৩০ সালে* মহম্মদ আকবর, তদীয় পিতা হিমাউনের পরলোকে দিল্লীস্থর হইলেন। তখন তাঁহার চতুর্দশ বর্ষ মাত্র বয়স্ক্রম ছিল, রাজ্যও সোপান্রবে আবিষ্ট ছিল, পাঠানেরা রাজ্য হস্তগত করিবার উপক্রম করিতেছিল। আকবর যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করেন সে দিকে কেবল বিপদ দেখেন। কিন্তু তথাপি তিনি শঙ্কচিত হইলেন না এবং গজা পার হইয়া অকস্মাৎ বিদ্রোহীদিগের শিবিরের সম্মুখীন হইলেন। তদীয় উপনীত হইয়া বিদ্রোহীদিগের সেনানীকে সংহার করিলেন। বিদ্রোহীরা শিবির ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। হিমাউনের পরলোকে আগ্রা, কাবেল, পঞ্জাব অধিকন্তু দিল্লী, পর্য্যন্ত সোপান্রবময় ছিল এবং শত্রুরা স্থান বিশেষ অধিকার করিয়াছিল। আকবর সে সমস্ত উদ্ধার করিতে তৎপর হইলেন। তিনি মহম্মদ আদিলের মন্ত্রী হেমকে পরাজয় করণানন্তর দিল্লী ও আগ্রা সম্পূর্ণ দখল করিলেন। এই সময়ে সেকন্দর স্বর পঞ্জাব অধিকার করিয়া ছিলেন, আকবর তাঁহাকে পরাজয় করিয়া পঞ্জাব স্বরাজ্য ভুক্ত করিলেন। পরে আজমির ও গোয়ালিয়রের গড় অধীন করিয়া মালুয়া অধীন করিতে গেলেন। তখন মালুয়া রাজবাহাদুর নামক পাঠানের অধিকার ছিল, আকবর তাহাকে জয় করতঃ তাহা গ্রহণ করিলেন ১৬৮১। আকবর তদন্তর চিটোর লব্ধ করণার্থ যাত্রা করেন। উদয় সিংহ তখন চিটোরের অধিপতি ছিলেন, তিনি আকবরের আগমন বার্তা প্রবণে পলায়ন

* খ্রী ১৫৫৩।

† খ্রী ১৫৩১।

করেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যধন্য জয় মল, দুর্গ রক্ষা করিবাতে আকবরের সহিত তাঁহার সমর হয় এবং আকবর তাঁহাকে নষ্ট করিয়া চিটোর প্রাপ্ত হন। আকবর তদন্তরে গুজরাট বঙ্গ কাশ্মীর সিন্ধু প্রভৃতি লব্ধ করিয়া ভারতবর্ষে একচ্ছত্র করেন। আকবর অতঃপর স্বচ্ছন্দে রাজ্য ভোগ করিতে পারিলেন না, কতকগুলি মঙ্গল সেনানী গুজরাটের রাজধানী 'আমেদাবাদ' আক্রমণ করিবাতে তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে গমন করিলেন। ঐ মঙ্গল সেনানীরা তাঁহার নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইল।

আকবর কিয়ৎকাল রাজত্ব করেন ইতিমধ্যে ইংলণ্ডীয় কতকগুলি ধর্ম-দুষ্ট রাজসভায় উপনীত হইলেন। রাজা তাহাদিগকে সমুদ্রে এহণ করিলেন এবং স্রয়ং আঁধাধর্মাবলম্বী হইবেন তাহাদিগকে একরূপ আশ্বাস দিলেন। ধর্মদূতেরা কিয়ৎকাল সেই আশয়ে দিল্লীতে রহিলেন, কিন্তু আকবর তাহাদিগের ধর্মাবলম্বন না করিলে তাঁহারা স্বদেশে যাত্রা করিলেন। আকবরের ধর্ম বিষয়ে টমংকার ব্যবহার ছিল, তিনি হিন্দুদিগের সমক্ষে হিন্দু ধর্মের অমুরাগ, মোসলমানদিগের সমক্ষে কোরাণীয় ধর্মের চর্চা এবং খ্রীষ্টীয়ানদিগের সমক্ষে খ্রীষ্টের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতেন। ফলতঃ তিনি ব্রাহ্মধর্ম তিম কোন ধর্ম মানিতেন না। আকবর ৫১ বর্ষ মহা সুখে রাজ্যোন্মুখ্য সম্ভোগ করিয়া ১০১২ সালে নিশ্বাস বায়ু সম্বরণ করেন।

আকবর দিল্লীর সকল নরপতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং সর্ব গুণে অলঙ্কৃত হইয়া প্রজার মনোরঞ্জন করিতেন। প্রজাবৎসল নরনাথের নম্রতারূপে রাজ্য শাসনে প্রজাপুঞ্জ বহুবিধ সুখ লব্ধ করিয়াছিল, আকবরের রাজ্যে কোন বিপদের আশঙ্কা ছিল না। আকবর সাধারণ জনগণের উপকার উপলব্ধির নিগিষ্ঠ "আইন আকবরি" প্রণয়ন করান। এই গ্রন্থে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কৃষীকর্ম, বাণিজ্য, রাজকরাদি বিবিধ বিষয়ের নির্ণয় আছে। কোন দেশে কি কি প্রকার শস্ত্রোৎপাদি হয়, করের সংখ্যাই বা কোন্ দেশে কত, তাহা এতৎ গ্রন্থে জানা যায়। তাঁহার অধিকারের পূর্বে প্রজাদিগকে না না বিষয়ের কর দিতে হইত, প্রত্যেক বৃক্ষে কর নির্ধারিত ছিল এবং যাত্রীদিগকে ও ধীবরদিগকে কর দিতে হইত। আকবরের সুশাসনে এরূপকার অন্যায় কর লোপ হইল। আকবরের সময়ে হিন্দু যোষাগণ অত্যাচার হইতে সুরক্ষিত হইত, রাজপথে কেহ তাহাদিগকে বিক্রম করিতে

সমর্থ হইত না। তাঁহার কালে হিন্দুরা প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত হন।

মহম্মদ আকবরের শাসন সময়ে সর্বা প্রকার বিদ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং কতিপয় ব্যক্তি বিদ্যায় প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। আবুল ফাজল “আইন আকবরি” প্রণয়ন করেন। কেজ্জি সংস্কৃত ভাষায় বিচক্ষণ ছিলেন এবং মহাভারতের “নল দময়ন্তী” লিলাবতী ও বীজ গণিত শাস্ত্র পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। এই সময়ে বিখ্যাত গায়ক তানসান জন্মিয়া ছিলেন।

জিহঙ্গির।

যুবরাজ সেলিম আকবরের মরণান্তে যৌবরাজ্য অধিকার করিয়া গর্ভতা পূরক “জিহঙ্গির” অথবা ‘পৃথীজয়ী’ নাম গ্রহণ করিলেন। আকবর যেরূপ জ্ঞানী ও ধার্মিক রাজা ছিলেন, জিহঙ্গিরের চরিত্র তাদৃশ ছিল না। আকবরের জীবদশায় দিল্লীতে মরাল-নিশা, (অথবা ঘোষাবৃন্দের সূর্য্য স্রুপা) নামে এক নিক্রপমা, মনো-রমা ছিলেন, সেয়র নামে এক জন পারস্যের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। জিহঙ্গির ঐ রমণীর রূপমাধুরী সন্দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহার পাণি গ্রহণের নিমিত্ত সমধিক আয়াস করিয়া সেয়রকে বঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পিতার শাসনে আত্ম মানস সম্পূর্ণ করিতে পারিলেন না। সময় ক্রমে যখন তিনি আপনি সন্ত্রাট হইলেন, তখন সেয়রকে নিগ্রহ করিতে উপায় পাইলেন, কিন্তু সেয়রকে সহজে নিগ্রহ দেওয়া কঠিন ছিল, কারণ সেয়র নিজ গুণে সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। জিহঙ্গির প্রথমে তাঁহাকে হস্তী এবং ব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে বাধ্য করেন, সেয়র ঈশ্বর প্রসাদাৎ নিজ বাহুবলে এমত ভীষণ বিপদ হইতে মুক্ত হইলেন। জিহঙ্গির সেয়রকে নষ্ট করিবার জন্য বঙ্গ-দেশের ‘সুভ’ কুটবকে প্রেরণ করেন। কুটব ৪০ জন লোকের সহিত সেয়রকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। সেয়র ঐ ৪০ ব্যক্তিকে সংহার করিলেন। কুটবের প্রথম উপায় নিরর্থক হইলে তিনি এক ক্ষুদ্র সৈন্যদল লইয়া পুনশ্চ সেয়রের নিকটে গেলেন। সেয়রের কি চমৎকার বীরত্ব! তিনি বিনা আশ্রয়ে কুটবের কতকগুলি সৈন্য সমেত কুটবকে ভূমিশায়ী করিলেন। পরন্তু তিনি ক্ষণ বিলম্বে শরাঘাতে পঞ্চত্ব পাইলেন। সেয়রের উত্তরকালে মরাজনিশা জিহঙ্গিরের গল্পী হইলে ‘মুরাজ্জহান’ নামে উক্ত হইলেন।

১০১৫* সালে মেং উইলিয়ম হকিন্স ইংলণ্ডীয়দিগের ভারতবর্ষে

বাণিজ্য করিবার অনুমতি জইবার প্রত্যাশায় জিহঙ্গিরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগরায় উত্তীর্ণ হন। জিহঙ্গির তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। হকিম প্রতাহ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন তাহাতে রাজার সহিত তাঁহার প্রণয় হয়। রাজা এক আদমশাহী রমণীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। হকিমের সৌভাগ্য দেখিয়া রাজমন্ত্রীরা হিংসা বশতঃ রাজার নিকটে তাঁহাকে কৌশলে দোষী করিতে উদ্যোগী হইল। রাজা তাহাদিগের কল্পিত বাক্য প্রত্যয় করতঃ “ইংলণ্ডীয়েরা যেন আর না আইসে” এরূপ অশ্লীল বচন প্রয়োগ করিলেন। হকিম অশ্লীল উপায় না দেখিয়া এবং বাণিজ্যার্থ রাজানুমতি না পাইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। হকিম নিরাশ প্রাপ্ত হইলে পরে দিল্লীর সম্রাটের নিকটে ইংলণ্ডীয় এক সম্ভ্রান্ত রাজদূত প্রেরিত হইল। সার টমস্‌ রো রাজদূত হইয়া হিন্দুস্থানে আগমন করিয়া ১০২৩ সালে* জিহঙ্গিরের রাজবাটীতে উপনীত হইলেন। জিহঙ্গির যথা সম্ভ্রমে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। হিংস্রকেব বিদ্বেষ কোন প্রকারে নিবারিত হয় না; রাজমন্ত্রীরা রোর শত্রু হইল, কিন্তু সম্রাটের আত্মকুল্যে তাহাদিগের বিদ্বেষ অধিক প্রবল হইল না। জিহঙ্গির রোকে ইংলণ্ডীয়দিগের নিরাপদে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। রো চারি বর্ষ ভারতবর্ষে থাকিয়া স্বদেশে গমন করিলেন। জিহঙ্গির কিছু কাল স্বচ্ছন্দে কাল হরণ করিতেছেন, এমন কালে তাঁহার প্রিয় ভার্য্যা মুরজিহান্ তদীয় স্বচ্ছন্দ উদ্বেদ করিলেন। তিনি আপন জামাতা এবং জিহঙ্গিরের চতুর্থ পুত্র সারিয়রকে রাজাসনে স্থাপন করিতে এবং স্বপত্নী-পুত্রদিগকে রাজাসনে বঞ্চিত করণাভিলাষিনী হইয়া ভর্তাকে কুমন্ত্রণা দিয়া তাঁহার মন বিকৃত করিলেন। সম্রাটের মহাবত খাঁ নামে এক বিশ্বাসী, পরাক্রমী সেনাপতি ছিল, যুবরাজ সা জিহান বারম্বার রাজ্য মধ্যে দৌরাত্ম্য ও বিদ্রোহিতাচরণ করিলে, মহাবত তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া রাজ্যের কুশল রক্ষা করেন। তিনি এবম্প্রকার মহৎ কৰ্ম করিয়া পুরস্কারের প্রত্যাশায় রাজ সভায় গমন করিলেন। পরন্তু রাজা মুরজিহানের কুমন্ত্রণায় এরূপ হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন, যে তিনি মহাবতকে সমাদর পর্য্যন্ত করিলেন না। মুরজিহান্ রাজার বিশ্বাস জন্মান, যে মহাবত খাঁ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিতে মন্ত্রণা করিতেছে। মহাবত ইহার তত্ত্ব পাইয়া তদবধি আর রাজ সভায় যাইতে কাম্য হইলেন, কিন্তু রাজা জাহেলন করিতে না পারিয়া আত্ম রক্ষার জন্য ৫০০০০

অগ্রাহ্য হইয়া পুত্র সমভিব্যাহারে অবশেষে তথায় গমন করিলেন। রাজা তখন লাহোরের সন্নিকটে ছিলেন, মহাবত তাঁহার শিবিরে প্রবেশ করিলে তিনি তাঁহাকে অমান্য করিলেন, এবং রাজকর ও লুণ্ঠিত ধনের হিসাব চাহিলেন। এতদ্বারা মহাবতের মহা কোপ জন্মিল, তিনি এক দল সৈন্য মদ্যাকুলে রাখিয়া, অন্য দলের সহিত জিহজিরের শিবির আক্রমণ করিলেন এবং সবেগে জিহজিরের সম্মুখে গেলেন। জিহজির ত্রস্ত হইয়া পলায়নিলেন, “মহাবত খাঁ অভিপ্রায় কি?” মহাবত প্রত্যুত্তর করিলেন, “আমার শত্রুরা আমার প্রাণ নাশের মন্ত্রণা করিতেছে তাহাদিগের মন্ত্রণায় ভাঙিত হইয়া, আমি প্রভুর নিকটে রক্ষার প্রার্থনায় উপস্থিত হইয়াছি।” অতদ্বারা মহাবতেরা “কি নিমিত্ত পশ্চাতে রহিয়াছে” জিজ্ঞাসা করিতে তিনি উত্তর দিলেন, “তাহারা আমার এবং আমার পরিবারের রক্ষা প্রার্থনা করে এবং ইহা ব্যতীত তাহারা গমন করিবে না।” জিহজির তাঁহাকে সাবুনা করিয়া কহিলেন, তোমার প্রাণ নাশ করিবার আমার কোন অভিপ্রায় নাই।

জিহজির এক্ষণে মহাবতের অধীনে রহিলেন। মুরজিহান মহাবতের ওদশা প্রবণ করিয়া মহাবতের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন, মহাবত তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। মুরজিহান রণে পরাভূত হইয়া লাহোরে পলায়ন করিলেন, তাহাতে জিহজির পত্রে দ্বারা তাঁহাকে আপনায় শিবিরে আসিতে বলিলেন। মুরজিহান শিবিরে আসিয়া পতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে মহাবতের নিকটে অলুঘতি প্রার্থনা করিলে, মহাবত এই অলুঘতি দিলেন, যে আমার সমক্ষে তোমাদিগের পরস্পর সন্দর্শন হইবে। মুরজিহান পতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি পতিকে বিলোকন করিয়া স্নেহাঙ্গী হইলেন, তাঁহার নয়নাঙ্ক ভূতলে পতিত হইল। প্রেয়সীকে অবস্পৃকার খিদ্যাঘাত দেখিয়া জিহজিরের দুঃখানল উদ্দীপ্ত হইল, তিনি সঙ্কল্প বচনে মহাবত খাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রেয়সীর স্বতন্ত্রতা প্রার্থনা করিলেন। মহাবত প্রভুর কাতরোক্তি দেখিয়া প্রেয়সীকে বিমুক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে যথা বিহিত সমাদরে কাবেলে লইয়া গেলেন। তথায় লইয়া গিয়া মহাবত কিয়ৎকালের পরে আপন সোপার্জিত অধিকার পরিত্যাগপূর্বক নৃপ-তিকে স্বাধীন করিয়া সামান্য অবস্থায় কালহরণ করিতে লাগিলেন। মহাবত রাজত্ব ত্যাগ করিলে কুচক্রী মুরজিহান প্রতিহিংসা সাধনে নিরত হইয়া তাঁহার প্রাণ নাশের মন্ত্রণা করিলেন। ক্ষীণান্তঃকরণ জিহ-

স্বভাব-জাত ভ্রাতৃ বিবাদ সম্বন্ধে অসমর্থ হইয়া ভ্রাতাদিগের লিপি রাজ্যে আনয়নে রহিত করিলেন এবং ভ্রাতাদিগের কুসুলাকাঙ্ক্ষী মহৎ মহৎ সামাজিকদিগকে পদচ্যুত ও নিরাকৃত করিলেন। ইতিমধ্যে সাজিহান আরোগী হইলেন, কিন্তু যুবরাজের দারার নিগ্রহে নিপীড়িত হইয়া তৎ প্রতি প্রতিফল দিতে উদ্যোগ করিলেন। সাজিহান আরোগ্য প্রাপ্তানন্তর পুনঃরাজ্য শাসন আরম্ভ করিলেন। সূজা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। দারার পুত্র শোলেমানের সহিত যুদ্ধ দেশে যুদ্ধ হইল। তাহাতে শোলেমান রণজয়ী হইলেন। এ দিকে মোরাদ ও ওরাংজেব একেত্র্য হইয়া নর্মদার তীরে এক সেনানী বশমত সিংহের সহিত সমরে নিযুক্ত হইলেন এবং অবিলম্বে জয় যুদ্ধ করিলেন।

অনন্তর দারা ভ্রাতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন, আগ্রাতে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয় এবং দারা পরাস্ত হইলেন। দারা পরাস্ত হইলে ওরাংজেব বলের দ্বারা রাজ্য প্রাপ্তীক্ষা করিলেন এবং কৌশলে পিতাকে আত্ম দুরবস্থা ও তৎ প্রতি বশীভূততা কানাইলেন। সাজিহান ভ্রাতার বাক্য সহ্য না করিয়া পিতার অভাব পরীক্ষার্থ জাহানারা নাম্নী ভদ্রীয়া তনয়াকে ভ্রাতার নিকটে পাঠাইলেন। জাহানারা প্রথমে মোরাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, কিন্তু মোরাদ ভ্রাতাকে দারার ইচ্ছাভিলাষিনী জানিয়া তৎ প্রতি সন্ত্রস্ত প্রকাশ করিলেন না। জাহানারা তাহাতে বৈরত্বা হইয়া ভ্রাতার শিবির পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে ছিলেন, এক কালে ওরাংজেবের সহিত ভ্রাতার সন্দর্শন হইল, তিনি ভগিনীকে সম্মাদরে নিজ শিবিরে লইয়া গেলেন এবং অতি সৌজন্য ভাবে আত্ম অবস্থা অবগতি করিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিলেন। জাহানারা ভ্রাতাকে সন্দর্শিতলাষী অবধারিত করিয়া দারার কৌশল ও সৈন্যসাধ্যদিগের বিষয় ভ্রাতাকে বিদিত করিয়া পিতার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তিনি পিতার নিকটে ভ্রাতার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বাক্ত করিলেন। ওরাংজেব সাক্ষাৎ করিবে অরণ করিয়া চতুর-বুদ্ধির পতি ভ্রাতাকে বিশ্বাস করিলেন না, এবং আত্ম দেহ বিধি মতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেন। ওরাংজেব পিতার অপেক্ষা চাতুর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক পিতাকে ভ্রতের দ্বারায় জ্ঞাত করিলেন, যে দোষী ব্যক্তি শতত ভীত থাকে, যে তিনি যেদূর দোষ করিয়াছেন তদুপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবেন জানেন না। ভ্রাতার পুত্র মহমদ আগামী ক্ষুদ্র রক্ষক দল লইয়া রাজবাটিতে থাকিবেন। সাজিহান ইহাতে ওরাংজেবের সারল্য অস্বত্ব করিয়া মহমদকে রক্ষক-

দিগের সহিত রাজবাটিতে অবস্থিতি করিতে অনুমতি দিলেন। মহমদ রাজবাটিতে প্রবেশ করিয়া পিতামহকে আলিঙ্গন করিলেন, কিন্তু কোন স্থানে অসংখ্য সৈন্যকে থাকিতে দেখিয়া তাঁহার সংশয় জন্মিল এবং সংশয় নাশার্থ পিতামহকে ঐ সৈন্যদিগকে অন্যত্র গমন করিতে আদেশ করিতে বলিলেন। আরো বলিলেন, যে সৈন্যেরা যদি রাজবাটির অন্তর না হয়, তবে আমি পিতাকে এ স্থানে আসিতে নিষারণ করিব। সাজিহান বালকের বাঁকো হতবুদ্ধি হইয়া সৈন্যদিগকে অন্তরে ঘাইতে অনুমতি দিলেন। ইতিমধ্যে সংবাদ হইল, ওরাংজেব অশ্বারোহণে আসিতেছেন, কিন্তু ওরাংজেব নৃপতির সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া মকবরের বদর দর্শনার্থ গমন করিলেন। সাজিহান পুত্রের এবল্লুকার ব্যবহার অবগত হইয়া মহমদকে জিজ্ঞাসিলেন, ওরাংজেবের এবল্লুকার আচরণের কি অভিপ্রায়? মহমদ উত্তর প্রদান করিলেন, “সন্ত্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আমার পিতার কোন অভিলাষ নাই”?—“তবে তুমি এ স্থানে কি নিমিত্ত?”—“দুর্গ দখল করিবার জন্য।” সাজিহান তখন ওরাংজেবের মূল অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপনাকে যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং ওরাংজেবকে কটুকটব্য কহিলেন। কিন্তু এক্ষণে উদ্ধারের আর উপায় নাই। ওরাংজেব এক্ষণে নিঃসহানাদিকার করিতে উপায় পাইলেন, কিন্তু মোরাদ বর্তমানে নিশ্চিন্তরূপে বাহ্য ভোগ করা কঠিন অনুভব করিয়া তদীয় প্রাণ বিনাশের যুক্তি করিতে লাগিলেন। মোরাদ তাহা পরম্পরের বিদিত হইয়া ভ্রাতৃ নাশার্থ ভ্রাতাকে আনত্ৰণ করিলেন। ওরাংজেব আনত্ৰণ রক্ষার্থ ভ্রাতার নিকটে গমন করিলেন, কিন্তু কোন বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ জন্মিল, তিনি পীড়ার ছলে ভ্রাতার নিকট বিদায় লইলেন, পরে আত্ম-ভিলাষ সাধনের নিমিত্ত ভ্রাতাকে এক দিবস নিমন্ত্রণ করিলেন। তদনু-যায়া মোরাদ তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইলেন। ওরাংজেব ভ্রাতার মনোপহরণার্থ মোহিনী নর্ত্তকীগণ রাখিয়া ছিলেন, লম্পট মোরাদ তাহা-দিগের প্রেম পাশে বদ্ধ হইয়া জ্ঞানশূন্য হইলেন এবং প্রমোদে রজনী বঞ্চন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে আত্ম রক্ষায় একরূপ বিস্মৃত দেখিয়া ওরাংজেবের ইচ্ছিতে তদীয় অহুচরেরা তাঁহাকে সঙ্গে বন্দী করিল। ওরাংজেব তৎপরে রাজবাটি প্রবেশ করিয়া পিতাকে বন্দী করিলেন, কিন্তু যথানিহিত মান্য করিতে লাগিলেন। পুত্র বদপূরক সিংহাসনারূঢ় হইলে সাজিহান তাঁহাকে অশেষ ভৎসনা করিলেন, কিন্তু

ওরাংজেব অব্যাহত হইলেন না এবং তাঁহাকে সমস্তে সেবা করিতে ডংপর হইলেন।

সাজিহান রাজ্যচ্যুত, কারাবদ্ধ, হইয়া অষ্টম বর্ষ জীবিত ছিলেন, পরে ১০৭৩ সালে* তাঁহার আয়ু্য ত্যাগ হয়। সাজিহানের সময়ে রাজ্য অতি কুশলে ছিল, কেবল তাঁহার পুত্রদিগের আত্ম বিচ্ছেদে সোপানবপূর্ণ হইয়াছিল। সাজিহান সকল সম্রাটের অপেক্ষা জাঁক-জমকী ছিলেন, তাঁহার এক ময়ুরাসন ছিল, তাহা কেবল হীরক প্রবালাদি বহুমূল্য প্রস্তরে ময়ুরাকৃতিতে, নির্মিত ও শোভিত হইয়াছিল। তাহা প্রস্তুত করিতে সার্ব্ব বর্ষ কোটি মুদ্রা ব্যয় হয়। জগদ্বিখ্যাত 'কোহেহুদর' ঐ রাজ্যাসনের মধ্য ভাগে স্থাপিত হইয়াছিল। সাজিহান বড় ধনলোভী ছিলেন, তৎ প্রমাণ এই—এক দিবস এক ব্যক্তি তাঁহার নিকটে অভিযোগ করিল, যে আমার মাতার ২০০০০ টাকা আছে, কিন্তু দুশ্চরিত্রের জ্ঞান আমাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। রাজা শুনিয়া তাহার মাতাকে আপন সমীপে আনাইলেন এবং কহিলেন তোমার পুত্রকে ৫০০০০ টাকা দেহ এবং আমাকে ১০০০০ প্রদান কর। ঐ স্ত্রী ইহা শুনিয়া উত্তর করিলেক, আমার পুত্র আমার বিষয়ের অধিকারী হইতে পারে, কিন্তু মহারাজের সহিত আমার মৃত পতির কি সম্বন্ধ ছিল, যে আপনি তাঁহার উত্তরাধিকারী হইতেছেন? সম্রাট ইহা শুনিয়া লজ্জিত হইলেন এবং তাহাকে অব্যাহত প্রস্থান করিতে বলিলেন।

ওরাংজেব ।

১০৬৫ সালে† ওরাংজেব পিতৃ সিংহাসন আক্রমণ করিয়া রাজ্যেশ্বর হইলেন। কিন্তু সূজা ও দারা আতাদয় জীবৎকালে তাঁহার স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করা দুরূহ হইল, অতএব তিনি তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া দারার পুত্র শোলেমানকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। পরে দ্বিধিক্রয় করিয়া ভারতবর্ষে একচ্ছত্রা করিলেন। এই সময়ে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়া ছিল। মাদুয়া প্রদেশে বৈষ্ণবী নাম্নী এক সন্ন্যাসিনী অবস্থিতি করিতেন, তিনি কতকগুলি ফকির একত্র করিয়া মাদুয়া রাজ্যকে পরাজয় করেন। অনন্তর ২০০০০ উদাসীন একত্র হইলে তিনি রাজ্যাধিকারিণী হইতে অভিলাষিনী হইয়া দিল্লীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ওরাংজেব অতীব ধর্মশক্ত বশতঃ তাঁহার সমাগম বিবরণ জ্ঞাত হইয়া সাতিশয় ভীত হইলেন, বিবেচনা করিলেন, যে

* খ্রী ১৩৩৩।

† খ্রী ১৩৫৮।

উদাসীনদিগের সহিত যুদ্ধ করা সমুদায়ের সাধ্যাতীত । অনন্তর তিনি কাগজে কতিপয় পবিত্র নীতি লিখিয়া তাহা সৈন্যদিগের বড়মাথ্রে সং-
যোজন করিলেন, সৈন্যেরা এ প্রকারে সাহসী হইয়া অনায়াসে উদা-
সীনদিগকে খণ্ড খণ্ড করিল । ওরাংজেব তৎপরে সমস্ত দক্ষিণ রাজ্য
অধীন করিয়া বিজয়পুর ও গোলকন্দা পরাজয় করেন । ওরাংজেবের
রাজত্ব কালীন মহারাষ্ট্রদিগের বৃদ্ধি হইল ।

বিখ্যাত শিব জি মহারাষ্ট্র বংশের স্তম্ভপুরু ছিলেন । তাঁহার পিতার
নাম মাজি ছিল । ১৭ বর্ষ বয়স্করূপে তিনি কতকগুলি সঙ্গী একত্র করিয়া
গ্রাম সমস্ত লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে বিজয়পুরস্থ তরনা
নামক দুর্গ অধিকার করিলেন । তাহাতে বিজয় রাজের শঙ্কা হইল, তিনি
পুত্রকে নিবারণ করিবার জন্য মাজিকে পুনঃ পুনঃ জ্ঞাত করিলেন, কিন্তু
তথাপি শিব জি নিবারণিত না হইলে তিনি মাজিকে বন্দী করিয়া রাখি-
লেন । পিতা বন্দী হইলে শিব জি সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং তদু-
দ্ধার হেতু অতি নম্র ন্যাপূর্বক অধীনতা স্বীকার করতঃ দিল্লীস্থর মাজি-
হানকে আবেদন করিলেন । তাহাতে মাজিহানের আশ্রয়লো তাঁহার
পিতা মুক্তি হইল । শিব জি পিতাকে এবশ্বপূর্বক মুক্ত করিয়া,
যখন দেখিলেন, দিল্লী ও বিজয়পুর ঘোর বিবাদে পূর্ণ হইয়াছে, তখন
তিনি পুনশ্চ পূর্বের ন্যায় লুণ্ঠন করিতে আশ্রয় করিলেন । বিজয়
রাজ ইহাতে অত্যন্ত পরিত্রস্ত হইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিবার অভি-
প্রায়ে সেনানী আবদুল খাকে প্রেরণ করিলেন । আবদুল সৈন্যগণ
সহ উপস্থিত হইলে শিব জি লয়ং সক্ষম জামিয়া তাঁহার অধীনস্থ স্বী-
কার করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে চাহিলেন । শক্তিশূল বিজয়-
পুরের সম্মুখানে নির্ধারিত হইয়া শিব জি ও আবদুলের মধ্যে এই
নিষ্পত্তি হইল, যে তাঁহারা সৈন্য সাগন্ত ব্যতীত সূত্র এক এক অহুত
লইয়া তথায় উপস্থিত হইবেন । অনন্তর নির্ধারিত দিবসে শিব জি
আপন দুর্গ সমীপবর্তী বিপিনে ভূরী মৈন্য লুকায়িত রাখিয়া লৌহ
নির্মিত অক্ষরাখা পরিয়া এবং মস্তকে লৌহের টুপি দিয়া তদুপরি
কাপাসের অক্ষরাখা পরিধান করগানম্বন তথায় উপস্থিত হইলেন ।
এদিকে আবদুল শিবজির চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া তথায় স্বাভাবিক
বেশে অবস্থিতি করিতে ছিলেন, শিবজি তাঁহার মিকট উপস্থিত
হইয়া প্রথমে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন, পরে এক খানি লুকায়িত
অস্ত্র বাহির করিয়া তাঁহার গাত্রে আঘাত করিলেন । আবদুল
আঘাত পাইয়া শিবজির মস্তকে প্রত্যঘাত করিলেন, কিন্তু লৌহ

ঠেকিয়া সে আঘাত নিষ্ফল হইল। অনন্তর শিবজি অপরাধাতে আবদ্ধলের প্রাণ সংহার করিলেন। শিবজি তৎপরে বিজয়পুরের রাজধানী পর্য্যন্ত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কোন কোন স্থল অধিকার করতঃ পানাজী নামে তথাকার দুর্গের অধিকারী হইলেন। বিজয়পুর অধিপতি তাঁহাকে নিরস্ত করণে পৰাভূত হইয়া তাঁহার সহিত ক্রশল করিলেন। মঙ্গলাধিপ ওরাংজেব মহারাজার বীরের বিক্রম মহনে অক্ষম হইয়া তদীয় নাশের কারণ সেনাপতি শিতে খাঁকে পাঠাইলেন। শিতে খাঁ শিবজির প্রায় সমস্ত অধিকার বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে নিরাশ্রয়ী করিলেন। শিবজি নিরাশ্রয় হইয়া আত্মাধিকার উদ্ধারের নিমিত্ত কতিপয় সঙ্গী সহ শিতে খাঁর বাগিতে প্রবেশ করিয়া সবেগে একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। শিতে খাঁ তাঁহাকে আগত দেখিয়া আন্তঃ ব্যস্তে বাতায়ন হইতে কক্ষ দিয়া পলায়ন করিলেন, তাহাতে তাঁহার এক অঙ্গুলি ছেদিত হইল। শিবজি তদন্তরে সৌরাষ্ট্র প্রদেশ লুণ্ঠন করেন। সৌরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে ধনবতী ছিল শিবজি তথায় তিন দিবস ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিয়া কোন স্থানে কি কি দ্রব্য আছে অন্বেষণ করিলেন, পরে সুযোগ পাইয়া একদা সহস্রা সৈন্যগণ সঙ্গে করিয়া লুণ্ঠন করিলেন। সৌরাষ্ট্র লুণ্ঠনে তিনি প্রায় ২০০০০০ মুদ্রা পাইলেন। ওরাংজেব শিবজির দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ অবশেষে মহারাজা নামক এক সাহসী সৈন্যাধ্যক্ষকে পাঠাইয়া দেন। শিবজি মহারাজার সহিত সমরে সমর্থ হইলেন না, মহারাজা জেমেতে তাঁহার সর্বাধিকার দখল করিয়া পুরন্দর নামক তাঁহার প্রধান অধিকার বেটন করিলেন। এই পুরন্দরে শিবজির পরিবারাদি ও তাবৎ ঐশ্বর্য্য ছিল, মহারাজা তাহা বেটন ও আক্রমণ করিলে শিবজি তদুদ্ধারের আর কোন উপায় পাইলেন না, এবং অধীনস্থ স্যাকারে দিল্লীতে গমন করিলে তিনি সন্তুষ্টপূর্ব্বক ব্যবহৃত হইবেন, মহারাজা তাঁহার নিকটে অস্ত্রিকার করাতে তিনি দিল্লীস্থরের অধীন হইলেন। সম্রাটের সমীপে তাঁহাকে আনিত হইলে সম্রাট তাঁহাকে তৎসনা করিলেন, তাহাতে তিনি ভগ্নাস্তর হইলেন এবং ওরাংজেব তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। শিবজি কারারুদ্ধ হইয়া পলায়নোপায় করিতে তৎপর হইয়া কপট ক্ষিপ্ত হইলেন এবং তদ্বারায় প্রহরীদিগের বিশ্বাস জন্মাইলেন। অনন্তর এক দিবস কৌশলে কারাগার হইতে নগরে আসিয়া পলায়ন করিলেন। শিবজি তদনন্তর মধুরা বারণসী এবং জগন্নাথক্ষেত্র, প্রভৃতি তীর্থ পরিভ্রমণ করণানন্তর স্বদেশে আসিলেন, এবং ক্রমে

ক্রমে নানা দেশ অধীন করিয়া 'রাজ' নাম ধারণ করিলেন। শিবজি রাজা হইয়া আপন নামে মুদ্রা খোদিত করাইলেন এবং পুনশ্চয় দ্বিধিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি প্রথমে গোলকন্দা আক্রমণ করেন তৎপরে কর্ণাট জয় করেন। জিজি, ভেলোর, বোম্বাই, প্রভৃতি* স্থান তাঁহার অধীন হয়। শিবজি এবম্প্রকার দ্বিধিক্রয় ও অসীম পরাক্রম প্রকাশ করিয়া ১০৮৭ সালে† মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এই অসুখ সম্বাদ ওরাংজেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি সাতিশয় কুতূহলাক্রান্ত হইলেন এবং চিরশত্রু হইতে মুক্ত হইলাম অমুভব করিলেন। শিবজির অপকূপ চরিত্র ছিল, তিনি এক প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের মধো গণ্য ছিলেন, রাজপদের ও অমুপযোগ্য ছিলেন না, দস্যুর অগ্রগণ্য ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ব্যবহার পরিমিত ছিল এবং তিনি হিন্দু ধর্মের বিশেষ অমুরাগী ছিলেন। শিবজির লোকান্তর গমনে তদীয় পুত্র শম্ভুজি মহারাজ্য-দিগের সেনানী হইয়া আপন পিতার ন্যায় দ্বিধিক্রয় আরম্ভ করিলেন, কিন্তু ছরাদুই বশতঃ ওরাংজেবের দ্বারায় হত হইলেন। ওরাংজেব শম্ভুজিকে নষ্ট করিয়া কিয়ৎকাল ভারতবর্ষে একছত্রা করিলেন, কিন্তু স্রীয ধর্মে দৃঢ়ামুরজি প্রযুক্ত হিন্দু ধর্মের প্রতি অনির্কচনীয় ঐশ্বর্য ও বিদেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি হিন্দু ধর্ম উৎপাটনে প্রবৃত্ত হইয়া বারাণসী ও মথুরার দেব মন্দির সমভূমি করিয়া তৎসম্বন্ধে মসিদ নির্মাণ করিলেন, অপর আমেদাবাদের বিখ্যাত মন্দিরভাস্তরে এগী হত্যা করিয়া দেবালয়ের পবিত্রতা অপবিত্র করিলেন। এই সকল অসদাচার দর্শনে প্রজারা তাঁহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি অধিক কাল বর্তমান রহিলেন না, এবং ১১১৪ সালে‡ ইহলোক হইতে অসুজ্ঞান হইলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে পুস্তকদিগকে পশ্চাৎ প্রকাশিত পত্র লিখিয়াছিলেন;—“ বুদ্ধ দশা উপস্থিত ; ক্ষীণতা আমাকে পরাজয় করিতেছে এবং সর্কাজের সামর্থ্য বিগত হইয়াছে। আমি পৃথ্বীমণ্ডলে অপরিচিত হইয়া আসিয়াছিলাম,

* শিবজির মৃত্যু কালে তাঁহার রাজ্য ভারতবর্ষের পশ্চিম ভাগে ২০০ ক্রোশ দীর্ঘে ৬০ ক্রোশ প্রস্থে বিস্তীর্ণ ছিল।—Mill. vol. ii.

† খ্রী ১৬৮০।

‡ খ্রী ১৭০৭।

এবং অপরিচিত হইয়া প্রস্থান করি। আমি কে এবং আমার অদৃষ্টে কি অপেক্ষিত আছে আমি ইহার কিছুই জানি না। যে কাল পরাক্রমে বিগত হইয়াছে, তাহা পশ্চাতে কেবল দুঃখ রাখিয়া গিয়াছে।

“আমি-সাম্রাজ্যের তত্ত্বাবধারক ও রক্ষক ছিলাম না। আমার বহু-মূল্য সময় অনর্থক নষ্ট হইয়াছে। আমার আগার মধ্যে এক উপকারক ছিল (জ্ঞান), কিন্তু তাঁহার উজ্জ্বল জ্যোতি আমার অপরিষ্কৃত নয়নে পরিষ্কৃত হয় নাই। আমি পৃথীতলে কিছুই আনি নাই এবং মানবের সমস্ত কীৰ্ত্তা ব্যতীত, কিছু লইয়া গমন করিব না। আমি মুক্তিপদ এবং আমার দণ্ড-যন্ত্রণা শকা করি। আমি যদিও ঈশ্বরের দয়া ও বশান্যের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করি, তথাপি আমার সমস্ত কর্মোপলব্ধির ভর আমাকে অনাশ্রয় করিবে না, পরন্তু আমি গত হইলে আর চিন্তা থাকিবেক না।—আমার পৃষ্ঠ দুর্বলতায় অবমত হইয়াছে এবং আমার পদদ্বয় গতিশক্তিবিহীন হইয়াছে। নিশ্বাস বন্ধ হইয়াছে এবং আশা পর্য্যন্ত পক্ষাৎ অপেক্ষিত নাই। আমি অসংখ্য দোষাত্মক করিয়াছি এবং কি প্রতিফলের দ্বারা আক্রান্ত হইব জানি না।—ঈশ্বর আমার পুত্রদিগকে ব্যক্তিদিগের তত্ত্বাবধারকত্বের ভার দিয়াছেন।—আমি তোমাদিগকে, তোমাদিগের মাতাকে এবং সন্তানকে ঈশ্বরের নিকটে সমর্পণ করিয়া তাঁহার নিকটে গমন করিতেছি। আমার মৃত্যুর পীড়া শীঘ্র উপস্থিত। তোমাদিগের মাতা, উদয়পুরী, আমার পীড়ার অংশিনী ছিলেন এবং সহগমন করিতে বাধ্য করেন, কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ের নিকট কাল আছে।—আমি বিগত হইতেছি। আমি কেবল তোমাদিগের মিনিত্তই ইষ্টানিষ্ট সমস্ত কর্মোচরণ করিয়াছি।—কেহ আমাকে অস্বহিত হইতে দেখে নাই, কিন্তু আমি আপন আত্মাকে অস্বহিত হইতে দেখিতেছি।”

গুরাংজেবের লিপির দ্বারায় প্রতীত হইতেছে তিনি সজ্ঞানে কাল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তৎ কালে তাঁহার নিম্নলিখিত জ্ঞান উদয় হইয়াছিল। গুরাংজেব অন্যান্য সম্রাটের ন্যায় প্রনস্ত ছিলেন না, তিনি ধার্মিক ও দানশীল ছিলেন এবং সুবিচারে প্রজা পালন করিতেন। তিনি যুদ্ধ-বিষারদও ছিলেন, তাঁহার বাহ বলে সমস্ত ভারতবর্ষ এবং নিকটস্থ অন্যান্য প্রদেশ অধীন হইয়াছিল। কিন্তু তিনি মহা দুঃসাহসী, যুগাবহ, কুরুষ্ম করিয়াছিলেন। রাজ্য লব্ধ কালিক কদাচার পুনঃ বর্ণনের প্রয়োজন নাই, হিন্দু ধর্মের প্রতি বিদ্বেষের বিষয়ও কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি গুরাংজেবের অতি সুখের রাজত্ব

ছিল, এবং তিনি ৪৯ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহার লোকা-
স্তুর প্রাপ্তানস্তর মঙ্গল রাজ্য ক্রমে ক্রমে বিধ্বংস হইতে লাগিল।
শৈমুরের নামে ভারতবর্ষ হইতে লোপ হইবার উপক্রম হইল। এমনত
জগৎমলোলোভা দিল্লী বন্যপশুর অবস্থানের স্থান হইল।

সাহ আলম ।

ওরাংজেবের পুত্র সাহ আলম, পিতৃ সিংহাসনে সমারুঢ় হইলেন
এবং রাজ্যে কুশল বিস্তীর্ণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া; রাজপুতদিগের সহিত
সন্ধি করিলেন। আমরা মহারাক্ষীয়দিগের উৎপাতের বিষয় পূর্বে
বলিয়াছি; সাহ আলম তাহাদিগকে নিরস্ত করা ছরুহ জানিয়া
তাহাদিগের মোপদ্রবের অধীন প্রদেশ সকলের রাজকরের চতুর্থাংশ
তাহাদিগকে প্রদান করিয়া কুশল করিলেন। সাহ আলমের রাজত্ব
কালীন কোম খাতাপন্ন ঘটনা ঘটে নাই, কেবল সিকেরা তাঁহার
রাজত্বে উৎপাত করে। আমরা সংক্ষেপে সিক জাতির উৎপত্তির
বিবরণ বলিতেছি।

সকলেই বিদিত আছে, অশ্বদদেশ মোসলমানদিগের দ্বারা অধি-
কৃত হওনাবধি তাহাদিগের সহিত হিন্দুদিগের ধর্ম সম্বলিত ভীক ভীক
বিবাদ হইয়া থাকে, এবং মোসলমানেরা হিন্দু ধর্মের প্রতি বিবিধ অ-
ত্যাচার করে। উভয় ধর্মের পরস্পর অনৈকতা দেখিয়া নানক নামক
জাহোরস্থ জনৈক ক্ষত্রিয়, উভয়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সার ধর্ম সংগ্রহ
করিয়া এক নব-ধর্ম প্রস্তুত করিলেন। “একমেবাদ্বিতীয়ঃ” এই ধর্মের
অভিপ্রায়। ইহার মধ্যে গদ্যপান করিতে বারণ নাই। নানক নব-
ধর্ম প্রস্তুত করণানন্তর ক্রমে ক্রমে অনেক ভক্ত পাইয়া তাহাদিগকে
আজ্ঞা উপাসনায় দক্ষিত করিলেন। নানকের মরণান্তে অর্থাৎ বাবরের
সময় হইতে জিজিরের সময় পর্য্যন্ত সিকেরা কেবল ধর্ম্যাচনায় সময়
যাপন করিত।

ওরাংজেব সিকদিগের ধর্মের প্রতি বিজাতীয় বিরক্ত ছিলেন এবং
সময় ক্রমে তৈতৈক বাহাদুর নামে তাহাদিগের পুরহিতকে নির্দয়ে হত্যা
করিলেন। ঐ পুরহিতের অন্যায় মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তৎপুত্র গুরু-
গোবিন্দ অগ্নি-প্রজ্বলিত হইলেন এবং সম্রাটের নাসার্থ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া
সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু ওরাংজেব তাঁহাকে পবাজ্য করতঃ তাঁহার
পুত্র ছয়কে নষ্ট করিবাতে তিনি নিরাশ্রয় হইয়া দুঃখেতে প্রাণ ত্যাগ
করিলেন। সেই অবধি সিকদিগের দৌর্য্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং

তাহারা ওরাংজেবের খাৎস সাধনে তৎপর হইল, কিন্তু কোন প্রকারেই তদ্বিষয়ে উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। অনন্তর ওরাংজেবের মৃত্যু হইলে তাহারা গুরুগোবিন্দ নামে পুরোক্ত গুরুগোবিন্দের এক জন শিষ্যকে সেনাপতি করিয়া লুঠন আরম্ভ করিল। সাহ আলম তাহাদিগকে রণে নিরস্ত করিলেন, তাহাতে তাহারা ভয়ে হিমালয়ে পলায়ন করিল। সাহ আলম তুানাধিক পঞ্চ বর্ষ রাজত্ব করিয়া ১১১৯ সালে* ইহ সংসার হইতে লোকান্তরে গমন করিলেন। সাহ আলম ধীর প্রকৃতি ও বদান্য ছিলেন এবং সুশৃঙ্খলে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

জিহান্দার সা—ফেরক সের ।

সাহ আলমের চারি পুত্র ছিল। তাহারা পিতার পরলোকান্তে পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিলেন। আমি সম্রাট হইব প্রত্যেকের অভিলাষ হইল। পরন্তু জলফের খাঁ জ্যেষ্ঠ ময়েশ উদ্দীনকে সাহায্য করিতে অপর ভ্রাতার রণে পরাজিত ও নিহত হইলেন। ময়েশ উদ্দীন সম্রাট হইলেন এবং “জিহান্দার সা” নাম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু জিহান্দার কামপ্রিয় হইয়া, অবিশ্রান্ত কামিনীদিগকে লইয়া, কদাচারে কালহরণ করিতে লাগিলেন। সাম্রাজ্য বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল।† এমত কালে আবদুল ও হোসেন, নামক দুই জন সইয়দ জিহান্দারকে পদচ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়া ফেরক সেরকে সম্রাট করিতে মনন করিল। ফেরক সের, সাহ আলমের পৌত্র এবং আজিম হোসেনের পুত্র ছিলেন, আবদুল ও হোসেন তাঁহাকে মনোনীত করিলে জিহান্দার সার সহিত তাহাদিগের সমর হইল, তাহাতে জিহান্দার ও জলফের খাঁ পরিত্ত হইলেন। এক্ষণে সইয়দেরা ফেরককে নাম মাত্র সম্রাট করিয়া বিজ্ঞাতীয় প্রতাপ প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং নিজকৃত সম্রাটকে তামূল্য করিতে আরম্ভ করিল। মন্ত্রীরা সম্রাটকে প্রবল হইতে অহুরোধ করিলেন, কিন্তু সইয়দেরা ফেরক সেরকে বধ করিয়া মহম্মদ সাকে সম্রাট করিল।

মহম্মদ সা—নাদর সার ভারতবর্ষ আক্রমণ ।

মহম্মদ সিংহাসনে অধিষ্ঠান করিয়া প্রথমে সইয়দিগের বশীভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু কালক্রমে তাহাদিগের অসামান্য বৃদ্ধি দেখিয়া তাহা-

* খ্রী ১৭১২ ।

† লালকুরা নামী তাহার এক উপস্ত্রী ছিল। তিনি তাহার সঙ্গে গর্ভে গর্ভে রসরসে ভ্রমণ করিতেন।—Mill. vol. ii.

দিগকে নষ্ট করিতে যুক্তি করিলেন। এই সময়ে নালুয়ার শাসনকর্তা নৈজাম উল মল্কের সহিত আবদুল ও হোসেনের বিবাদ হয়, মহম্মদ তাহা নিবারণ ও নৈজামকে জয় করণার্থ হোসেনকে লইয়া যাত্রা করিলেন। এমত সময়ে হাইদর নামক এক জন যুক্তিকারক আবেদন পত্র প্রদানের ছলে হোসেনকে অস্ত্রাঘাতে নষ্ট করিল। হোসেনের পতন হইলে মহম্মদ হুন্ট মনে রাজ্যে আসিলেন এবং আবদুলকে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

কিন্তু মহম্মদ সা বিধাস পাত্র মন্ত্রীদ্বয় নৈজাম উল মল্ক এবং সাদত খাঁকে অনাদর করতঃ নবীন যুবকদিগের সহিত প্রণয় করিয়া তাহাদিগের পরামর্শের বশবর্তী হইয়া রাজ্যের দুর্বস্থা আনয়ন করিলেন।

নৈজাম ও সাদত যদিও সম্রাটের নিকটে অনাদর প্রাপ্ত হইলেন, তথাপি তাহাদিগের তৎপ্রতি অনুরাগ একেবারে দূরীকৃত হইল না। মহম্মদের কুশাসনে মহারাজ্যেরা সুযোগ পাইয়া রাজধানী আক্রমণ করিলে সাদত খাঁ তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভব করিলেন। মহম্মদ তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে বলিয়া মন্ত্রীর সাহায্য প্রতিকা করিলে সাদত খাঁ অবমানিত হইয়া ক্ষান্ত হইলেন, এদিকে মহারাজ্যেরা সুসময় পাইয়া দিল্লী লুণ্ঠন করিল।*

মহম্মদ সার সময়ে পশ্চাৎ ঘটনা ঘটয়াছিল। ১১৪৫ সালের পারস্য দেশাধিপ নাদর সা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং সাদত খাঁ দিল্লীস্থরকে সাহায্য করেন। কিন্তু সাদত খাঁ পরাজয় প্রাপ্ত হইলেন এবং নাদর সা তাঁহাকে বন্দী করিলেন। কথিত হইয়াছে, সাদত পরাজিত ও বন্দী হইলে, মহম্মদ সা ও নৈজাম নাদরের সহিত কুশলের প্রত্যাশায় সন্দর্শন করেন, তাহাতে তিনি তাহাদিগকেও রুদ্ধ করেন। নাদর সা সম্রাটকে অধীন করিয়া দিল্লী অধিকার করিলেন।

অনন্তর দিল্লী বাসীদিগের মধ্যে খান্দের মূল্য সংঘোটিত বিবাদ উৎপন্ন হয়, নাদর তাহা নিবারণের উপায় করিতেছিলেন, ইত্যবসরে

* এই কালে বিখ্যাত মহারাজ্যের বীর বাজি রাও দিল্লীস্থরের বিপক্ষে দীর্ঘকাল পর্যন্ত প্রচুর যুদ্ধ করেন এবং রাজ মন্ত্রী আসফজাকে পরাভব করিয়া গুজরাট, মালুয়া, ইত্যাদি রাজ্য সম্রাট হইতে প্রাপ্ত হন। তিনি মহম্মদ হইতে চৌত অথবা রাজকরের চতুর্থাংশ লব্ধ করেন।

এক ব্যক্তি তাঁহাকে গুলিকরিল এবং তাঁহার মৃত্যু প্রচার করিল। তাঁহার অনেক সৈন্যকে মর্ট করিল। নাদর সা এতদ্বারা সান্ত্বিত হইয়া উল্লেখ্য হইয়া দিল্লীস্থ তাবৎ ব্যক্তিদিগের প্রাণ নাশ করিতে আপন সৈন্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, তাহাতে তাহার প্রায় ১৫০০০০* প্রাণী মর্ট করিল। কিন্তু নাদর দিল্লীস্থর হইয়া রহিলেন না, তিনি বিবেচনা করিলেন, যে পারস্য রাজ্য এবং ভারতবর্ষ একত্রে শাসন করা দুঃসাধ্য, অতএব রাজ্য কোষ হইতে প্রায় ৩২০০০০০০ কোটি ধন লইয়া এবং ওরাংজেবেয় প্রোজীর সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দিয়া স্বদেশে গমন করিলেন। নাদর সা স্বরাজ্যে শাহজাদা কালীন মহম্মদ সাকে রাজ্যে পুনঃ স্থাপন করিয়াছিলেন।† নাদর সাহ স্ব রাজ্যে প্রত্যগত হইলে দেশীয় কতিপয় ষড়যন্ত্রকারকদিগের হস্তে পতিত হইলেন। ইতিমধ্যে আমদ আবদুল নামে তাঁহার এক জন কর্মচারী কান্দাহার অধিকার করিয়া ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ভাগ আক্রমণ করিলেন, এবং সিন্ধু নদ পার হইয়া শ্রাহন্দ হস্তগত করিলেন। মহম্মদ সা যুবরাজ আমদ সাকে যুদ্ধার্থ পাঠাইয়া ছিলেন, কিন্তু আমদ পরাজয় লব্ধ করিলেন এবং রাজ উজীর ধরাশায়ী হইলেন। আমদ আবদুল এই যুদ্ধে রাজ পক্ষের কয়েকটা কামান প্রাপ্ত হন। এই সুদূর এক মাস পরে মহম্মদ সা পরলোক গমন করিলেন এবং আমদ সা সম্রাট হইলেন।

আমদ সা ।

আমদ সা, নাদর সাহর পুত্র সাকদর জঙ্গকে উজীর করিয়া তাঁহাকে রোহেলাদিগের বিপক্ষে প্রেরণ করিলেন। রোহেলাদিগের সহিত সমর হইল। সাকদর আঘাতিত হইলেন এবং জয় লব্ধের কোন উপায় পাইলেন না। অবশেষে তিনি মহারাক্ষীদিগের সাহায্য লইয়া রোহেলাদিগকে পরাজয় করতঃ তাহাদিগকে দেশ হইতে ও তাহাদিগের অধিকার হইতে দূর করিলেন। আমদ আবদুল এমন সময়ে পঞ্চাল অধিকার করেন। সাকদর জঙ্গ যৎকালে রোহেলখণ্ডে ছিলেন তৎকালে -জেওরাদ নামে এক জন খোজা রাজ প্রিয় হইয়াছিল, সাকদর ইহাতে অতি ক্রুদ্ধ হইলেন, কেননা এতদ্বারা তাঁহার ক্ষমতা স্বর্ধ হইল,

* মের মিলের মতে ৮০০০ ।

† নাদর সা ৩৭ দিন দিল্লী অধিকার করিয়াছিলেন ।

অতএব তিনি কৌশলে জেওয়াদকে হত্যা করিলেন। জেওয়াদের মরণে সম্রাট 'সাতিশয় ক্রোধ-প্রকুলিত হইয়া সাকদরের প্রতি প্রতিশ্রুত দিবার চেষ্টায় গাজি উদ্দীন নামক এক ব্যক্তিকে সৈন্যাধ্যক্ষ করিলেন, তাহাতে উভয়ের মধ্যে বিবাদ বিষয়াদি সামান্য যুদ্ধ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইল। যে মহারাক্ষাদিগের নিকটে সাকদর সাহায্য লইয়াছিলেন গাজি উদ্দীন, তাহাদিগের নিকটেই আশ্রয় লইলেন এবং অন্যায়সে সাকদরকে বশীভূত করিলেন। গাজি উদ্দীনের উত্তরোত্তর গর্ভ বাড়িতে লাগিল, তিনি অসংপ্রকৃতি হইবাতে আমদ সা অতি বিরক্ত হইয়া তাঁহার নাশের উপায় করিতে লাগিলেন। কিন্তু গাজি উদ্দীন সম্রাটকে সিংহাসন হইতে চ্যুত করিয়া তাঁহাকে বন্দ করিলেন। গাজিউদ্দীন এক্ষণে জিহান্দর সার পুত্রকে “আলমগির দ্বিতীয়” নাম দিয়া দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত করাইলেন।

সাকদর জজের মৃত্যু হইবাতে গাজি উদ্দীন উজীর হইলেন। তখন আমদ আবদুলের স্থাপিত পঞ্চালের শাসনকর্ত্তা মিন মীরের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহাতে আবদুল ভদীয় তনয়কে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন। পরন্তু তিনি শৈশব থাকিতে তৎমাতা রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতেন; গাজি এই সুযোগ পাইয়া শাসনকর্ত্তর কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিলেন। তিনি এই ছলে লাহোরে উত্তীর্ণ হইলেন এবং সকলের বিশ্বাস জন্মাইয়া ঐ দেশ আক্রমণ করিয়া শাসনকর্ত্তকে কারাবদ্ধ করিলেন। আবদুল এই ব্যাপার অবগত হইয়া পঞ্চাল দিয়া দিল্লীতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু গাজি উদ্দীন শঙ্কিত হইয়া তাঁহাব শিবিরে যাইয়া দোষ ও অধীনত্ব স্বীকার করিতে আমদ আবদুল তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। আবদুল, দিল্লীতে গাইয়া দিল্লী গ্রহণ করেন এবং প্রায় নাদর সার ন্যায় অত্যাচার করিয়া অনেক মনুষ্য নষ্ট করেন। মধুরা তৎপরে তাঁহার অত্যাচারের স্থান হয়। তৎকালে কোন পর্তুগীজলোক মধুরাবাসীরা উদাসনা করিতে ছিল, আবদুল অকস্মাৎ তাহাদিগকে অবিচারে বিধ্বংস করিলেন।

আমদ তদন্তর স্বদেশে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। আলমগির তাঁহাকে বিনয় করিয়া কহিলেন, যে আমাকে একাকী রাখিয়া উজীরের হস্তে পতিত করিয়া যাইবেন না। আমদ তাহাতে নাজির উদ্দৌলা, নামক এক রোহেলাকে সেনানী করিয়া স্বরাজ্যে আগত হইলেন।

আবদুল স্বরাজ্যে গমন করিলে গাজি উদ্দীন নাজিরকে অপমান করি-

যা আমদ খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে সৈন্যাধ্যক্ষ করিলেন, এবং আপন ক্ষমতা প্রদর্শন প্রবল নয় জানিয়া মহারাক্ষীদিগের আশ্রয় লইলেন। তখন আফগানির নাজিরের রক্ষা অবেষণ কর্তব্য জানিয়া তাঁহাকে সিহরনপুরে পাঠাইয়া দিলেন। গাজি উদ্দীন মহারাক্ষী প্রোচ বন্ধুর সহিত 'দিল্লী আক্রমণের দ্বারায় অধিকার করিলেন। মহারাক্ষী কি কল্পে অল্পপায়ে তাঁহাকে উজীর বলিয়া গ্রহণ করিলেন। আমদ আবদুল কান্দাহার গমন কালীন তদীয় পুত্র তৈমুর সাকে পঞ্চালের রাজকার্যের ভার দিয়াছিলেন, কিন্তু আদিনা বেগ নামে এক ব্যক্তি তাঁহার বিপক্ষ হইয়া রঘুর সাহায্যে পঞ্চাল গ্রহণের চেষ্টা করিলেন। রঘু অনায়াসে পঞ্চাল, লাহোর প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া আদিনা বেগকে শাসনকর্তার পদে অভিষিক্ত করিলেন। পরন্তু আদিনা কিয়ৎ পরেই পঞ্চল পাউলে এক জন মহারাক্ষী শাসনকর্তা হইলেন। মহারাক্ষীয়েরা তৈমুর সাহকে দূরীকৃত করিলে আমদ আবদুল তাহাদিগকে প্রতিকল দিবার জন্য পঞ্চালে উজ্জীর্ণ হইলেন। দাতাজি মহারাক্ষী সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার অধীনে স্থানাসিক ৮০,০০০ সৈন্য ছিল, তন্মধ্যে ৩০০০০ অশ্বারূঢ় গণিত হইয়াছিল। আমদের সহিত তাহার যুদ্ধ হইল, তাহাতে তিনি প্রায় তাবৎ সৈন্যের সহিত হত হইলেন। আমদ বিজয়ী হইলেন।*

মহারাক্ষীয়েরা এই কালে বড় ক্ষমতাবান জাতি ছিল। ভারতবর্ষের পশ্চিমস্থ প্রায় তাবৎ দেশ দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগ অবধি তাহাদিগের অধিকার ছিল। তাহারা দিল্লী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। “নবাব” “বাদশাহেরা” তাহাদিগকে ভয় করিতেন। তাহাদিগের বিস্তৃত সৈন্য ছিল এবং সৈন্যেরা মজল সৈন্যের অপেক্ষা যোদ্ধা ও সুশিক্ষিত ছিল।

শিবদাস বাও মহারাক্ষীদিগের সৈন্যনী হইলেন এবং দিল্লী আক্রমণ পূর্ব্বসর দখল করিলেন। সে বাহা হউক আমদ আবদুল মহারাক্ষীদিগকে সমূলে ধ্বংস করণাশয়ে দিল্লীস্থ পানিপত নামক নগরে উপস্থিত হইলেন। মহারাক্ষীরা ঐ স্থলে শিবির স্থাপন করিয়া তাহার চতুর্দিকে রক্ষণাবেক্ষণ ও দৃঢ়তর অভেদ্য করিয়াছিল। শিবদাস বাওর অধীনে ৭০০০০ অশ্বারূঢ়, (তন্মধ্যে ৫৫০০০ নৈপুণ ছিল) ১৫০০০ পদাতিক, এবং ২০০ কামান ছিল। আমদ আবদুলের ৪০০০০ আফগান ও পারস্ত সৈন্য, ১৩০০০ অশ্ব এবং ৩৮০০০ পদাতিক

ছিল। পদাতিকের অধিকাংশ এতদদেশীয় সৈন্য। ৩০০০ বাতীত আর কামান ছিল না। এদিকে গোবিন্দ রাও নাম এক ব্যক্তি শিবদাসের অনুমতানুসারে প্রায় ১২০০০ অশ্বারূঢ় উৎসাহিত করিল; কিন্তু তিনি আতা খাঁর দ্বারায় চাঁহার সৈন্য সনেত অধঃক্ষিপ্ত হইল। পাণিপতের যুদ্ধে শিবদাস, ইব্রাহিম খাঁ এবং মহারাজী রাজের পুত্র সেনানী হইয়া ছিলেন। পাণিপতের মহা রণে মহারাজীয়েবা একেবারে পরাস্ত হইল। এই যুদ্ধে মহারাজীদিগের প্রায় ২০০০০ লোক মরে, তন্মধ্যে মহারাজী রাজের পুত্র ও শিবদাস এবং প্রায় তাম্র প্রধান ব্যক্তি হত হন। চাঁহাদিগের অস্তিত্ব বোধ মরে তন্মধ্যে আতা খাঁ প্রধান ছিলেন।

নবম অধ্যায়।

মাক আলম দ্বিতীয়।

মহারাষ্ট্র প্রভৃতি ইতিহাস। জাতির এতদেশে বণিজ্য আগমন—কোটকজ নামক গড়—মাহিবেদ দাল্য চরিত্র—তিনি ভারতবর্ষে উপনীত হই—ডিউ—থেকস—ক্রাইব সৈন্য; দলে ভুক্ত হইলেন—চন্দ সাহেব কীট হস্তগত কর—ডিউথেকস অধিপত্য—মহম্মদ আলি—চন্দ সাহেব তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন—ক্রাইব কর্তৃক আরকট অধিকার—চন্দ সাহেবের সৈন্য বৃদ্ধি—রাজা সাহেবের সেনানী পদ—রাজা সাহেব আরকট আক্রমণ করেন—ইংরাজ সৈন্যের পাদাভাব—সিপাহীদিগের নদাণের—মহারাজীদিগের ইংরাজদিগের মহাকারী হয়—ইংরাজদিগের সন্ধি—মাসলমানদিগের যুদ্ধ—মোনলমানের পরাস্ত হয়—তিনিবির গড় অধীন ও রাজা সাহেবের পরাজয়—ডিউথেকসের স্বরণ স্বস্ত বিপ্লব—স্বরণ ভারতবর্ষে আসিয়া পূর্ণ পদ প্রাপ্ত হইলেন—কবলিচ ডিম্বলিপিট, অধিকার গাইবের বিবাহ ও ইংলণ্ডে গমন—গুণায় পুস্কার প্রাপ্তি—জারতবর্ষে পুনঃ আগমন।

মহারাজীরা একেবারে ধনে, গানে, অধিকারে, ভ্রাস প্রাপ্ত হইল। আমদ সাবজল জয় লব্ধ করিয়া ভারতবর্ষের সম্রাট হইয়া রহিলেন না, কেবল পঞ্চাল প্রভৃতি পশ্চিমস্থ দেশ আপন অধিকারে রাখিয়া স্বদেশে গমন করিলেন। আলি গের, অথবা সাহ আলম দ্বিতীয় কেবল

নাম মাত্র দিল্লীশ্বর হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন । সাহ আলম, আলমগিরের পুত্র ছিলেন, তাঁহার সময়ে মজল রাজা একেবারে সম্পূর্ণ-রূপে ধ্বংস হয় এবং তিনি বন্ধারে ইংরাজদিগের নিকট পরাজিত হই-
য়েন। তাঁহার সময়ে পলাশীতে সেরাজউদৌলার সর্বনাশ হয় এবং ইং-
রাজেরা ভারতবর্ষ লব্ধ করেন । আমবা তৎ বিনয়গ পশ্চাৎ বলিতেছি ।

পূর্বকালে ইউরোপী ভাবঃ জাতির মধ্যে পর্তুগীরা নাবিক বিদ্যা-
দক্ষ ছিল, পর্তুগেলের নৃপতিগণ এ বিদ্যা উন্নতির জন্য যথেষ্ট ব্যয়
করিতেন এবং নাবিকদিগকে পুরস্কার দিতেন । এই উৎসাহশীল
রাজাদিগের মধ্যে ইগ্নাস নামক এক জন্ম মহাশয়, ভাসকো দি গামা
নামক বিখ্যাত নাবীকে কেপ্ অফ্ গুড্ হোপ্ ও অন্যান্য স্থল আবি-
ষ্কার করিতে পাঠাইয়া ছিলেন । ভাসকো কেপ্ অফ্ গুড্ হোপ্
দিয়া আফ্রিকার পশ্চিমস্থ নানা স্থানে উঠিয়া হিন্দুস্থানের দক্ষিণে
কালিকতে আসিয়াছিলেন । পরে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া
তদীয় অনুমতিক্রমে বাণিজ্য করিতে লাগিলেন । বাণিজ্যের দ্বাৰায়
তাঁহাকে সৌভাগ্যবশু দেখিয়া অন্যান্য ব্যবসায়ীরা নগর-রক্ষক সহ-
কারে ভূপালের কর্তারী কবে । তাহাতে কালিকতাপতি তাঁহাকে
দেশ হইতে বহিস্কৃত করিবার উপায় করিলে তিনি তাহা জ্ঞাত হইয়া
জাহাজ আরোহণপূর্বক স্ব দেশে গমন করেন । ভাসকো পুনর্বার
ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং মালবারের নিকট অনেক স্থান অধীন
করিয়া কোচিনে রাজত্ব স্থাপন করিলেন । তদবধি পর্তুগীরা এত-
দ্দেশে বাণিজ্যার্থ আসিয়া গোয়া প্রভৃতি স্থান অধিকার করে । তদ-
নন্তর করাসীস* ডিনামার ও ওলোন্দাজেরা এতদ্দেশে বাণিজ্যার্থ
আসিয়া শ্রীরামপুর, চন্দ্রনগর, পন্দিচরী, ইত্যাদি স্থানের মধ্যে স্থান
বিশেষে আপন আপন রাজপাট স্থাপন করিলেক । শেষে ইংরাজেরা

* বঙ্গ ভাষায় কতকগুলি জাতি নাম ও দেশ নাম এই রূপ প্রচলিত হই-
য়াছে । যথা;—

French ফরাসীস; Danes ডিনামার; Duch ওলোন্দাজ; English
ইংরাজ; Portuguese পর্তুগী বা ফিরিজী; London বিলাত; Mau-
ritius মরিত; Greek যবন (এই নাম এখন মোসলমান বুঝায়, এখন
প্রকৃত তাৎপর্যের ব্যবহার নাই;) Egypt মিসর; ইত্যাদি । ইং-
রাজেরা ভারতবর্ষকে India বলেন এবং গ্রীকেরা হিন্দু জাতিকে Gen-
too বলিত ।

হিন্দুস্থানে আসিয়া ব্রিটিশের প্রভুতি সম্রাটের সম্মত পাইয়া স্থানে স্থানে বাণিজ্যালয় স্থাপনারম্ভ করিলেন।

তখন কোম্পানী ব্যবসায়ী মাত্র ছিলেন। মাল্ভার্ডের বোর্ট 'জর্জ' গড তাঁহাদিগের অধিকার ছিল। এই সময়ে হিন্দুস্থানের ইংরাজ রাজ্য স্থাপক রবট ক্রাইব হিন্দুস্থানে আসেন। এই ব্যক্তি নানা কালে অতি চরিত্র ছিলেন—বিদ্যাভাবে অসামান্য বৈয়াক্ষ ছিলেন। বিত্তা মাত্র উপ-দেশার্থে বিবিধ উপায় করিয়াছিলেন, তথাপি বালকের অসৎ প্রকৃতি বিমোচনে সমর্থ হন নাই। তাঁহার নিশ্চয় জানিয়াছিলেন রবটের দ্বারা কোন উপকার হইবে না। অতএব তাঁহার অতি ক্ষুণ্ণ চিত্তে ক্রাইবকে কোম্পানীর এক সামান্য কেরানীর পদে নিযুক্ত করিয়া ভারত-ব্যয়ে পাঠাইয়া দিলেন। ক্রাইব ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া মাত্র নানা দুঃখে মগ্ন হইলেন, ইংলণ্ড হইতে যে কিঞ্চিৎ টাকা আনিয়া ছিলেন সে সমুদয় ক্রমে ফুরাইল। তাঁহার সামান্য বেতন নান্য ব্যয় সম্পন্ন করা চক্কর হইয়াছিল। সে বাহ্য হউক, এই সময়ে বরিনসের শাসন-কর্ত্তা লানোর ডোনিজ নামা এক জন ফর সাম, হিন্দুস্থানে আসিয়া বলপূর্ব্বক ইংরাজ অধিকার হস্তগত করিয়া ইংরাজদিগকে যৎপরোনাস্তি বস্ত্রণা দিলেন। ইতিমধ্যে কোজেক্ ডিউপ্পেক্ক নামা পন্দিচরির শাসনকর্ত্তা এতদ্বিষয় প্রাশ্ন করিয়া স্বেয়া বশতঃ শাসনকর্ত্তা ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট পদবিশিষ্ট ইংরাজদিগকে কয়েদ করিয়া অনিচ্ছাচরিত্র বস্ত্রণা দিলেন। ক্রাইব এই সময়ে সৈন্য দলে ভুক্ত হইলেন এবং আত্ম ফনতা, বুদ্ধি, কৌশল, প্রকাশ করিয়া কেরানীদিগকে অনেক বাব নিরস্ত করিলেন।

ইতিমধ্যে বিলাতীয় বার্তা দ্বারা গোচর করিল, যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স মধ্যে সন্ধি হইয়াছে, অতএব ইংরাজের ফরাসীদিগ হস্ত হইতে মাল্ভার্ড পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। ক্রাইব সৈন্য পদ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব পদে প্রবেশপূর্ব্বক বাণিজ্যীয় হিসাব লিপিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই কালে অর্থাৎ ১১৫৫ সালে* দক্ষিণের স্ত্রী মৈজান আল মজেক্কর মৃত্যু হয় এবং তৎ পুত্র নাজির জং তদীয় পদ প্রাপ্ত হন। কর্ণাট নগর নাজিরের অধিকার ছিল, কিন্তু ইহা জানেবর্দি খাঁর দ্বারা শাসিত হইত। সুবার পদ ও কর্ণাট অধিকার করিতে অনেকেই ইচ্ছুক হইলেন, তন্মধ্যে মির্জাফর জং এবং চন্দ সাহেব প্রধান ছিলেন।

মিরজাকর নাজিরের প্রতিবাদী হইয়া তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিলেন এবং চন্দ সাহেব কর্ণাটের শাসনকর্তার পদ প্রাপ্তিচ্ছক হইলেন। এই ব্যক্তি ফরাসীদিগের সহিত যোগ করিয়া কর্ণাট আক্রমণ করিল।

অনন্তর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, 'আনেবর্দি' খাঁর পতন হইল এবং জয়ীরা কর্ণাট প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে ফরাসীদিগের মৌভাগ্যের ইয়ত্তা রহিল না। নাজির জংয়ের মৃত্যু হওয়াতে মিরজাকর জং দক্ষিণ রাজ্য অধিকার করিলে, তাঁহার এবং ডিউপ্পেক্ক 'সর্বেশ্বর' হইলেন। পন্দিচরির আমোদময় হইল, সুসম্মাদ প্রচারার্থ ভোপ হইতে লাগিল, ডিউপ্পেক্ক মোসলমানের বহুমুলা পোষাগ পরিয়া নৈজামের সহিত পালকী আরোহণে উপস্থিত হইলেন এবং অসীম ক্ষমতায় ভারতবর্ষের শাসনকর্তার পদ পাইলেন। দৈববিপাকে মিরজাকর জংয়ের লোকান্তর প্রাপ্তি হইবার ডিউপ্পেক্কের অধিক প্রভূত বাড়িল। ডিউপ্পেক্ক তমোগত হইয়া, যে স্থলে নাজির জং পরাস্ত হইয়াছিলেন, সেই স্থলে একটি সুদৃশ্য স্মরণ স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া তৎ চতুষ্পার্শ্বে চারি ভাষায় তাঁহার জয়ের বিবরণ অঙ্কিত করাইলেন এবং স্বর্ণ-নির্মিত তক্তিতে যুদ্ধ চিত্র খোদিত করাইয়া তন্মধ্যে প্রোধিত করাইলেন। পরে সর্কোজঙ্গ করণার্থ ডিউপ্পেক্ককে-আবাদ নামে এক নগর স্থাপিত হইল। মিরজাকর পরলোক গত হইলে, ডিউপ্পেক্ক তৎক্ষণীয় এক ব্যক্তিকে তাঁহার উত্তরাধিকারী করিলেন। এদিকে ইংরাজেরা মহম্মদ আলিকে কর্ণাটের নবাব পদে ভূক্ত করিতে বিশেষ আয়াসী ছিলেন। মহম্মদ আলির সুদৃঢ় ত্রিচূনপলি অধিকার ছিল, কিন্তু তাহা তৎকালে চন্দ সাহেবের দ্বারা আক্রান্ত হইল। এই আক্রমণ নিবারণ করা অতি কঠিন হইয়াছিল, কারণ মাদ্রাজে অধিক সৈন্য ছিল না এবং সৈন্যাধ্যক্ষের অভাব ছিল। মেং লরেন্স (ভারতবর্ষে যৎকাল্য কেহই ক্ষমতাবান ছিলেন না) বিলাতে গমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে এক সামান্য ব্যক্তির বাহুবলে ইংলণ্ডীয় ভারত রাজ্য উদ্ধার এবং ইংরাজ জাতিব মৌভাগ্যোন্নতি হয়। তখন ক্লাইবের বয়ঃক্রম চলিশ বর্ষ ছিল এবং তিনি 'কাপ্তেনের' পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, ত্রিচূনপলি, রক্ষা করা অত্যাশঙ্কক হইয়াছে। না করিলে, আনেবর্দির বংশ লোপ হইবে, অপরূপ, ডিউপ্পেক্কের যে ক্ষমতা দেখিতেছি, তাহাতে বিলাতে কোন যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মাদ্রাজ রক্ষাকরা ভার হইবে। তাঁহার শ্রেষ্ঠের

ইহার নশ্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার অধীনে দুই শত ইংরাজ এবং তিন শত সিপাহী সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। ক্লাইব এই সামান্য সৈন্য দল সঙ্গে করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। পথি মধ্যে শীলারুষ্টি হইতে আরম্ভ হইল, বজ্র, সৌদামিনীর পশ্চাত্ত্বর্তী হইল এবং পবন সবেগে বহিতে লাগিল। কিন্তু এতাদৃশ বিপদে কটিনান্তকরণ সৈন্যের সাহস ভ্রংশ হইল না, তিনি নিরুদ্বেগ চিত্তে, আরকটে উপস্থিত হইলেন। তাহাতে দুর্গস্থ সৈন্যেরা শংকুচিতে দুর্গ পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিলে ইংরাজেরা তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেক। ক্লাইব দুর্গ প্রবেশানন্তর যুদ্ধ মজ্জা এবং খাদ্য সামগ্রী আহরণ করিলেন। এ দিকে পলাতক বিপক্ষ সৈন্যেরা সাহসে নিভর করিয়া দল বৃদ্ধি পূর্বক নগর সমিধি তাম্র কেলিয়া অবস্থিত হইল। ইতিমধ্যে রাত্রি কালে ক্লাইব নিজ সৈন্য সহিত তাহাদিগের তাম্র মধ্যে প্রবেশ করিয়া কতক ব্যক্তিকে হনন ও কতককে দ্রবীকরণ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। চন্দ সাহেব এই কাণ্ডে ফরাসিদিগের সহকারে ত্রিচূন-পলি আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি এই দুর্হটনা অবগন করিয়া ভৎসনাৎ আরকটে চাপি সহস্র সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। এই সৈন্যেরা ক্লাইব কর্তৃক নিরাকুল সৈন্যদিগের সহিত মিলিত হইল। তৎ ব্যতীত ভেলোরের দুই সহস্র লোক এবং ডিউমেরু প্রেরিত এক শত সপ্তাশ ফরাসী সৈন্য দল বৃদ্ধি করিল। অতএব একুনে প্রায় দশ সহস্র সৈন্য হইল। চন্দ সাহেবের পুত্র রাজা সাহেব এই সৈন্যদিগের অধাফ হইয়া আরকট আক্রমণ করিলেন। তখন ইংরাজদিগের কেবল ১২০ ইংরাজ সৈন্য ও দুই শত সিপাহী থাকে, বিশেষতঃ দুর্গ ভগ্ন হইয়া যায়। পার্শ্ববর্তী বৃহৎ প্রণালীর জল শুষ্ক হইয়াছিল এবং বেষ্টিত প্রাচীরসকল অপ্রশস্ত প্রযুক্ত তদুপরি কানান স্থাপন করা অসম্ভব হইল। এরূপ অবস্থায়ও ইংরাজেরা জয়ী হইয়াছিলেন, ক্লাইব প্রায় ডেড় মাস যথা শক্তিক্রমে যুদ্ধ করিলেন, পরন্তু অক্লান্ত সৈন্য বশতঃ বিজয়ী হওয়া দুষ্কর হইল। সৈন্যদিগের খাদ্য সামগ্রী ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইবাতে শত্রুদিগের দম্বিক বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। এরূপ অবস্থাতে, এরূপ খাদ্যাভাবে, অন্য সৈন্য হইলে নিঃসন্দেহ ক্লাইবের বিপক্ষ হইত এবং তাঁহাকে বিপক্ষ হস্তে নিক্ষেপনান্তর প্রস্থান করিত। পরন্তু ক্ষুদ্র দলের অধাফ-পরায়ণতা সিজরের দশম সৈন্যদল বা নেপোলিয়নের পুরাতন রক্ষকদল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল।* এক্ষণে এক

চমৎকার দয়াজ্ঞ চরিত্র দর্শন কর। সিপাহীরা খাদ্যাভাবে অসম্ভব বা উৎকণ্ঠ না হইয়া ক্লাইবকে নিবেদন করিল, যে স্বদেশীয়েব অপেক্ষা বিজাতীয় ইংরাজদিগের অধিক আহারীয় প্রয়োজন, অতএব তাহা-দিগকে অধিক চাল আহারার্থ অর্পণ করুন: আমানী আমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। তাহা কি কৃতজ্ঞতা! যাহারা বাধ্যবদ্ধা অধিগ যুদ্ধ বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়াছে, রণক্ষেত্রে সমর করিয়াছে, রুট বা ক্রা প্রয়োগ ও রুট কন্ডে নিযুক্ত হইয়াছে, তাহারা যে এ প্রকার নহুপনা প্রকাশ করিবে এ অতি আশ্চর্য্য !

ইংরাজেরা কিয়ৎ দিবস যথা সাধ্যামুসারে যুদ্ধ করেন, ইতিমধ্যে মুরারি রাও নামে এক জন মহারাজ্যীয় ছয় সহস্র স্বজাতিবর্গ সমিত ইংরাজদিগকে সাহায্য করিল। রাজা সাহেব এতদ্বিলম্ব শুনিয়া যুদ্ধার্থ নানা উপায় করিলেন, কিন্তু কোন উপায় কলবতী না দেখিয়া অবশেষে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হইয়া ক্লাইবকে মিষ্ট ভাষে এবং ঘৃণ্য পর্য্যন্ত দিয়া ক্ষান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ক্লাইব তাহা অগ্রাহ করিলে তিনি ভয় প্রদর্শনার্থ কহিলেন, যে ইংরাজেরা কুশল করিতে অসম্মত হইলে আমি বলপূর্ব্বক দুর্গ আক্রমণ করিয়া দুর্গস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে নিহত করিব। তাহাতে ক্লাইব গর্জিত হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন, যে তোমার পিতা অত্যাযপূর্ব্বক রাজ্যাধিকার করিয়াছিল, তোমার সৈন্যেরা ইতর জাতি ও কাপুরুষ, অতএব অগ্রে উক্তমরূপে বিবেচনা করিয়া ঐ কাপুরুষদিগকে আমাদিগের অধিকার আক্রমণ করিতে বলিও। রাজা সাহেব এই গর্জিত উক্তি শুনিয়া কিম্বা আক্রমণ করিলেন। সংগ্রাম উপস্থিত হইল, মোসলমানের সৈন্য ভীত যুদ্ধ করিতে লাগিল, ভীষণ বৃহদাকার করাসমূহ অতি বেগে ইংরাজদিগের প্রতি ধাবমান হইল, বোধ হইল, বন্ধ্যা জন্তু ফটক ভগ্ন করিবে। কিন্তু ইংরাজেরা গুলি নিক্ষেপ করিলে হস্তীসকল ভয়ে পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া মোসলমানদিগের সৈন্যদল ভঙ্গ করিয়া অনেক লোক হত্যা করিল।

অনন্তর মোসলমানেরা দুর্গোপরি উঠিবার উপক্রম করিলে ইং-রাজেরা ক্রমশঃ গুলি নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। দীর্ঘকাল দীর্ঘরূপে যুদ্ধ হইলে, মোসলমানেরা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল। এই যুদ্ধে মোসলমানদিগের চারি শত নষ্ট হইয়া গেল। 'ইংরাজেরা জয়ী হইয়াছে' এই বাস্তব 'ফোর্ট জর্জের' লোকেরা প্রতি-গোচর করিয়া আনন্দ-রসে আপ্যায়িত হইলেন এবং ক্লাইবের প্রতি সান্ত্বনয় পরিতুষ্ট হইয়া তৎ সাহায্যার্থ সপ্ত শত সিপাহী ও দুই শত

উৎসাহে সৈন্য প্রেরণ করিলেন । ক্লাইব সৈন্য প্রাপ্ত হইয়া তিমিরির
কেলা হস্তগত করিয়া রাজা সাহেবের সন্তিত রণে প্রবৃত্ত হইলেন ।
রাজা পরাস্ত হইলেন এবং তদীয় ছয় শত সৈন্য ক্লাইবের স্মরণগত
হইয়া তাঁহাদের অধীনে নিযুক্ত হইল । রাজা সাহেব পরাস্ত হইলেও
তাঁহার গর্ভে খর্ব হয় নাই, তিনি পুনঃ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নাজ্জাজের
'কোর্ট অফ জুজ' নিকটস্থ গাংসকক পংস করিতে লাগিলেন । কিন্তু তিনি
ক্লাইব হস্তে পুনঃ পরাজিত হইলেন । ক্লাইব রণজয়ী হইয়া ডিউ-
পেকের স্মরণার্থ যুদ্ধ ভূমিস্থাৎ করিয়া ঐ করাসীস সৈন্যাদ্যদের
দর্শ্য চূর্ণ করিলেন । নাজ্জাজস্থ ইরাজেরা কিয়ৎ দৈন্য সহিত
ক্লাইবকে নিচিনপসিতে পাঠাইয়া দিলে অভিল্যাপ করিতে ছিলেন
এমত সময়ে মেজর লরেন্স বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইলেন । তিনি
প্রত্যাগত হইয়া পূর্ব পদ প্রাপ্ত হইলে বোধ হইয়াছিল ক্লাইব ঈদৃশ
নয়া কর্ম করিয়া এক ব্যক্তির অধীনে থাকিতে বাসনা করিবেন
না । কিন্তু ক্লাইব তদীয় প্রতি লরেন্সের পূর্ব বদান্যতা, হিতাচরণ,
স্মরণ করিয়া অতি সহোদে দ্বিতীয় পদ গ্রহণ করিয়া সুচারুরূপে নিজ
কর্ম সম্পন্ন করিতে লাগিলেন । লরেন্স ক্লাইবের সততা দর্শনে তাঁ-
হাকে অত্যন্ত যত্ন করিলেন ! ইতিমধ্যে মহারাক্ষী হস্তে চন্দ সাহে-
বের পতন হয় । ক্লাইব করাসীস অধীনস্থ চিঞ্জলিপট ও কবিলজ
এই দুর্গদ্বয় অধিকার করিতে মানস করিয়া সৈন্য-সামন্ত সংগে তত্রস্থ
হলিলেন । এই সৈন্যেরা ঈদৃশ অসৌকিক বিক্রমী ও সাহসী ছিল,
যে কবিলজের দুর্গ হইতে একটা গোলা নিক্ষেপে এক ব্যক্তির প্রাণ
নষ্ট হইল এবং তাহা দেখিয়া অন্য সমস্ত ভয়ে পলায়ন করিল; তন্মধ্যে
এক জন বীর কামানের শব্দ শুনিবামাত্র কূপে পড়িয়া স্তব্ধ হইল !
চন্দ্রকার বলিতে হইবে ! কারণ এমত সৈন্যকে রণ-বিশারদ ও সাহসী
করিয়া ক্লাইব কবিলজ ও চিঞ্জলিপট এই দুর্গদ্বয় জয় করেন । ক্লাইব
জয়ী হইয়া নাজ্জাজে প্রত্যাগত হইলেন এবং কিয়ৎ পরে মাসকেলিনী
নাম্নী কামিনীকে বিবাহ করিয়া শারিরীক অসুস্থ হেতু ইংলণ্ড যাত্রা
করিলেন । তথায় উত্তীর্ণ হইলে কি ভদ্র, কি ধনী, কি দানী, সকলেই
তাঁহাকে অসাধারণ মান্য করিল এবং ভারতবর্ষীয় সমাজ তাঁহাকে এক
জহরতময় অসী প্রদান করিলেন, কিন্তু তিনি অসামান্য সৌজন্য প্রকাশ
পুরঃসর তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন, কহিলেন, লরেন্স
সাহেবকে অন্য এরূপ এক থানি অসী না দিলে তিনি গ্রহণ করিবেন
না । সময়ে সময়ে মানব প্রকৃতির বিরূপ পরিবর্তন হয় দর্শন করে ।

ক্লাইব ইংলণ্ডে কয়েককাল অবস্থিতি করিয়া ভারতবর্ষে পুনর্বার আসিতে ইচ্ছুক হইলে “কোর্ট অফ ডিরেকটরেরা” তাঁহাকে শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিলেন, এবং ইংলণ্ডের লেফটেনেন্ট কার্নেলের পদ দিলেন। ১১৬২ সালে* ক্লাইব ভারতবর্ষে আসিলেন। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া এডমিরেল ওয়াটসনের সহিত অজিরা নামক বোম্বেটীকে পরাজয় করিয়া তদীয় দুর্গ অধিকার করেন।

দশম অধ্যায়।

আলিবর্দি খাঁর মৃত্যু এবং সেরাজ উদ্দৌলার নবাবী পদ—তাঁহার চরিত্র—‘কোর্ট উইলিয়ম’ আক্রমণ—কারাগারে ইংরাজদিগের ভীষণ পীড়া—ক্লাইবের দ্বারা বঙ্গবঙ্গিয়া ও কোর্ট উইলিয়ম অধিকার এবং জগলি আক্রমণ—সন্ধি—নবাবের চমৎকার ব্যবহার—সেরাজউদ্দৌলার নাশাথ তাঁহার কর্মচারীদিগের যুক্তি—উমচাঁদের সঙ্গে ইংরাজদিগের যোগ এবং ক্লাইবের চাতুরী—পলাশীতে সৈন্য সেরাজ উদ্দৌলার আগমন—ক্লাইবের যুদ্ধ সমাজ এবং নির্জনে রণ স্থির করণ—পলাশীতে ইংরাজদিগের উত্তরয়—পলাশীর যুদ্ধ এবং নবাবের পরাজয়—সেরাজউদ্দৌলার পতন—মিরজাকরের নবাবী—উমচাঁদের নিগ্রহ এবং ক্ষমা—নবাবের ধন বিভাগ—‘মাজ আলমের পাটনা’ আক্রমণ এবং ইংরাজ দ্বারা দূরীকরণ—মিরজাকরের সঙ্গে ইংরাজদিগের বিবাদ এবং মিরজাকরের পদচ্যুতি—নবাব মির কাসিম—মিরজাকরের পুনঃ নবাবী—টেকজাম উদ্দৌলা—ইংরাজদিগের প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষে রাজত্ব এবং কোম্পানীর নাশ।

সম্প্রতি এক সময় উপস্থিত হইতেছে, যখন ক্লাইবের প্রাকৃত বিক্রম প্রকাশ হইবে, যখন ভারতবর্ষ ইংরাজদিগের হস্তগত হইবে।

বঙ্গদেশে আলিবর্দি খাঁ নামে এক ব্যক্তি দিল্লীর মহারাজের নিযো গাভাসারে বঙ্গ দেশের ‘নবাব’ হইয়া উক্ত দেশ শাসন করিতেন। তিনি সাধনশীল প্রতাপাবিত ছিলেন। মহারাজীয়েরা তাঁহার রাজত্ব কালীন ‘বার্ণি’ নামে বিখ্যাত হইয়া বিবিধ সোপদ্রপ করিচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বর্তমানে বঙ্গদেশ অধিকার করিতে পারে নাই এবং কোন ইউরোপীয়েরা তাঁহার

রাজ্য লইতে অগ্রসর হয় নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ ১১৬৩ সালে তাঁহার মৃত্যু হইল এবং তাঁহার দৌহিত্র সেরাজউদ্দৌলা বঙ্গীয় নবাব হইলেন। সেরাজউদ্দৌলা বাল্যকালাবধি নিষ্ঠুর ছিলেন। বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাসে অত্যন্ত বৈমুখ হইয়া কেবল কুকর্মায়াহুঠানে তৎপর থাকিতেন। স্বীকৃতির প্রতি বলাৎকার করিতেন এবং সন্দা পরানিতে রত থাকিতেন। সেরাজউদ্দৌলা জঘন্য পামদিগের সহিত রূদ্রাত্মক কবিতা লিখিতেন, তাহারাই তাঁহাকে কেবল মন্দ উপদেশ দিত। সেরাজউদ্দৌলা সাম্যকালাবধি ইংরাজদিগের প্রতি বিদ্বেষী ছিলেন এবং তাঁহারদিগের অনিষ্ট কবণেব সূত্র পাইলেন। তৎকালে ইংরাজদিগের বাণিজ্য স্থান কলিকাতা নগরে নিরূপিত হইয়াছিল। ইংরাজেরা তথায় 'ফোর্ট উইলিয়ম' নামে দুর্গ নির্মাণ করিয়া ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ সম্মুখীন হইবাতে তাহা দৃঢ়রূপে অভেদ্য করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহারা পূর্বে সেরাজউদ্দৌলার অনুমতি প্রার্থনা করেন নাই। নবাব তাঁহাদিগের এই এক মহতী দোষ স্থির করিলেন। অপর দোষ এই, যে সেরাজউদ্দৌলা রাজ্য রক্ষণভের খনসম্পত্তি হরণ করিতে চেষ্টিত হইলে তিনি এবং তাঁহার পুত্র কৃষ্ণবল্লভ ইংরাজদিগের স্মরণাগত হইয়াছিলেন। তৎকালে যেরূপ ডেক ইংরাজদিগের শাসনকর্তা ছিলেন। সেরাজউদ্দৌলা পত্র দ্বারা তাঁহাকে দুর্গ বলবতী বা নূতন দুর্গ নির্মাণ করিতে বারণ করিলেন। তাহাতে ডেক অতি কটিনরূপে প্রত্যুত্তর করিলেন, আমরা তোমার আক্রমণ হইব না। সেরাজউদ্দৌলা সাতিশয় কোপাবিস্ট হইয়া প্রায় পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে কলিকাতা আক্রমণ করিলেন। ইংরাজেরা উপায়াভাবে সশস্ত্র হইয়া তাঁহার নিকটে সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। সেরাজউদ্দৌলা তাহা মনোযোগও না করিয়া চিতপুরে উপস্থিত হইলেন, তাহাতে ইংরাজ সৈন্য বারবার একরূপ সতেজে গোলা নিক্ষেপ করিল, যে নবাব সৈন্য পলাইতে লাগিল। সেরাজউদ্দৌলা তদর্শনে পরাজিত হইলেন না এবং দৃঢ়রূপে যুদ্ধারম্ভ করিয়া দুর্গের চতুর্দিকে অগ্নি প্রদান করিলেন। ইংরাজেরা অগ্নি তাপে কাতর হইয়া এবং বারুদ না পাইয়া দুর্গ পরিত্যাগপূর্বক জগলি নদীতে উত্তীর্ণ হইলেন এবং আন্তব্যস্তেরগী আরোহণ পুরঃসর পলায়ন করিলেন। কিন্তু তথাপি অনেক সৈন্য দুর্গে রহিল।

নবাব দুর্গ অধিকার করিয়া কতক ব্যক্তির প্রাণ নাশ করিলেন এবং

কতককে এক জমায় স্বরূপ কারাগারে রাখিলেন। ঐ ঘরে কেবল কএক মাত্র বায়ু প্রবেশের পথ ছিল, বন্দীরা তাহার মধ্যে থাকিয়া নিশ্বাস প্রক্ষেপ করিতে বঞ্চিত হইল। পিপাসায় তাহাদিগের শব্দহীন বিদীর্ণ হইল, নিশ্বাস নিষ্ক্ষেপ করণার্থ তাহারা বাতায়ন প্রাপ্ত হইবার জন্য পরস্পর কলহ করিতে লাগিল। তদ্বারা অসংখ্য ব্যক্তি গুরুত্ব পাইল। তৃতীয়া নিবারণার্থ তাহারা রক্ষকদিগকে দ্বার মুক্তির নিমিত্ত অনেক মিনতি করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহারা তাহা শুনিয়া না। একে গ্রীষ্মকাল, তাহাতে একরূপ শমন-পুরি-সম অন্ধকার ক্ষুদ্র গৃহ, বিশেষতঃ পিপাসা নিবারণের অল্পপায় এবং বায়ু হইতে বঞ্চিত এতদপেক্ষা মনুষ্যের আর কি মনস্তাপ হইতে পারে? পর দিন দ্বার মুক্ত করিলে এক শত ছয়-চল্লিশ বন্দীর মধ্যে কেবল তেইশ ব্যক্তিকে জীবিত দেখা গেল। তাহাদিগকে দেখিয়া রাজ চুড়ানগির সদানুৎকরণে করুণার সঞ্চার হইল না, তিনি তাহাদিগকে পুনশ্চ কারারুদ্ধ করিলেন, কেবল কতকগুলি নিস্তার পাইয়াছিল। সেরাজউদ্দৌলা ঈদুর্গ অন্যায়াচরণ করিয়া 'ফোর্ট উইলিয়ম' কতকগুলি সৈন্য রাখিয়া ইংরাজদিগকে তথায় আশ্রিতে বা বাস করিতে তাহাদিগকে নিবারণ করিতে বলিলেন। অপর, ঐ স্থান অরণ্যার্থ স্বরূপ আলি নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। সেরাজউদ্দৌলা 'ফোর্ট উইলিয়ম' দুর্গ লইয়া ইংরাজদিগের প্রতি যেরূপ অনিষ্ট করিয়াছেন সে তাবৎ সম্বাদ মাত্ৰাজসমুহ ইংরাজেরা শুনিয়া সাতিশয় রাগান্বিত হইলেন এবং প্রতিহিংসার্থ সৈন্য সামন্ত প্রস্তুত করিলেন। ক্লাইব অশ্ব পদাভিক ইত্যাদি ভূগ্য সৈন্যের অধ্যক্ষ হইলেন, ওয়াটসন্ সাহেবকে জাহাজীয় সৈন্যের অধ্যক্ষ করা গেল। এক সহস্র ইংরাজ সৈন্য এবং ১৫০০ সিপাহী যুদ্ধার্থ ছগলি নদীতে উপস্থিত হইল। সেরাজউদ্দৌলা আশ্রয় প্রমোদ করিতে ছিলেন, ইংরাজেরা যে তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে এ অপ্ৰের অগোচর, কারণ তাঁহার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল, যে ইউরোপ খণ্ডে দশ সহস্রের উর্দ্ধ লোক নাই। অতএব ইংরাজেরা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে তিনি চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর সৈন্য সমতিবাহারে কলিকাতায় আসিলেন। ক্লাইব স্বাভাবিক চতুরতার সহিত বজ্রবজ্রিয়া হস্তগত করিয়া এবং 'ফোর্ট উইলিয়ম' পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া ছগলি আক্রমণ করিলেন। পরে সেরাজউদ্দৌলা ইংরাজদিগের পরাক্রম বিশেষরূপে অবগত হইয়া তাহাদিগের সহিত সন্ধি করেন। এই সন্ধিতে ইংরাজদিগের যথেষ্ট লাভ হয়। 'গঞ্জির কিয়ৎ

পরেই অস্থির-চিন্তা নবাব ফরাসীসদিগের সহিত যোগ করিয়া ইংরাজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে নিরাকৃত করিতে প্রতজ্ঞা করিলেন। ক্লাইব ও ওয়াটসন ইহা সংবাদ পাইয়া চন্দ্রনগর আক্রমণ দ্বারা অধীন করিয়া প্রায় পাঁচ শত ফরাসীসকে বন্দী করিলেন। নবাব ইংরাজদিগের এবম্প্রকার প্রতাপ দেখিয়া তাঁহাদিগের মনোরঞ্জনায় অনেক টাকা পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু অতাব একেবারে পবিবর্ত্ত হওয়া কঠিন, অতএব সেরাজউদ্দৌলা আবার এ দিকে ফরাসীস সেনানী বুস্বিকে কিয়ৎ জহরত পাঠাইয়া দিয়া বঙ্গদেশ উৎসাহিত হইতে রক্ষা করিতে কহিলেন। এক সময় ওয়াটসন সাহেবকে যৎপরোনাস্তি ভৎসনা করিয়া, পরক্ষণে তাঁহার নিকট বিনীত হইতে কহা প্রায়শ্য করিলেন। যাহা হউক, অবশেষে তাঁহার রাজ্য নশ ও মনস্তাপের সময় উপস্থিত হইল, কি আত্মীয়, কি অনাত্মীয়, তাঁহার ঘুমন্ত অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রু হইয়া উঠিল। কতকগুলি প্রধান কর্মচারী তাঁহার বিনাশ সাধন হেতু মন্ত্রণা করিল, তদ্বাশ্রমে সৈন্যধ্যক্ষ মিরজাফর, রাজবল্লভ এবং জগত সৈয়দ নামী এক জন মহা খোদা বণিক প্রধান ছিলেন। এই ব্যক্তিরা ইংরাজদিগের সঙ্গে যোগ করিলেন। ইংরাজেরা সেরাজউদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিয়া মিরজাফরকে নবাব করিবেন, এবং মিরজাফর কোম্পানী ও কোম্পানীর সৈন্য-সামন্ত ও কর্মচারী প্রভৃতিকে যথেষ্ট পরিভোজিত দিতে সন্মত হইলেন। ক্লাইব চাতুর্য্য অবলম্বন করিয়া নবাবের প্রতি অত্যন্ত সখ্য ভাব ও আতি প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে এক স্থানি লিপি লিখিলেন। নবাব সেই লিপি পাইয়া ইংরাজদিগকে পরম বন্ধু জ্ঞান করিলেন। ইংরাজেরা এ দিকে উমার্চাদ নামা* এক রাজ কর্মচারীর সহিত যোগ করিলেন। ইংরাজদিগের সহিত মিরজাফর প্রভৃতির যে যে মন্ত্রণা ইষ্টাছিল উমার্চাদ তাহা বিসফল অবগত ছিলেন এবং তাহা গুপ্ত রাখিবার জন্য তিন কোটি টাকা চাহিলেন; ইহাতে যুক্তিকারীরা মহা বিপদে পড়িল। এত টাকা কোথায় পাইবে, না নিজেও নয়, কারণ তাহা হইলে উমার্চাদ নবাবকে গুপ্ত বিষয় জ্ঞাত করিবে। ক্লাইব উমার্চাদের অপেক্ষা চাতুরী প্রকাশ পুরঃসর কহিলেন যে উমার্চাদকে উক্ত মুদ্রা দেওনের আশা দেওয়া বাউক, পরে কার্য্য সিদ্ধি হইলে টাকা দূরে থাকুক বিলক্ষণ প্রতিকল দেওয়া যাইবে। ইহাতে সকলে সন্মত হইলেন, কিন্তু এক প্রতিবন্ধক

* উমার্চাদ এক জন কলিকাতার বণিক ছিলেন :—Stewart.

উপস্থিত হইল। উমার্টাদের বলিলেন, যে মির জাফরের সহিত ইংরাজদিগের রাজ্য উদ্ধার সম্বন্ধে যে সন্ধি পত্র লিখিত হইবে সে সন্ধি পত্রে আমার প্রার্থিত মুদ্রার বিষয় লেখা থাকিবক এবং আমি অচক্ষে তাহা দর্শন করিব। এই সময় ক্লাইবের ফন্দি অবলোকন কর। তিনি দুই খানি সন্ধি পত্র প্রস্তুত করিলেন, এক খানি সাদা, অন্য খানি লাল কাগজে লিখিত হইল। সাদা কাগজে সুদ্ধ মিরজাফরের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি লিখিত হইল, তাহাতে উমার্টাদের নাম নাহি উল্লেখ হইল না, লাল কাগজে উমার্টাদের প্রার্থিত মুদ্রা ও তদ্বিষয়ে ইংরাজদিগের সম্মতি লেখা গেল। তথাপি আর এক প্রতিবন্ধক রহিল। ওয়াটসন সাহেবের স্বাক্ষর না পাওয়াতে লাল সন্ধি পত্র উমার্টাদের অধিষ্ঠান হওনের সম্ভব হইলে ক্লাইব ওয়াটসনের কৃত্রিম স্বাক্ষর প্রস্তুত করিয়া সেরাজউদ্দৌলাকে উগ্র ভাষায় লিপি লিখিয়া ইংরাজদিগের প্রতি তাঁহার অত্যাচার প্রকাশ করিলেন। ১১৬৩ সালে* সেরাজউদ্দৌলা পনের সহস্র অশ্বারোহী চল্লিশ সহস্র পদাতিক এবং পঞ্চাশটি বৃদ্ধ কামান, সম্ভিবিহারে মহা সমারোহে যুদ্ধার্থ পলাশীর রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ইংরাজদিগের ইংরাজ, ফিরঙ্গী, সিপাহী ও সেনার সমেত ৩১৫০ নাত্র সৈন্য ছিল, ক্লাইব এত অল্প সৈন্য লইয়া সেরাজউদ্দৌলার অসংখ্য সৈন্য দেখিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রথমে সশঙ্ক হইলেন। বিশেষতঃ মিরজাফর তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবেন এক্রূপ নির্ধারিত ছিল, কিন্তু মিরজাফর তদনুরূপ না করিলে তাঁহাকে আরো উদ্ভিগ্ন হইতে হইয়াছিল। ক্লাইব এক্রূপ অবস্থায় এক সভা আহ্বান করিয়া সভ্যদিগকে যুদ্ধ বিষয়ক পরামর্শ জিজ্ঞাসিলেন, কিন্তু তাঁহারা অনেকেই যুদ্ধ অবিধেয় বলিতে তিনি তাঁহাদিগের মতেব পোষকতা করিলেন। ইংরেজা নিতান্তই ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করিতে আতএব সভ্যদিগের মতের বিপরিত হইয়া উঠিল। সভা ভঙ্গ হইবারাত্র ক্লাইব এক নির্জন বৃক্ষকীর্ণ স্থানে গিয়া উক্ত বিষয়ের আন্দোলন করিয়া যুদ্ধ করিতে নিতান্ত স্থির করিলেন। পর দিবস সূর্যাস্ত হইলে ক্লাইব সৈন্য সম্ভিবিহারে রাত্রি এক ঘটিকার সময়ে পলাশীতে উত্তীর্ণ হইয়া এক আশ্রয় নিকুঞ্জে ছাউনি করিয়া রহিলেন। পশ্চাৎ দিন

* খ্রী ১৭৫৭।

† ১৮০০০ অশ্বারোহী, ৫০০০০ পদাতিক ৫০ কামান এবং ২০ জন করাসী।— Charles Stewart.

প্রত্যয়ে উভয় দলে রণ মঞ্চা করিল। প্রথমে কামানের যুদ্ধ হইল, কিন্তু সেই সময়ে বৃষ্টিপাত হইয়াতে নবাবের বারুদ ভিজিয়া গিয়া অকর্ম্মণ্য হইল, ইংরাজদিগের তাহা কিঞ্চিৎ প্রতিবন্ধক হয় নাই, তাঁহার স্বচ্ছন্দে গোলা পবিচালন করিতে লাগিলেন। নবাবের পক্ষে মিরমদন ও মোহনলাল সেনাপতি ছিল। মিরমদন প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু কামানের এক গোলা আসিয়া তাঁহাকে পরাশায়ী করিল। মিরমদনের পতনে নবাব সাতিশয শঙ্কিত হইয়া মিরজাকরকে সম্মিধানে আনাইলেন। মিরজাকর যদিও ইংরাজ পক্ষীয় তথাপি এ যুদ্ধে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন নাই, ইহাব কারণ এই, নবাব তাঁহার বুদ্ধি বল ভাল জানিতেন, অতএব একদা তাঁহার ভবনে যাইয়া তাঁহার সহিত প্রণয় করেন এবং যাহাতে তিনি ইংরাজদিগের পক্ষে না হন, এই নিবারণ জন্য তাঁহাকে কোরাণ স্পর্শে সপথ করান।

এই দুঃসময়ে মিরজাকর সেরাজউদ্দৌলার সর্সুখীন্ হইলে নবাব মন্তক হইতে কিরীট লইয়া তাঁহার পদতলে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, “আপন প্রাক্ত মলীয় আচরণ জন্য আমি যথার্থ সন্তোষিত হই এবং আপনার ভয়াপত্তি এবং আমার মাতামহ গত আলিবর্দি খাঁর নাম গ্রহণপূরঃসর মিনতি করি, গত বিষয়ের জন্য মার্জ্জনা করুন; আমি আপনাকে তাঁহার প্রতিমিদির স্বরূপ মানি এবং তাঁহার সন্ত্রম স্বরণার্থ, তথা ভবিষ্যদ্বক্তার (মহম্মদ) উত্তরাধিকারী হইয়া আপনাকে বিনয় কবি, আমার জীবন ও সম্ভ্রম রক্ষা করুন।” মিরজাকর তাহাতে অঙ্গীকৃত হইলেন এবং কহিলেন, “অদ্য দীর্ঘকাল যুদ্ধ হইয়াছে, অন্য যুদ্ধ ক্ষান্ত থাক, আমি আপনার হইয়া কল্য যুদ্ধ করিব। এক্ষণে সৈন্যদিগকে ক্ষান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতে আজ্ঞা করুন।” নবাব তদনুযায়ী সৈন্যদিগকে ফিরিয়া আসিতে অহুমতি পাঠাইলেন। নবাবের দাওয়ান রাজা মোহনলাল এতক্ষণ সেনাপী হইয়া যৌর যুদ্ধ করিতেছিলেন, তিনি সেরাজউদ্দৌলার এই অরূপবুদ্ধি অস্থমতি শুনিয়া বিরক্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিতে নত্নতাক্ষে সন্মত হইলেন, কিন্তু সেরাজউদ্দৌলার পুনর্কার অহুমতি করিলেন, তিনি শিবিরে অনিচ্ছায় প্রত্যাগত হইলেন। রাজা মোহনলাল হাতপুর্কে কহিয়াছিলেন, আমি শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সৈন্যদলে মহা গোলা-যোগ হইবে, সৈন্যেরা ভয়ে পলায়ন করিবে, তাহা স্বার্থ হইল,

সৈন্যেরা ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।* এখন চাভুরী এক প্রধান দৃষ্টান্ত দেখ, বলে যাহা না করে চাভুরী তাহার শত গুণ করিতে পারে। মিরজাকরের চাভুরীতে ইংরাজদিগের ভারতরাজ্য সকলে স্মরণ করিবেন। ইংরাজদিগের রাজ্য “প্রকৃত বলে ও চাভুরী বলে” তাহা সত্য, কিন্তু সেই চাভুরী যুদ্ধ কালীন যুধিষ্ঠির ও অস্ত্র কৰ্ম্ম সাধন কালীন রামচন্দ্র, ব্যবহার করিয়াছিলেন ইহাও সত্য। সে যে রূপ হউক, নবাবের সৈন্য পলায়ন করিলে ইংরাজেরা সুযোগ পাইয়া পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং বিস্তর লোক হত্যা করিয়া সৈন্যদিগের অস্ত্র, শস্ত্র, তাম্র, প্রভৃতি গ্রহণ করিলেন। এই যুদ্ধে নবাবের পক্ষ শত লোক হত হয়, ইংরাজ পক্ষীয় বাইশ ব্যক্তি হত ও পঞ্চাশ ব্যক্তি আঘাতিত হইয়াছিল। এবম্প্রকারে বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধ নিম্পন্ন হয়।

সেরাজউদ্দৌলা পরাস্ত হইয়া পাটনাতে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষার উপায় করিতে লাগিলেন, কিন্তু এমত সময়ে এক ফকীর তাঁহার স্মরণ সাধন করিল। সেরাজউদ্দৌলা ঐ ফকীরের প্রতি কোন অহিতাচরণ করিয়াছিলেন, অতএব তিনি ঈদৃশ দুঃবস্থায় তাহার কুটীরে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে ফকীর তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া তাঁহাকে শত্রু হস্তে নিক্ষেপ করিল। সেরাজউদ্দৌলা মিরজাকরের পুত্র মিরণের নির্দেশে হত হন।

মিরজাকর এখন নবাব হইলেন এবং উমাচাঁদ ইংরাজদিগের নিকট প্রতিশ্রুত টাকা লইতে আগিলেন। তাহাতে ইংরাজেরা কৃত্রিম লাল সন্ধি পত্র দেখাইলে তিনি হতজ্ঞান হইলেন, কিন্তু ক্লাইব তাঁহাকে কমা করিলেন। ক্লাইব এখন সর্বেশ্বর হইলেন। সেরাজউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে কোম্পানী ও নবাবের কর্মচারীরা তদীয় কোষাগার স্ব স্ব আগারে প্রবেশ করাইল, তন্মধ্যে ক্লাইব বিংশতি লক্ষ মুদ্রা পাইয়াছিলেন।† এই ধনে অনেকেই ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল, বঙ্গদেশে অদ্যাবধি তাহাদিগের বংশাবলি সেই ধন ভোগ করিতেছে। এই কালে

* একরূপ জনবাদ আছে, যে মোহনলাল সৈন্যের যুদ্ধ গতি ও মিরজাকরের চাভুরী দেখিয়া নবাবকে সাবধান হইতে কহেন এবং কতগুলি সৈন্য লইয়া তাঁর যুদ্ধ করেন। মিরজাকর এক জনকে নবাবের দূত করিয়া তাঁহাকে ক্রান্ত হইতে কহেন, মোহনলাল মিরজাকরের উপস্থিত চাভুরী জানিতে পারিয়া, না ক্রান্ত হইলে, মিরজাকর এক ব্যক্তিকে যুদ্ধ বেশ ধারণ করান। সে মোহন লালের সৈন্য মধ্যে প্রবেশিয়া তাঁহাকে হত্যা করে।

সাহ আলম দ্বিতীয় মিরজাফরের অধিকার, অধিকার করিতে প্রস্তুত হইলেন। মিরজাফর তাহা কর্ণগোচর করিয়া মুদ্রা সহকারে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলে, ক্রাইব্ তাঁহাকে তদ্বিষয় হইতে নিবারণ করেন এবং তাঁহাকে যথা শাস্ত্রানুসারে নাজায্য করিতে সম্মত করেন। পরে সাহ আলম পাটনা আক্রমণ করিলে ইংরাজেরা সুদূরার্থ গমন করিলেন। ইংরাজদিগকে অগ্রবর্তী দেখিয়া সম্রাটের প্রায় চল্লিশ হাজার সৈন্য রণে পরাভূত হইয়া পলায়ন করিল এবং মাল আলম দিল্লীতে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর মিরজাফরের কুগ্রহ দৃষ্টিবাত্তে তিনি ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ইংরাজদিগের অগাধ পরাক্রম দৃষ্টে শঙ্কান্বিত হইয়া অতুমান করিলেন, যে তাহারা অনায়াসে রাজ্য লইতে পাশে অতএব তাহা নিবারণার্থ ওলোন্দাজদিগের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। ওলোন্দাজেরা* সাত খানি পোত লইয়া ছগলি নদীতে উদ্ভীর্ণ হইল। ইংরাজেরা অত্যল্প সৈন্য সহিত বিপক্ষ দল পরাস্ত করিলেন। ইংরাজেরা জয়ী হইয়া কিয়ৎপবে মিরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা মির কসিমকে নবাব করিলেন। মির কসিম অধিক কাল নবাবী পদ ভোগ করেন নাই, মিরজাফর পুনঃ পূৰ্ব্ব পদ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তী বিলম্বে তাঁহার মৃত্যু হইলে ইংরাজেরা নৈজামউদ্দৌলা নামে তাঁহার এক পুত্রকে নবাব করেন। এই ব্যক্তি কেবল নাম মাত্র নবাব ছিলেন, প্রকৃত ক্ষমতা ইংরাজদিগের হস্তে ছিল; ইংরাজেরা ক্রমে ক্রমে নবাবের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া হিন্দুস্থান অধিকার করিয়া শাসন করিতে লাগিলেন এবং দিল্লীস্থর ও নবাবের প্রতি বৃদ্ধি নিযুক্ত করিলেন। তদবধি তাঁহারা সিকু, পঞ্চাল, অযোধ্যা, নাগপুর, দিল্লী, প্রভৃতি ভুক্ত করিয়া প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইয়াছেন। এখন কোম্পানীর পরিবর্তে মহারানী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের রাজ্যেশ্বরী হইয়াছেন। কোম্পানীর উচ্চ লোভে রাজ্যে জগদ্বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহ হইলে ১২৬৫ সাল, ১৭ কার্তিকে† ভারতবর্ষে মহারানীর ঘোষণা পত্র প্রচার হয় এবং কোম্পানীর অধিকার নশ হয়।

* ওলোন্দাজেরা ৩৭কালে চুঁচুড়া অধিকার করিয়া তথায় বাস করিত।

† ১১৩৮ সাল, গ্রী ১৭৬১।

‡ গ্রী ১৮৫৮, ১লা নবেম্বর।

টীকা (ক)

মেং নিল “ব্রহ্ম” শব্দ ঐশ্বর্যমাস্ত্রক সংজ্ঞা করেন, তাঁহার মতে এ শব্দ নানা দেব প্রতি প্রযোজ্য। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস উইলসন, মিলের মত খণ্ডন করিয়াছেন, যথা :—

“This is a Specimen of most perverser reasoning. Brahme is said to be ‘a mere unmeaning epithet of praise, applied to various gods;’ but if it means nothing, what honor can it do them? why is it attached to them? it must have some signification, or it would not be employed. It may be absurdly used; but, undoubtedly, when God or man is called Brahme, it is intended to say, that he is something of a more elevated nature than his ordinary nature—that he is, in fact, one with that being, who according to particular doctrines, is not only the cause of all that exists, but is all that exists. ———

মিল কতগুলি অপ্রামাণিক টীকা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাধ্য মেং উইলসনের অপরাধ পাণ্ডিত্য এই, যে ব্রাহ্মদিগকে সূর্য্যের দেব সংজ্ঞার হেতু জিজ্ঞাসিলে উত্তর দিতে দ্বিধা করে, অথবা স্বাস্থ্য হয়, কিন্তু তাহার সূর্য্যকে তি দেবের আকার স্থির করে। উইলসনের মত এই :—

“These general assertions of Wilford are always to be received with great caution. There is no reason why the Bramins should make a mystery of applying the word Deva to the Sun. The Sun is a God, which is all that ‘Deva’ Deus signifies.”

মিলের অপব ভ্রান্তি এই যে, সূর্য্যের উদ্ভাপ ব্রহ্ম, রশ্মি বিষ্ণু এবং দীপ্তি শিব, আর ব্রহ্মই সূর্য্য। তিনি মার উইলিয়ম ফোন্সের মতের দ্বারা আত্ম মত রক্ষা করিয়াছেন। যদিও সংস্কৃত দক্ষ মহা পাণ্ডিত্য, ফোন্সের মতসমস্ত প্রামাণিক, তথাপি এ মত ভ্রান্তিস্বলক। ফোন্স কহিয়াছেন, তিনি ত্রিশতাশ্রয় এবং ওঁ প্রযোজ্য, আদি পৌত্তলিকেরা তাঁহাকে সূর্য্য উদ্ভাপ, রশ্মি ও দীপ্তি স্বরূপ অনুভব করিত। মিলের উদ্ধৃত মেং কোলককেদর মতে সূর্য্যই এক মাত্র দেব, তিনিই পরমাত্মা, অন্য দেবেরা তাঁহার অংশ মাত্র। উইলসনের অস্বীকার যথা :—

“This does not prove the converse; viz., that the Sun was ever called the Great Soul. Brahme, the Great Soul, was according to the Vedantas, identical with the Sun and with Fire, as with all things, and they mutually are identical with him, but each is individually the object which is seen or worshiped, and not solely Brahme, or to be confounded with God.”

टीका (थ)

“As compared with the state of Astronomical science in modern times, Hindu Astronomy, of course, is far from excellent,” as Schlegel remarks, “*il n'est pas besoin de faire de gros livres pour le prouver*.” It is, perhaps, inferior to the Astronomy of the Greeks, but it exhibits many proofs of accurate observation and deduction, highly creditable to the science of Hindu Astronomers. The division of the ecliptic into lunar mansions, the solar zodiac, the mean motions of the planets, the precession of the equinoxes, the earth's self-support in space, the diurnal revolution of the earth on its axis, the revolution of the moon on her axis, her distance from the earth, the dimension of the orbits of the planets, the calculation of eclipses, are parts of a system which could not have been found amongst an unenlightened people. That the antiquity of the Hindu Astronomy has been exaggerated is no doubt true, but there is no reason to conceive that it is not ancient. Even Bentley himself refers the contrivance of the lunar mansions to B. C. 1424, a period anterior to the earliest notices of Greek Astronomy, and implying a course of still earlier observation. The originality of Hindu Astronomy, if this can be granted, is at once established, but it is also proved by intrinsic evidence, as although there are some remarkable coincidences between the Hindu and other systems, their methods are their own. “If there be any resemblances,” says professor Wallace (*Account of British India*, Edinburgh,) “they have arisen out of the nature of the science, or from what the Indians have borrowed from the Arabians, who were instructed by the Greeks, rather than from any thing borrowed from the Indians by the Arabians or the Greeks.” There is no occasion to suppose the Greeks were instructed by the Hindus, but the Arabians certainly were. Their own writers affirm that Indian Astronomers were greatly encouraged by the early Khalifs, particularly Harun al Rashid and Al Mamun; they were invited to Bagdad, and their works were translated into Arabic. The Hindus were fully as much as the Greeks the teachers of the Arabians,”—*Wilson's Comment on Mill's India*.

